প্রথম বর্ষ,
প্রথম সংখ্যা

স্বপ্নের ইস্তেহার

স্বপ্নের ইস্তেহার

প্রথম বর্ষ , প্রথম সংখ্যা

স্বপ্নের ইস্তেহার
প্রথম বর্ষ , প্রথম সংখ্যা

প্রথম প্রকাশ ঃ ফেব্রুয়ারী , ২০০৭

প্রকাশক ঃ লেখকমন্ডলীদ্বারা প্রকাশিত

সম্পাদক ঃ আমরা সবাই

প্রচ্ছদ শিল্পীঃ তপন ভট্টাচার্য

মুদ্রক ঃ মা সুলেখা প্রিন্টার্স,ঠাকুরপুকুর

ই-মেল ঃ amadermgazine@gmail.com

ওয়েবসাইট ঃ www.swopneristehar.tk

মুখবন্ধ

এই পাতাটাকে বরাবর 'কৃতজ্ঞতা প্রকাশ' লিখতে ব্যবহার করা হয়।বলা যায় এটাই রেওয়াজ কিম্বা ট্র্যাডিশন।আমাদের বয়সটাতে রেওয়াজগুলোকে আমরা বরাবরই একটু সন্দেহের চোখে দেখে এসেছি-তবে কিছু রেওয়াজ তো থেকে যায় যেগুলো পূর্বসূরিরা ছেড়ে যান ভাবীকালের জন্য-যা থেকে তৈরী হয় একটা গোটা পরম্পরা-সেগুলোকে অগ্রাহ্য করে সেই সাধ্য কার?এই রেওয়াজটাও সেরকম-সেই মানুষগুলোর পরিচয় সামনে তুলে আনার যারা পর্দার আড়াল থেকে এমন কিছু কলকাঠি নেড়ে যায়,যেগুলো ছাড়া সমস্ত প্রচেষ্টাটারই অকালমৃত্যু হত-ওদিকে লাইমলাইটের তলার কলাকুশলীরা যদি মৌখিক ধন্যবাদ জানায়,সেটা তারা হেসেই উড়িয়ে দেয়-'আমি আর এমন কি করলাম?' বলে।তাই কেবল রেওয়াজের বশে নয়-এই কৃতজ্ঞতাগুলোকে প্রকাশ না করা ফৌজদারী অপরাধ হত।
অনেক ব্যবহারে ক্লিশে হয়ে যাওয়া ধন্যবাদটা তাই নীচের সব্বাইকে-

১>সৌরি,অনন্যা,তুলি,স্বর্ণালী,অর্ণব,তনুশ্রী,দেবরূপা,
দেবাঞ্জন(দাস),দেবাঞ্জন(সরকার),
বব্‌দা,সুমঙ্গল এবং আরো অনেককে ওদের অনেক অনুপ্রেরণা এবং আর্থিক,মানসিক আর শারীরিক সহযোগিতার জন্য

২>আমাদের বাড়ির সমস্ত লোকজনকে - নির্দ্বিধায় অকুণ্ঠ স্বাধীনতা দেওয়ার জন্য

৩>bornosoft এবং macromedia কর্তৃপক্ষকে bornosoft আর freehand -র মতো অসাধারণ দুটো software- এর জন্য

৪>আর সবশেষে Google কর্তৃপক্ষকে orkut আর gmail -এর জন্য .... এদুটো সাইট্ না থাকলে এমন অনেকে মিলে ম্যাগাজিনটা বের করাই হতোনা-যারা সবাই সবাইকে চোখেই দেখেনি

এটা আমাদের প্রথম প্রয়াস। হয়তো একটা চলার শুরু-হয়তো সামান্য একটা পদক্ষেপ।তবে সামনে একটা পথ দেখা যাচ্ছে বটে।দেখাই যাক্‌না-পাঁচালীটা কোথায় গড়ায়?আমাদের এই সামান্য পদক্ষেপটুকু যদি আপনাদের সামান্য-ও ভাল লাগে তাহলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক মনে করব। আপনাদের মূল্যবান মতামতের প্রত্যাশায় রইলাম ...
amadermgazine@gmail.com ।

——সূচীপত্র

চলচ্চিত্রচঞ্চরী

দুই হুজুরের গপ্পো	কৌস্তভ ভট্টাচার্য্য

গপ্পো-সপ্পো

উত্তরণ	প্রীতম দাশ গুপ্ত
এটা কি ভালবাসা ছিল?	অভিষেক দাস

লেখা-পড়া

The geometrical interpretation of General relativity	শুভজিৎ ব্যানার্জী
Computer Ethics and Security	প্রমিত রায়

ছন্দ - ছন্নছাড়া

একগুচ্ছ কবিতা	

দু-পাতায় দুনিয়া

Language oooh..	শ্রীজাতা গুপ্ত

হিজিবিজি

নারীচরিতবর্ণন	অভিষেক রুদ্রপাল
গালগপ্পো	কৌস্তভ ভট্টাচার্য্য

গপ্পো-সপ্পো ২

পরিবর্তন	অভীক দত্ত
পাড়ি	বিক্রমজিৎ চ্যাটার্জী
অমরত্বের প্রত্যাশা নিয়ে	সৌম্য মাইতি

সত্যম-অপ্রিয়ম

লাগে রাহো গান্ধীগিরি	কৌস্তভ ভট্টাচার্য্য
অচল বাংলা ভাষা	অভীক দত্ত

দুই শুজুরের গপ্পো

কৌস্তভ ভট্টাচার্য্য

এটা অনেক দূরের একটা মহাদেশের গল্প-ঘনাদার ভাষায় যেটা 'সূর্য কাঁদলে সোনার' দেশ। হুয়াইনাকাপাক,আতাহুয়ালপা-দের সেই গা ছমছমে adventure-র দেশ।তবে ঘনাদার অজানা তারপরের ইতিহাসটা ততোটাও সুখপাঠ্য নয়। সেই ইতিহাসটা চিরাচরিত সাদা চামড়ার dominance-র,ভূমিপুত্রদের পাশ্চাত্য ইতিহাসবিদের লেখায় চিরাচরিত বর্বরায়ণের,গোটা ইঙ্কা সভ্যতার পেরু, ভেনেজুয়েলা, কিউবা,আর্জেন্তিনা নামের কিছু বিচ্ছিন্ন দ্বীপে পরিণত হওয়ার।এটা সেই তথাকথিত হেরো মহাদেশটারই গল্প ...পৃথিবীর মানচিত্রে যার নাম লেখা হয় - latin america।

একি সাথে একটা সিনেমার ও গল্প,-একটা সিনেমার, যেটা অনেকদিনের পুরনো একটা গল্পের সাদা স্ক্রিন রূপান্তর ঘটায়,সরকারী বয়ানে বললে-'সত্য ঘটনা অবলম্বনে'।স্থান,কাল,পাত্র order-টা মানলে বলতে হয়-গল্পটার শুরু আর্জেন্তিনায়,সময়টা ..গত শতাব্দীর মাঝপথের,আর মুখ্য পাত্ররা দুটো মানুষ - যারা সেইসময়ের বয়স ধরলে তখন নেহাৎ ই ছেলেমানুষ...কিম্বা বলা যায় ছেলে থেকে মানুষ হবার রাস্তায়।

Diarios de motocicleta (THE MOTORCYLE DIARIES)(2005)

পরিচালনাঃ Walter Salles
প্রযোজনা ঃ Robert Redford
অভিনয়ে ঃ Gael García Bernal, Rodrigo de la Serna,Mía Maestro, Gustavo Bueno, Jorge Chiarella

আর্নেস্তো তখন "specialist in leprosy ' degree তে graduate হওয়ার পথে। এদিকে আলবার্তোও তখন নিজেকে scientist-tientist গোছের একজন কেউকেটা ভাবতে শুরু করেছে। কলেজ ছেড়ে যাওয়ার সময়ও পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে। 'কলেজের শেষ বছরটাকে একটু specially celebrate করলে কেমন হয় ?'- আর্নেস্তোর মাথায় একদিন ভূত চাপলো। কিন্তু celebration-এর রাস্তাটা কি?কেন- আলবার্তোর 'Norton 500' মোটরবাইকটা তো রয়েছে-ওটা নিয়ে একটু কাছে পিঠে ঘুরে এলেই হয়। তা বেশ-কিন্তু কাছে পিঠেটা

কিরকম?এই আর্জেন্তিনা থেকে শুরু করে Andes,Machu Picchu ডিঙিয়ে ভেনেজুয়েলা,পেরু নিয়ে মহাদেশের খানিকটা।
মরেছে!...ছোকরা বলে কি? কিন্তু বছর ২৩ তো আর বাপ-মায়ের বাধ্য হওয়ার বয়স নয়-তাহলে পৃথিবীর অনেকগুলো গল্প লেখাই হতোনা। তাই উঠল বাই তো চালাও বাইক-চলল দুজনে...॥
কিন্তু পথে বাধা-বিপত্তি আর ছেড়ে কথা বলেছে কবে? আর বাইকটা চালানোর ব্যাপারে দুজনেই মা গঙ্গা (মা আমাজনও বলা যায়)-ফলস্বরূপ-এবড়ো-খেবড়ো রাস্তাগুলোতে কখনো সমবেত
তাতা থৈথৈ,কখনো হাড়জ্বালানো বাইক ঠেলা! এইভাবে অনেক পাহাড় পর্বত ডিঙিয়ে দুই মূর্তিমান পৌঁছলো Peru।একটা লোকের সাথে আলাপ হলো সেখানে-Hugo Pesce (এটার আর বাঙলা করাটা আর বিদ্যেয় কুলোলনা)-বেশ জাঁদরেল লোক-পেরুর laper treatment program-র অধিকর্তা গোছের-কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম-লোকটা বেশ বড়দাসুলভ attitude নিয়ে দুজনকে ঠাঁই দিলেন। ভদ্রলোকের ডাক্তারি ছাড়াও বেশ কয়েকটা আকর্ষণীয় বদভ্যেস ছিলো-তার মধ্যে একটা ফাঁকতালে উপন্যাস লেখা (যেটা বেশ ঘ্যাম নিয়ে উনি আর্নেস্তোকে পড়তে দিলেন),আর একটা বদ অভ্যাস সময় সময় মার্ক্স-এঙ্গেলের পাতা ওল্টানো। আর আলবার্তো একটু বইপত্তর থেকে দূরে সময় কাটাতে ভালবাসলেও,আর্নেস্তোটা বরাবরি বইপোকা।জমে গেলো দুজনে।হঠাৎ একদিন ভদ্রলোকের মাথায় এলো ছেলেদুটোকে একটু সত্যিকারের লাতিন আমেরিকাটা চেনাতে পারলে মন্দ হয়না-সান পাবলোর laper colony-তে দিলেন দুটোকে পাঠিয়ে।
বরাবরের ঠোঁটকাটা আর্নেস্তোটা যাবার সময় বলে গেলো-'আপনার লেখাটা ভালো করে পড়া হয়ে উঠলোনা মশায়-হাতের লেখাটা কহতব্য নয়,কোথাও কোথাও একেবারেই অপাঠ্য'। লোকটা একটুও রাগলোনা কিন্তু-উলটে পিঠ চাপড়ে দিলো-তাকে সত্যি কথাটা বলার মতো সাহস দেখে।
'কিন্তু এ কোথায় এলাম রে বাবা-এ যে যমের দক্ষিণ দুয়োরেরও অধম।'জাহাজ তো নয় যেনো জেলখানা।আর্নেস্তোর সেই বছর চারেক বয়েস থেকেই হাঁপানির সাথে দোস্তি-তা সেই হাঁপানিরও এই সুযোগে পুরোনো প্রেম উথলে উঠলো।তবে আলবার্তোর সফরটা অতো নীরস কাটেনি-জুয়োর টাকা আর সে টাকায় একটু ফষ্টিনষ্টির সান্নিধ্যে।
এটা মানুষদের laper colony!না অন্য কিছুর?এদের জন্য অত্তো লক্ষ লক্ষ টাকা ক্যাম্প-ট্যাম্প হ্যানা-ত্যানায় খরচ?এদিকে এদের তো দেখা যাচ্ছে ছোঁয়াও নাকি পাপ?-প্রভু যিশু নাকি তাতে ক্রুদ্ধ হন!তাঁর চেলাচামুন্ডারা তাই লোক গুলোকে একটা দ্বীপে ঠুসে বেশ শান্তিতে পুণ্যাত্মা হয়েছেন।এবার আর্নেস্তোর গরম রক্ত সত্যি টগবগানি শুরু করল-আর্নেস্তো সটান গিয়ে একজন বয়স্ক রুগীর সাথে হাত মিলিয়ে বলল-'hello sir,আমি আর্নেস্তো'।ব্যাস দুপুরের খাবার পাওয়ার আশা ভুলে যাও-এর উপরে একটা মাগীর ঘরে ঢুকে তার কানে আবার কি ফুস মন্তর দিয়েছে-সে এতোদিন কেলিয়ে পড়ে থাকার পর আবার নতুন করে বাঁচতে চাইছে?'শালী মরল-কি বাঁচলো তাতে তোর কি রে ?...একে জংলী রেড ইন্ডিয়ান-তায় ওই কুষ্ঠ রোগী-ম্যা গো। এই অধার্মিকগুলোকে কেন পাঠাও'।

কিন্তু ছোকরা বোধহয় ম্যাজিক জানতো।খাবার না পেয়ে যখন ব্যাজার মুখে বসে আছে-একে একে ওই রেড ইন্ডিয়ান 'জানোয়ারগুলো' ওর জন্য খাবার এনে জড়ো করল-কেউ চুরি করে-কেউ নিজের থেকে সরিয়ে।কি ব্যাপার ছোকরা তুকতাক জানে নাকি??...
জানে বোধহয়,না হলে যমের অরুচি জায়গাটা প্রাণ ফিরে পেলো কি করে?সব ছেড়ে রোগীগুলো ফুটবল খেলতে আরম্ভ করল-আর্নেস্তো আর আলবার্তোও কোমর বেঁধে নেমে পড়ল ওদের সাথে। প্রভূ যিশুর কৃপাধন্যদের গোমড়া মুখেও কয়েক চিলতে হাসির ঝিলিক দেখা গেলো যেন !ইতিমধ্যে আর্নেস্তোদের ঘর ছাড়ার এক বছর কেটেছে।আর্নেস্তোর চব্বিশ বছরের জন্মদিনের পার্টি হলো এখানেই।আর্নেস্তো পার্টিতে বলল তাদের দুই বন্ধুর ছেলেমানুষি বাড়ি থেকে ভেগে পড়ার গল্প। এ ক'মাসে ওরা লাতিন আমেরিকাকে চিনেছে অনেক কাছ থেকে...দেখেছে সত্যিকারের লাতিন ভূমিপুত্রদের দিন গুজরান,..বইয়ের পাতা থেকে বেরিয়ে 'সর্বহারাদের' এককাট্টা হয়ে বেঁচে থাকা..ওর ই কথায়
"Wandering around our America has changed me more than I thought. I am not me anymore."
ছোকরাটা সত্যি বলে ভালো-সবার গলাটায় যেন একটা ঢোঁক এসে আটকেছে,চোখটাও কট্‌কট্‌ করছে একটু-যা তা ব্যাপার।পার্টি ভেঙে যেতে নদীর পাড়ে এসে দাঁড়িয়েছে দুই বন্ধু-হঠাৎ আর্নেস্তো বলল-'আমি ওপারে চললাম'। মানে?...'আমি ওই দ্বীপেও একটা পার্টি করতে যাচ্ছি রোগীদের সাথে' ।ইয়ার্কি নাকি?..এতো রাতে,আর নৌকোটাও তো নেই।...'তাতে কি?সাঁতরে যাবো'-ব্যাস ঝাঁপালো নদীতে।কারেন্ট টপকে,হাঁপাতে হাঁপাতে চলল সাঁতরে।
এর মধ্যে দুপাড়ে ভিড় জমছে।এপাড় থেকে আর্নেস্তোর জন্য ভেসে আসছে আতঙ্কিত সাবধানবাণী।আর ওপাড় চিৎকার করে ডেকে চলেছে-চলে আসুক,আর্নেস্তো চলে আসুক ওদের কাছে-ওদের বন্ধু-ওর মতো করে আগে তো আর কেউ আসেনি!না মনে হচ্ছে হয়ে যাবে-আর একটু,আর একটু। শেষে হাঁপিয়ে উঠছে যখন আর্নেস্তো..ওপাড় জড়িয়ে নিয়েছে ওকে...এপাড় তখন লাফাচ্ছে...যেনো নদীটা ওরাও সাঁতরালো-আলবার্তো শুধু বিড়বিড়োচ্ছে-'আমি জানতাম,আমি জানতাম'।
কিন্তু যেতে তো হয়-কারণ একবার গেলে তবে তো ফিরে আসা যায়।তবু বুকের মধ্যেকারের সেই চিরকালের অদেখা মনটা বিদ্রোহ করে।ছেলে দুটোর জন্য দুপাড় ভিড় করেছে-একসাথে হাত নাড়ছে-আবার এসো বন্ধু-আমাদের কাছে-আমাদের মধ্যে-আস্তে আস্তে ওরাও হাত নাড়তে নাড়তে মিলিয়ে গেলো,নদীর বুকে সেদিন অনেক কুয়াশা জমা হয়েছিলো।

July 26,1952,Caracas,Venezuela-এই গল্পের দুই হুজুর,দুই বন্ধুর আলাদা হওয়ার দিন-আর্নেস্তোকে একটু আগে যেতে হবে। প্লেন ধরতে এগিয়ে যাচ্ছিল আর্নেস্তো-আলবার্তো ডাকলো-'চে'।
আর্নেস্তো 'চে' গুয়েভারা ফিরে তাকালেন।আলবার্তো গ্রানাদো মুখে কিছু বলেননি-জড়িয়ে ধরেছিলেন শুধু। চে প্লেনে উঠে গেলেন-শেষ মূহুর্ত পর্য্যন্ত তাকিয়ে ছিলেন বন্ধুর দিকে।এক সময় প্লেন উড়ে গেলো আকাশে। গ্রানাদো তখনও চেয়ে ছিলেন আকাশের দিকে।

গ্রানাদো এখন অশীতিপর-তবু এখনও আকাশের দিকে তাকানোর বদভ্যেসটা ছাড়তে পারেননি। সেই আকাশে একদিন তার বন্ধু উড়ে গিয়েছিলেন-অনেক মানুষের বন্ধু হতে।তাদের দুঃখ-সুখের রোজনামচায় মিশে যেতে।তারপর একদিন আকাশের উচ্চতায় উঠে গিয়ে একদিন আকাশেই মিশে গেছেন-রয়ে গেছেন শুধু অনেক মানূষের মনে-বন্ধু হয়ে-

‘হাল ছেড়োনা বন্ধু-বরং,কণ্ঠ ছাড়ো জোরে,
দেখা হবে তোমায় আমায় অন্য গানের ভোরে’

‘চে’ শব্দটার আভিধানিক অনুবাদ ‘বন্ধু’-মনের অনুবাদটা তার থেকে খুব আলাদা কি?...

গপ্পোসপ্পো

উত্তরণ

প্রীতম দাশগুপ্ত

(১)

জানালার বাইরে সবুজ tea garden গুলো ঝড়ের মতো বেরিয়ে যাচ্ছে.......ঝিরঝিরে বৃষ্টিটাকে জানালার কাঁচ দিয়ে আটকানোর কোন ইচ্ছে নেই। এই জলের ছোঁয়া টা বেশ লাগে....কেমন নরম.........কেমন শিরশিরে। বাইরের সবুজ টাকে পেছনে ফেলে আমরা নিউ-জলপাইগুড়ির দিকে। জলঢাকা এখন ......অদৃশ্য। আমরা মানে.... আমি আর আদিল........আমার ড্রাইভার কাম গাইড।

ও বোধহয় একটু গুম মেরে গেছে। বড় একটা ট্রিপ ....বড় একটা ইনকামের chance টা আমি মাটি করে দিলাম। মিনিমাম দিন পনেরর একটা ট্রিপ তিন দিনে শেষ। বিন্দুকে বিদায় জানিয়ে....আমার খাঁচায় ফেরার পালা।

এবার বৃষ্টিটা একটু জোরে পরতে আরম্ভ করেছে....সঙ্গে হাওয়াটাও আমার ওভারকোট আর টি-শার্ট এর দূর্গটা ভেদ করে হাড়ের দরজায় কড়া নাড়াতে শুরু করেছে।

——'ধুৎ'

বাধ্য হয়ে জানালার কাঁচটা তুলে ফেললাম ....আর কয়েক মুহুর্তের মধ্যে ছোট্ট ছোট্ট বৃষ্টির কণা গুলো আমার অসাধারণ ভিউটাকে গোগ্রাসে গিলে ফেললো। এখন আদিল আর ওর সরেস গোঁফটা ছাড়া দর্শনীয় কিচ্ছু নেই। গাড়িটার অবস্থাও তেমন। dash board টা প্রায় ফাঁকা.... শুধু একটা রেডিও আছে। প্রথম দিন এই গাড়িটাতে উঠে......... কি ভাবে এতটা পাহাড়ি রাস্তাটা পেড়িয়ে নিউ-জলপাইগুড়ি থেকে বিন্দু পৌছাবো.... সেটা ভেবে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছিলো। কিন্তু আদিল brilliant... দারুণ ভাবে পৌছে দিয়েছিলো.... কোনো প্রবলেম ছাড়াই ॥

(২)

নিউ-জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে বিন্দু আসার সময় সাইড সিন টা একেবারে মিস করেছিলাম। ট্রেনের দোলনাটার effect টা কেন জানো ট্রেনে উপলব্ধি করিনি.... সুমোটাতে চাপতে না চাপতেই যত রাজ্যের ঘুম চোখে ভীড় করে এসেছিল। যখন চোখ খুললাম তখন জলঢাকার কোলের উপর বসে,মানে 'শিবাজি টুরিসম ইন' এর গ্র্যান্ড ভিউ টা নিতে নিতে গাড়ি থেকে নেমে বিশ্বাস হচ্ছিল না যে জায়গাটা তে আমি দাঁড়িয়ে........ কয়েক ঘন্টা আগেও কলকাতার ধুলো খাচ্ছিলাম.... বাসের মধ্যে নভেম্বর এর শেষটাতে ও ঘেমে নেয়ে একাকার। আর তার পর বিন্দু......... মাঝে মাঝে এইরকম scenic relief পাওয়ার জন্য নিজের হুজুগটা কে খুব চুমু খেতে ইচ্ছে করে। লোকে হাসবে ....একটা প্রায় নাম না জানা জায়গায় হঠাৎ পালিয়ে এলাম.... শুধু মাত্র 'নেট' এ পাঁচ লাইন বিবরণ পেয়ে ....আমি 'একেবারে যা-তা'।

‘আরে দাদা ভালো স্বপ্ন দেখলেন নাকি..... ? হাসছেন যে বড়ো ?’
মুখ তুলে দেখি আদিল.... হোটেল থেকে বেরিয়ে আসছে..... নিজের ক্ষ্যাপামির ওপর নিজের মনের হাসিটা যে কখন এক্কেবারে মুখে বেরিয়ে এসেছে বুঝতেই পারিনি।
——-‘না না এমনি....বল সব ব্যবস্থা হল ?’
হ্যাঁ সার....কোন প্রবলেম হবে না .... এক সপ্তাহ মত এখানেই থেকে যান। এর থেকে বেশি দিনের জন্য ঘর পাওয়া গেল না.... বুকিং আছে। আপনি যদি একটু আগে খবর দিয়ে আসতেন !
——-‘আমি কি আর নিজেই জানতাম আসব ? পরশু সকালে ঠিক করলাম....তারপর রিনি কে ফোন করলাম.....ভাগ্যিস ও তোমাকে পেয়ে গেল,নাহলে স্টেশন থেকে আমি এখানে এসে রাস্তাতেই থেকে যেতাম.....অবশ্য মন্দ হত না..... কি বলো ?’
আদিল ওর গাল বিস্তৃত গোঁফের ফাঁক দিয়ে দাঁতটা দেখিয়ে দিলো।
বেশ ভাল ছেলেটা।
রিনি .....আমার মাসতুতো বোন..... ওকে জোগাড় করেছে। শিলিগুড়িতে থাকে গাইডের কাজ করে.....সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়িটা আগের বছর কিনেছে....এখন সম্পূর্ন ট্যুর ম্যানেজার। ও ছিল বলেই আমি এক সপ্তাহের জায়গা পেয়ে গেলাম.... ম্যানেজার ভদ্রলোকও বাঙ্গালি তাই একটু বেশি খাতির আর কি!!
আমাকে আদিল স্টেশনেই বলেছিল।
———‘কোন প্রবলেম হবে না ....কিছু একটা জায়গা করেই দেবো।’
আমি আড়মোড়া ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে .....আমার ছোট্ট দুটো ব্যাগ কাঁধে করে হোটেলটাতে ঢুকলাম।
যাওয়ার সময়ই অমলেশ বাবুর সাথে আমার প্রথম দেখা.... .....বাঙ্গালি .....শিলিগুড়ির বাসিন্দা.....বছর সাতেক আগে এখানে চলে এসেছেন .....এই হোটেল টা বানিয়ে। তখন বিন্দু সত্যি ট্যুরিস্ট ম্যাপ এ ‘নাম না জানা দ্বীপ’এর মত ছিল,এখন আস্তে আস্তে offbeat ট্যুরিস্ট destination হিসেবে উঠে এসেছে। ভূটান আর ভারতের সীমান্তে এই ছোট্ট গ্রামটাতে একটা শান্ত একাকীত্ব আছে যা workoholic মানুষগুলোকে টানছে।
জলঢাকার গায়ে চাদরের মতো জড়িয়ে থাকা পাহাড় .... আর তার কোলে বসে থাকা ছোট্ট বিন্দু .....ভারতের সীমান্তের শেষ গ্রাম। উপত্যকাটার মধ্যে দিয়ে চলা জলঢাকা দুটো দেশের মধ্যে পাঁচিল তুলেছে.... ....দুটো মাটির টুকরো .....দুটো সরকার আর অনেক গুলো নিয়মের বেড়াজালে .....একটাই মন।

——‘আপনিই অনির্বান বসু ? কলকাতা থেকে ?’..... এক গাল হেসে জিগ্যেস করলেন অমলেশবাবু।

——‘হ্যাঁ..... .... ঠিকই ধরেছেন .... চলে এলাম আপনাদের গ্রাম দেখতে।’

—‘তা বেশ করেছেন.....আমি বাপু আপনাকে এক সপ্তাহের বেশি ঠাঁই দিতে পারলাম না.....মানে বুঝতেই তো পারছেন বুকিং আছে। আপনি কোন চিন্তা করবেন না....আমিই আপনাকে জায়গা ঠিক করে দেবো.....বাঙ্গালি বলে কথা....এখানে নির্ভেজাল আড্ডার chance টা কেন খোয়াবো বলুন ?’

——'তা তো নিশ্চই.....এই যে এক সপ্তাহের জন্য জায়গা দিয়েছেন এই বা কম কি ? আমিই তো বুকিং টুকিং না করে এসে ঝামেলায় ফেললাম',..
অমলেশ বাবু নিজের রেজিস্ট্রার থেকে মুখ তুলে বললেন.....

—'না না কোন ব্যাপার নয় '

—'তা মশায় এখানে সে অর্থে দেখার মতো কিছু নেই..... মানুষ এখানে আসে ....একটু মুক্তির জন্য .....আর এই প্রকৃতিটাকে আত্মস্থ করতে.... .....এই নির্মলতাটাকে বুকে করে আবার জীবনের সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার রসদ জোগাড় করতে ।'

আমি বললাম .....'বাঃ আপনিতো বেশ ভাল কাব্য করেন.....লেখেন-টেখেন নাকি ?'

অমনি ভদ্রলোক কান এঁটো করা একটা হাসি দিয়ে বললেন..... 'আর কোথায় হয় লেখা ....এককালে লিখতুম.....কলেজে থাকার সময়.....এখন শুধু রেজিস্ট্রার খাতায় লোকের নাম লিখি ..... এই খানে একটা সই করে দিন দেখি.... আর দেখুন আপনার ঠিকানা-টিকানা ঠিক লিখেছে কিনা আদিল ?'

'হ্যাঁ .....ঠিক আছে.....তা ছাড়লেন কেন লেখাটা ?.....চালিয়ে যান....নিজের জন্যই লিখুন না।'

——'বলছেন ? '

——'বলছি বই কি ।'

——'ঠিক আছে চেষ্টা করব'খন....আপনি এদিকে আসুন দেখি.... ঘরটা একবার দেখিয়ে দেই।'

——'অনির্বান বাবু .... আপনি এক কাজ করতে পারেন .... আপনার সঙ্গে তো আদিল আর ওর গাড়িটা আছেই....Todey আর Paren টা একবার ঘুরে আসবেন.... nature টাকে নিজের purest form এ দেখে আর কিছু গ্রাম্য মানুষের সাথে কথা বললে ভালই লাগবে দেখবেন। অনেকে যায় শুনি....জন্তু , জানোয়ার, পাখিদের থেকে আমার মানুষ বেশি ভাল লাগে.... ভালোলাগে এই শান্ত পরিবেশটা।'

'আপনার চিন্তা করতে হবেনা....আমি আদিল কে বলে দেবো কোথায় ঘুরবেন সেই কথা....আপনি এখন বিশ্রাম
করুন....আপনার চা-জল খাবার আপনার ঘরে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

এদের ঘরদোর বেশ গোছানো । সামনের জানালাটা থেকে সুন্দর একটা ভিউ পাওয়া যাচ্ছে।...এখন প্রায় সন্ধে হয়ে এসেছে, পাহাড়ের পেছন থেকে সূর্য্যটা....জলঢাকার জলে স্নান করতে চলেছে....সারাদিন আকাশে থেকে ক্লান্ত বোধহয়।

‘আমি আজ বিশ্রাম নেবো কাল থেকে যাত্রা শুরু’ নিজেকে মনে মনে বলে দিলাম....তারপর একটু স্নান সেরে সটান বিছানায়।
তন্দ্রা মত এসে গেছিলো। দরজায় নক শুনে উঠে পড়লাম।
‘চা আছে ।’

ভদ্রলোকের খেয়াল আছে বলতে হবে.... কোথা থেকে আবার মিষ্টি আনিয়েছেন। আমার কথায় খুব ইমপ্রেসড হয়েছেন বোধহয়। বিশেষ করে পুরনো লেখা চালিয়ে যেতে বলার জন্য।

(৩)

পরের দিনটা এক্কেবারে ছুটে বেড়িয়েছি । অমলেশ বাবু আদিলকে সমস্ত ট্যুর প্ল্যান করে দিয়েছিলেন.... আমি শুধু ওর সাথে ছুটে বেড়িয়েছি....।
রাস্তাটা খুব একটা ভাল ছিল না। একে পাহাড়ি রাস্তা .....তার পর সব জায়গায় আবার পাকা নয়.... বিশেষ করে interior টা তে।
আমার 1st destination ছিল কালিঝোড়া । শিলিগুড়ি থেকে ২৭/২৮ মাইল হবে , ন্যাশানাল হাইওয়ে ধরে। .....তিস্তা আর রঙ্গিতের জল মিশে গাছে এখানে।.....দুটো সত্তা .....দুটো প্রবাহের মিলন.... .....একাত্মীকরণ। .....আমরা কেন নদীর মতো হই না ?কেন ....মিশে যাইনা বারবার ,চলার পথে ?.....আলাদা পথ গুলো কেন বারবার আরও আলাদা হয়ে যায়..... জানিনা।
এরপর চলে এলাম কোলবং ভায়া বিজনবাড়ি.....চাপড়ামাড়ি Wildlife Sanctuary ঘুরে।
কত পাখি.... কত গাছ। কালিঝোড়া তে গিয়ে .....মনের পুরোনো ক্ষত গুলো.....যে গুলো আবার কবর খুঁড়ে বেরবার চেষ্টা করছিল তাদের ঘুম পাড়িয়ে দিল চাপড়ামাড়ি।...অদিল অনেক গুলো ট্রিপ বার্ড ওয়াচারদের সাথে করেছে.... নিজেও অনেক পাখি চেনে। আমাকে রাস্তায় অন্তত ৩০ রকমের পাখি দেখিয়েছে।.....কি সব নাম যেন..... Eurasian Wryneck....Hodgson’s Redstart....Little Forktail এই সব .... আমার সব মনেও নেই।
একটা খুব জরুরী কাজ হয়ে গেল। কাছেই Karmi Farm- এ থাকার একটা ব্যবস্থা হয়ে গেল.... পরের সপ্তাহের জন্য।

রাতে যখন হোটেলে ফিরলাম তখন আর তাকাবার জোড় ছিল না চোখ দুটো তে। খেয়ে এসেছিলাম বাইরে থেকেই তাই আর জেগে থাকার কোন দরকার ছিল না। এক্কেবারে বিছানায়—‘পপাত চ’ আর ঘুমের রাজ্যে ‘মমাত চ’।

(৪)

সুমোটা এখন শিলিগুড়ি তে ঢুকে পরেছে ।
স্মৃতির লেনটাতে হাঁটতে হাঁটতে....বিন্দুতে ফেলে আসা দুটো দিন ফিরে গেছিলাম.....কিন্তু বাধ সাধল আদিলের রেডিও .... আর রেডিও র নাকি সুরে

কান্না.... এখন যে লোকে কেন গলা ছেড়ে নাক দিয়ে গান গাওয়া শুরু করেছে কে জানে।
কিছু ঘটনা.....সময় .....মানুষ কে এমন ভাবে নাড়া দিতে পারে জানা ছিলনা.... বিশেষ করে আমার মত মানুষ কে .... যার এমন কোন ইমোশন নেই বলে লোকে দাবী করে.....কি জানি সাত্যিই হয়ত নেই.....কখন কোনদিন.....কোন দারিদ্রের দিনে বেচে দিয়েছি তাকে.... বা হয়ত একদিন মাতাল হয়ে গলা টিপে মেরে ফেলেছি .....নিজের হাতেই জানিনা....সাত্যিই জানিনা। কিন্তু কোনো কিছু এখনো সেই নির্জীবতাকেও নাড়া দেয় দেখে ভাল লাগল।
আদিল কে দিয়ে আগেই টিকিটটা কাটিয়ে রেখেছিলাম....তাই আর কোনো প্রবলেম নেই....টাইমিং-টাও ঠিক ঠাক ছিল।.... ট্রেনটা স্টেশন এ সবে ঢুকেছে ....অনেক লোকের তাড়াহুড়ো ....ছোটাছুটি....পেছনে....দূরে হিমালয় একা দাঁড়িয়ে ....এই চলমানতাকে পরিহাস করছে নিজের স্থবিরতা দিয়ে।
আমিও কামরাটা খুঁজে নিয়ে উঠে পড়লাম ....আস্তে আস্তে দূরে চলে যাচ্ছে ....বিন্দু.....আদিল .....না দেখতে পাওয়া ছবি.....আর আমি ।.....ট্রেন টা স্পিড বাড়াচ্ছে.....আমি জানলা দিয়ে চোখ ফেরালাম.... এবার নিজের শোয়ার জায়গাটা তৈরি করতে হবে....আসার সময় ট্রেন জার্নি টা ভাল যায়নি ।আমার ব্যাগদুটো সিটের তলায় সাইড করে....একটু মেরদন্ড টান টান করলাম ।.....আবার কলকাতা.....
আবার 'চেনা দুঃখ.... চেনা সুখ....চেনা চেনা হাসি মুখ'।
চোখের পাতা দুটো ভারি লাগছে.....।

(৫)

কালিঝোড়ার পর আমার দ্বিতীয় দিনের ট্যুরটা ছিল ট্যুডেই।
ট্যুডেই বিন্দুর থেকে আরও ৮০০ মিটার উঁচুতে....পাহাড় বেয়ে উঠতে উঠতে আদিল আমার সাথে ওর ছোটবেলাটা share করল.... আসলে ও ট্যুডেই তে অনেক দিন ছিল। দুষ্টুমির সেই মিষ্টি বয়েসটা এখানেই এই পাহাড়ের কোলেই কাটিয়েছে।বাবা মারা যাওয়ার পর .... এখানে এক মামার কাছে চলে এসেছিল। আমাকে নিয়ে যাবে বলল.....একটা ছোট্ট গ্রামে যেখানে একসাথে ভারত আর ভূটান থাকে।
জলঢাকার উপরের ব্যারেজ টা পেরিয়ে.... ছোট্ট বেলার আঁকার খাতার সিনারির মত একটা গ্রাম।.... কুঁড়ে ঘর.....বেড়া দিয়ে ঘেরা।.....পেছনে পাহাড়। তার ফাঁক দিয়ে সূর্য্য দেখা যাচ্ছে । কেমন একটা আনন্দ হচ্ছিল। একটা কিছু ফিরে পাওয়ার আনন্দ।আমার drawing খাতার পাতা আর drawing সারের কাছে A না পাওয়ার দুঃখটা মনে পরে যাচ্ছে । কিছু মানুষ যারা কোন জটিলতা বোঝেনা.... কোন কলুষতা যাদের ছোঁয়না.... একটা অন্য পৃথিবী। সবার মুখে একগাল হাসি লেগে আছে। একজন অচেনা -অজানা মানুষকে নিজের করে বরণ করে নিতে একটুও দেরি করেনি তারা। একটা খাটিয়ার ওপর আমি.... আদিল আর আদিলের এক আত্মীয় .....নোরান। আমরা বসে গপ্প করছিলাম।
এই পাহাড়ের গপ্প।
পাহাড়ি মানুষের গপ্প।
তাদের দিন.... রাত আর দিনগুলো কে রাত করে দেওয়া অন্ধকারের গপ্প।
নোরান বলছিল——— ওরা খুব একা। এই পাহাড়ের কোলে কোন দেশের সরকার ওদের খুঁজতে আসে না। না ভূটান না ভারত । দুটো দেশের কাছেই ওরা ব্রাত্য।

——‘ আমাদের প্রয়োজন গুলো আমরা কাকে জানাব সেটা বুঝতে বুঝতেই সেগুলো জলঢাকার জলে ভেসে যায়।’
আমি নোরান কে বললাম———‘ তোমরা আসলে সরকারী ভাবে কোন দেশের .... মানে ভোট দাও কোন সরকারকে ? ’
নোরান বলল——‘ আমরা খাতায়-কলমে ভারতীয়। কিন্তু মজার কথাটা কি জানেন ? আমাদের গ্রামের প্রায় অর্ধেক লোক জন্ম সুত্রে ভূটানি। কোন না কোন কারনে এখানে চলে এসেছে ।’
——‘ এতে কোন বাধা আসেনা ? এখানে বর্ডার সিকিউরিটি কেমন ? ’
——‘ বাধাতো থাকবেই। কিন্তু কি জানেন এটাতো আর অন্য বর্ডার গুলো র মত নয়। শান্ত। কটা লোক জানে এখান থেকে ভূটানিরা আসে ? কিন্তু প্রতিদিনই আসছে। কাজের খোঁজে। আবার রাতের বেলা চলে যায় । কলকাতায় আপনারা যেমন দূর দূর থেকে ডালহৌসি আসেন .... কাজের জন্য অনেকটা তেমনি। আবার দু-একজন কোন কারণে থেকে যায় আর ফেরে না।’
——‘ কিন্তু নোরান.... এতে আমাদের ক্ষতি হচ্ছে না ? আমাদের অর্থনীতির ক্ষতি ’।
নোরানকে এবার একটু অন্য রকম লাগল । ছেলেটা সম্পর্কে আদিল আমাকে আগেই বলেছিল। কলকাতা তে পড়াশুনা করেছে । brilliant student । ম্যাথস অনার্স। ফার্স্ট ক্লাশ। চাকরী পেয়েছিল দিল্লিতে .... করেনি ।strong principle ওর ভেতর কাজ করেছে ছোটোবেলা থেকেই। এই পাহাড়টাকে নিজের থেকেও বেশি করে ভালবাসে। এই পাহাড়ি মানুষগুলোকে আরও মানুষ করে তোলার অঙ্গীকার নিয়েছে। একটা স্কুল চালায়। আর নিজের কিছু সামান্য ব্যবসা আছে সেটা করে।
——‘ আচ্ছা আপনি দেশ বলতে কি বোঝেন ?’ নোরান আমাকে খুব শক্ত একটা প্রশ্ন করল।
——‘ মানে.... দেশ বলতে এই ভারত.... মানে ...’
—-‘ ঠিক করে বলতে পারবেন না। আপনি রাস্তার আর পাঁচটা লোককে জিজ্ঞেস করুন.... তারাও পারবেনা। দেশ হল আসলে একটা ছবি। যেটাকে আমরা ম্যাপ বলে দেখি। কিছু নীল.... সবুজ রঙের লাইন চলে গেছে যার মধ্যে দিয়ে। কিছু পলিটিক্স যার অধিকাংশটাই corrupted। আমার প্রয়োজনে .... আপনার প্রয়োজনে। আমরা দেশটাকে define করি.....নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য । দেশ বলতে দেশবাসী কোন দিনই হয়নি।..... অনির্বানদা..... কোন দিন না.... কোন দিনই হয়নি। দেশ বলতে দেশের মাত্র ২০%-৩০% population । আর বাকি সব হাওয়ায় উড়তে থাকা তুলোর মত.... তাদের নিজের কোন weight নেই । কোন একটা হাতে শক্ত ভাবে বসার মত। আর কেউ তাদের হাত বাড়িয়ে ধরেনা। শুধু উড়ে চলা আর একা একা বাঁচা। নিজের মত করে।নিজেদের জন্য।নিজেদের নিয়ে। ’
——‘ কি বলছ নোরান ? আমাদের কালচার ....আমাদের হেরিটেজ এগুলো দেশটা কে define করে না ?’
——‘ করে তো। কিন্তু আনির্বান দা বলতে পারেন,কালচার.... হেরিটেজ এগুলো আগে দেশের না আগে মানুষের ?যে মানুষ গুলো একে অপরকে চেনে.... নিজের বলে মনে করে.... তারা কি একত্রিত হতে পারে না ? পারেনা নিজেদের কালচার টা share করতে ? ’
আমার কথা গুলো কেমন যেন হারিয়ে গেছে। নোরানের কথাগুলো হঠাৎ খুব.....খুব সত্যি বলে মনে হল।
আমি....

আমার ধোপ-দুরস্ত ফ্ল্যাট.... আমার ঝাঁ-চকচকে অফিস.... আর আমার হুজুগটাকে আদর করার মত enough টাকা.....এগুলো ছাড়া আমি আর কি জানি ?
কটা এরকম বিন্দু কে চিনি? কটা নোরান এর গ্রামের কথা শোনার ইচ্ছে রাখি.....না....রাখিনা.... কোনদিন রাখিনি।
——‘ কি দাদা কিছু বলুন ? আমি কি বেঠিক? আমাদের কি এই মানুষগুলো কে আশ্রয় দেওয়া উচিৎ নয়? যারা একটু ভাল থাকার জন্য.... প্রাণ হাতে করে এদেশে পালিয়ে এসেছে .....হয়তো একটা রুটির জন্য।
ওই যে দেখছেন.....ওর নাম রিমিল। ওর বাবা-মা গত বছর মারা গেছেন। একটা ছেলে কি ভাবে ওখানে exploited হচ্ছিল সে সম্বন্ধে আপনার কোন ধারণা নেই। গত সপ্তাহে ছেলেটা এখানে পালিয়ে এসেছে নিজের এক দিদির কাছে।এবার বলুন আপনি..... কি করব আমরা.... কি বলব ওকে? চলে যেতে বলব ? বলব—‘ যা ফিরে যা .....হারিয়ে যা অন্ধকারে’।
আপনার মানবিকতা কি বলে অনির্বানদা?
—-‘ আমি কিচ্ছু জানিনা .... নোরান আমি খুব ছোট্ট গন্ডির মানুষ। আমার মানবিকতাবোধ গুলো.....সূক্ষ্ম আবেগ গুলো আমার শহরের ইঁট-বালির জঙ্গলে হারিয়ে গেছে।’
বিকেলের সূয্যটা গোপনে .... আমার চোখের সামনে জলঢাকার এপাড় থেকে ওপাড়ের পাহাড়ের গায়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি তাকে সীমানা পার করা থেকে আটকাতে পারলাম না। আমার মরে যাওয়া মনটা এখনও অতটা পাথর হয়নি।

আদিল প্রথম কথাটা বলল।
‘দাদা.... আজ বিন্দু ফেরাটা একটু রিস্ক হয়ে যাবে। আপনার কোন অসুবিধা না হলে আপনি আমাদের এখানে থাকুন.... আমি অমলেশ বাবু কে ফোন করে দিচ্ছি।’
আমি বললাম——‘ যা ভাল বোঝ....আমার কোন অসুবিধা নেই’।

[৬]
আরামের দুটো রুটি আর আলু সিদ্ধ .....এই জায়গাটা আমাকে আবার ছোটবেলায় না নিয়ে গিয়ে ছাড়বে না ..... মায়ের কথা মনে পড়ছে .....খুব মনে পড়ছে ।..... নোরান আমাকে সারা সন্ধ্যে জুড়ে একটা উপলব্ধির মধ্যে দিয়ে নিয়ে গেছে। কিছু মানুষ যাদের আমরা কোনদিন চিনতে চাইনি .....শুধু ...‘অনুপ্রবেশকারী’র তকমা লাগিয়ে দেই ....তাদের চিনিয়েছে....কেন তারা নিজের দেশ....সম্মান ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে আসে .....তাদের এই দেশটার সাথে আত্মীয়তা কত গভীর ... কতটা হার্দিক ,তা না দেখলে .... না জানলে ....উপলব্ধি করা সম্ভব নয় ....।
রাত হয়ে গেছে .....আমাকে বিদায় জানিয়ে নোরান আর আদিল চলে গেল। আমি এই ছোট্ট ঘরে একলা রাজা .....।
একটা মোমবাতির আলো আর মাদুরের একটা বিছানা ..... আমার জন্য স্পেশাল অ্যারেঞ্জমেন্ট ..... কি আরাম!! .....এতো ভাল করে কতদিন শুইনি মনে হল ..... ।
আমার ১০০০ স্কোয়ারফিট এর ফ্ল্যাটটায় .....
আমার ৬ ইঞ্চি গদিওয়ালা বিছানাটায় আমার দক্ষিণ খোলা জানালায়....

sound system থেকে ভেসে আসা মাতাল করা John Denver এ.....
কোথাও.....কোথাও
এত আরাম নেই ।
আসলে ওগুলোতে এতটা আন্তরিকতা নেই। পাশে জলঢাকা বয়ে যাচ্ছে .....আর হাওয়ায় ভেসে আসা রিমিলের বাঁশির সুর দুচোখে ঘুমের মতো নেমে আসছে ..... কটা বাজে আমি জানিনা .....দরজায় আওয়াজটা শুনে.....ঠিক করতে পারছিলাম না প্রথমে.... কোথায় আছি .....একটু ধাতস্ত হাওয়ার পর ....বুঝতে পারলাম আওয়াজটা আমার দরজাতেই হচ্ছে....'খোলাটা ঠিক হবে?'....প্রশ্নটা মনের মধ্যে আটকাচ্ছিল....একবার ভাবলাম অদিলকে ডাকি ....প্রতি মুহূর্তে দরজায় আওয়াজটা তীব্রতর হচ্ছিল .... আমি ঘামছি... আমি অতিথি ওদের.... 'কেউ কি বিপদে পড়ল ? ... অদিল কি? ....আমাকে ডাকছে ? .... জানিনা আমি কিছু জানিনা ...কেমন একটা ভয় আমাকে গ্রাস করছিল... না আর পারব না ....' মন্ত্রমুগ্ধের মত এগিয়ে গেলাম ..... দরজাটা খুললাম । খুলতেই এক ঝটকা বাতাস । আমাকে চোখটা বন্ধ করতে বাধ্য করল .... তাকিয়ে দেখলাম একটা মেয়ে । বছর ১৬/১৭-র হবে । একটা ভয় ....একটা অজানা আতঙ্ক নিয়ে আমার সামনে দাঁড়িয়ে । দরজা খুলতেই এক নিশ্বাসে অনেকগুলো কথা বলে গেল।

'আমাকে একটু এখানে থাকতে দাও ..... ওরা .... ওরা তাড়া করে আসছে। আমাকে মেরে ফেলবে ....আমার কোথাও যাওয়ার নেই । আমাকে থাকতে দাও ..... '

আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই ও নিজেই দরজার শিকলটা তুলে দিয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

'একটু জল হবে ? .....অনেকটা ছুটেছি.... তেষ্টা পাচ্ছে'।

আমি কিছু বলার আগেই ও নোরান এর রাখা জলের বোতলটা থেকে ঢক ঢক করে আনেকটা জল খেয়ে ফেলল।

'তুমি কে ?এখানে কেন ?....কে তাড়া করেছে তোমাকে?...আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না '

'বলছি বলছি সব বলছি । আমি.....আমি সারিয়া .... আমি পালিয়ে আসছি আমার বাড়ি থেকে। দেশ থেকে .... আমার সবকিছু ছেড়ে .....'

আমি কি বলব বুঝতে পারলাম না । নোরান আজ সারাদিন আমাকে কেমন একটা ঘোরের মধ্যে রেখেছে চেনা পৃথিবিটা .... জানা ভ্যালুস .... ভেঙ্গেচুরে একটা নতুন সংজ্ঞা আমার সামনে তুলে ধরেছে ..... আর তারপর আমার সামনে মেয়েটা দাঁড়িয়ে.... না .... এটা কি সত্যি?

আমি বললাম —— 'তোমাকে কারা তাড়া করছে? কেন?'

'ওরা , মানে আমার গ্রামের লোকেরা ,আমার বাবা। আমি কিছুতেই ওদের কাছে ফিরে যাব না । এক দল খুনী,যাদের কাছে আমার ইচ্ছে অনিচ্ছার কোন মুল্য নেই । শুধু বস্তা পঁচা সংস্কার ,আভিজাত্য কে মাথায় করে বেঁচে থাকা একদল রাক্ষস।'

'কি বলছ তুমি ---- ওদের মধ্যে তোমার বাবাও তো আছেন'

'তাতে কি? ও আমার বাবা নয় , ও একটা .... একটা খুনী'

কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল , সারিয়া।

একরাশ বিশ্বাস আর খুব নিজের কিছু মানুষ হঠাৎ চোখের সামনে অচেনা হয়ে গেলে .....তাদের সুন্দর চেহারাগুলো হারিয়ে যেতে থাকলে মনটা খুব ভারী হয়ে যায় ..... মনের উপর চেপে থাকা সেই ভারী ভারী মেঘগুলো তখন বৃষ্টি ঝরায়, বড় মন ভেজানো সেই বৃষ্টি ! আমি অনেক ভিজেছি ওর জলে । তাই সারিয়া কেও ভিজতে দিলাম....এই বৃষ্টিটা মন কে শুদ্ধ করে, পবিত্র করে।

‘ কিন্তু সারিয়ার ব্যাপারটা কি ? তোমার বাবা তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন কেন ? তুমিই বা তার কাছে ফিরে যেতে চাইছ কেন ? ....এখানে তুমি একা একা থাকবে?’
‘না একা কেন? .....আমি রিমিল এর সাথে থাকব ’
কথাটার সাথে সাথে একরাশ চাঁদের আলো ওর বৃষ্টি ভেজা মুখটাকে চুমু খেয়ে গেল।’
আমি বললাম ––– ‘রিমিল? ও মনে পড়েছে .... বড্ড ভাল বাঁশি বাজায় ছেলেটা’
সারিয়া বলল .------ ‘হ্যাঁ আমি রিমিল কে খুব ভালবাসি । এই জলঢাকা জানে কতটা। কিন্তু আমার বাবা সেটা মেনে নেয়নি। রিমিলকে একা পেয়ে অনেক আত্যাচার করেছে । ওকে বাধ্য করেছে .... দেশ ছাড়তে।’

‘কিন্তু আমি তো ওকে ছাড়া ওই অমানুষ গুলোর সাথে বাঁচব না । তাই আজ আমিও পালিয়ে এসেছি । সব কিছু ছেড়ে এসেছি। শুধু রিমিলের কাছে .... । ’
একটা নির্ভেজাল সরল মন ..... আর তার অকৃত্রিম , খুব সাধারণ চাহিদা। যার সাক্ষী এই রাত.... আমি আর বেড়া ভেঙ্গে পালিয়ে আসা একটা মন ।
‘আমাকে থাকতে দিন না ,একটু সময় । সকাল হতে আর বেশি বাকি নেই । আমি সকালে ঠিক রিমিলকে খুঁজে নেব ’
‘অবশ্যই নেবে। রিমিল এই ধারে কাছেই কোথাও থাকে। আমি তোমাকে নিয়ে যাব ওর কাছে । তুমি চিন্তা কোরো না।’
আবার দু-তিনটে জলের কনা সারিয়ার চোখের কোল ভাসিয়ে বেড়িয়ে আসছে। ....এই কান্নাটা অন্য রকমের ....আমার খুব একটা চেনা নয়। তবে শুনেছি খুব আরামের । এই প্রেমটা মানুষকে কত সুন্দর করে তোলে .... এই প্রেমটার জন্যই রিমিল অত সুন্দর বাজাতে পারে .....এই প্রেমটার জন্যই সারিয়ার চোখের কোলে ওই অজানা অচেনা কান্নাটা আসে .... এই প্রেমের জন্যই আমার মত চার দেওয়ালের মানুষটা বার বার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে .... আর এর জন্যই শুধু ‘পেপার শিক্ষিত’ আমি বিন্দু ,ট্যুডের মানুষের কথা শুনে , দেখে .... উত্তরণ ঘটিয়েছি নিজের। এককাট্টা অনুপ্রবেশ বিরোধী আমি আর আমার ঘরে এখন সারিয়া।

সকাল কখন হয়ে গেছে বুঝতেই পারিনি । চারিদিক থেকে রোদ ঢুকেছে..... কোন রকমে চোখ মেলে প্রথমে দরজার কাছটাতে চোখ গেল । সারিয়া নেই। দরজাটাও ভেতর থেকে বন্ধ । সব সত্যিগুলো কেমন পাক খেয়ে আমার মাথার ভিতর হাতুড়ি মারতে লাগল ... সারিয়া কোথায়? .... দরজা ফুঁড়ে তো হাওয়া হয়ে যেতে পারে না। ঘর থেকে বাড়ি যাওয়ারও এই একটায় পথ ..... তাহলে?

আমি তাড়াতাড়ি করে বেরিয়ে এলাম । চারিদিক খুব শান্ত , একটু আলসে..... সারিয়া নেই ।
তাহলে সারিয়া কি আমার উপলব্ধি .....?
আমার উত্তরন ?
জানিনা ..... আমার এই ছোট্ট মনটা অত বড় কিছু কোনদিন ভাবতে পারেনা । শুধু আস্তে আস্তে বুঝলাম সারিয়া বাস্তবে থাকতে পারেনা । ওপারের সারিয়ারা বোধয় অত সুন্দর বাংলায় কথা বলতে পারে না । কিন্তু আমার ফিলটা সত্যি । ওতে কোন খাদ নেই ।

আমার ভেতরের আমিটা অনেক দিন বাদে নাড়া খেয়েছে । অনেক বছর পর আমার মনের অস্তিত্বটা টের পেয়েছি ..... সারিয়া তার স্বপ্নের কথা বলে আমার স্বপ্নের মাঝে আমাকে নাড়া দিয়ে গেল ।

একটু পরে নোরান আমার কাছে এল ..... । একটা চাপা কান্না মুখে করে । যেটা ও যতই লুকতে চেষ্টা করুক না কেন, পারছিল না ।
——ও বলল কাল রাতে নাকি পুলিশের এনকাউন্টারে ওপারের থেকে আসা একজন মারা গেছে । একটা স্বপ্ন খুন হয়েছে।

আমি আর থাকতে পারিনি ....
বিন্দুতে , এই স্বপ্নটা আমাকে তাড়া করেছে সারাক্ষণ । অদিল কে দিয়ে সেদিনের বিকেলের ট্রেনের টিকিট কাটিয়ে বেড়িয়ে পড়লাম আমার খাচাটার উদ্দেশ্যে।

[৭]
এবার ট্রেনটা কলকাতার কাছে এসে পড়েছে .... আর মাত্র দুটো স্টপেজ তার পরেই আবার আমার চার দেওয়ালের ফ্ল্যাট , আর আমার একান্ত একাকীত্ব। কিন্তু কিছু নিয়ে ফিরছি বিন্দু থেকে । মনে হচ্ছে মনের পকেটটা ভারী হয়ে আছে বেশ । হয়ত আমার মনের অন্ধকার ঘরটার জানালাটা খুলে দিয়ে গেল সারিয়া, নোরানরা। যেটা দিয়ে হয়ত রোদ ঢুকবে,শ্যাওলা ধরা জীবনটা আবার সজীব হবে। আমার সব ক্ষুদ্রতা, সব সংকীর্নতাকে সরিয়ে এ আমার নব জীবনে আবর্ভাব।
আমার নতুন সূর্য্যোদয়।
আমার উত্তরণ।

আমি জানালার কাছে এসে বসলাম .... রেডিও চলছে ....
গুলজারের ভরাট গলা ....

‘ সুভা সুভা এক খোওয়াব কি দস্তক পর দরওয়াজা খোলা, দেখা...সরহদ কে উস্পার সে কুছ মেহমান আয়ে হ্যায়....আঁখো সে মায়ুস থে সারে...চেহরে সারে সুনে সুনায়ে ... পাও ধোয়ে, হাত ধুলায়ে ....আঙ্গন মে আসন লাগায়ে ... অউর তন্দুর পে মক্ষি সে কুছ মোটে মোটে রোট পাকায়ে ...পোটলি মে মেহমান মেরে পিছলে সালো কি ফসলো কা গুড় লায়ে থে...
আঁখ খুলি তো দেখা ঘর মে কোই নহি থা...হাত লাগা কর দেখা তো তন্দুর অভি তক বুঝা নহি থা...আউর হোঁটো পর মিঠে গুড় কা যাইকা আব তক চিপক রাহা থা.....খোওয়াব থা সায়দ...খোওয়াব হি হোগা...সরহদ পর কল রাত সুনা হ্যায় চলি থি গোলি...সরহদ পর কাল রাত সুনা হ্যায়....কুছ খওয়াব কা খুন হুয়া হ্যায়...’।

এটা কি ভালবাসা ছিল ?

অভিষেক দাস

সে দিন খুব বৃষ্টি হয়েছিল।
কলকাতার পথঘাট জলে থৈ-থৈ।
ছেলেটা ব্রীজের উপর দিয়ে হাটছে । জামা কাপড় চুপচুপে ভেজা। ছাতা নেই।
রাত্রি তখন দশটা। বাড়ি অনেক দূর।
পকেটে গোনা-গুনতি ১২ টাকা।
একটা সিগারেট খেতেই হবে । আর পারা যাচ্ছে না।
বাকি পয়সায় বাড়ি । আজ রাসবিহারী থেকে হাঁটতে হবে।
বৃষ্টিতে ভিজতে কি ভালোবাসে ছেলেটা?
....বাসে ।
কিন্তু আজকে চোখের জলটা বড্ড গরম লাগছে যে ।
জগৎ-টা এক নিমেষে পালটে গেছে , কিছু ঘন্টার ব্যবধানে।
আজ পরীর জন্মদিন ছিল।
পরী আসতে নিষেধ করেছিল কিন্তু পারল না অনি।
কলেজের টিফিন না খেয়ে মা-এর দেওয়া টাকা সে দুমাস ধরে জমিয়েছে।
পরীকে তার জন্মদিনের gift কিনে দিতে হবে যে ।
অনি গেছিল পরীর বাড়ি। পরীর মা অনিকে বড্ড ভালোবাসে।
পরীর জন্মদিনের পার্টি।
পরীর প্রেমিক এসেছে । সে অনিকে ভয় পায়। কারণটা অনি এখন ঠিক বুঝে উঠতে পারে নি।
Ego-problem টা বড্ড খারাপ জিনিস যে।
পরী দোতলা থেকে নেমে gift টা নিল অনিচ্ছা সত্ত্বেও।
দোতলায় 'পার্টি'।
অনি সেই পার্টিতে অনাহুত অতিথি।
ওপরে 'Happy birthday to you' আর নীচের তলায় সোফায় একা বসে অনির তাতে সুর মেলানো।
আর চোখের জল? সেটাতো অভ্যেস হয়ে গেছে। অনির মনে হচ্ছিল এবার গলগল করে রক্ত বেরবে মুখ দিয়ে, তাই সে সারাক্ষন চুপ করেই ছিল।
পরীর মা খাওয়ালেন আদর করে।
বিরিয়ানি আর মাংস।
'কাকিমা, মাংসটা ভাল হয়েছে'।
অনি সেদিন বাড়িতে এসে ওর মাকে বলেছিল,.....'ব্যাপক মজা হয়েছে'।
সেদিন কিন্তু অনি পরীর বাড়ি গেছিল শুধুমাত্র বন্ধু হিসাবে।

পরী । ভাল নাম 'অনামিকা'।
অনি । ভাল নাম 'অনির্বান ।
এক কলেজ। এক ক্লাস।

অনি intelligent ,ভাল খেলাধূলাতে। জয়েন্টে ভাল rank। ভাল হাসাতে পারে।আর ভাল মজার মজার গালাগালি দিতে পারে। Guitar টা শিখছে। ওটার প্রয়োজন পড়বে ও জানে। গানটা মোটামুটি গাইতে পারে। খুব popular ছেলে কলেজের।
1st to final year এক নামে চেনে সবাই। মেয়েদের সাথে কথা বলেনা খুব একটা,যদিও co-ed থেকে পড়েছে।

পরী। সুন্দরী। খাম-খেয়ালি । কোন বন্ধু নেই। ego-problem আছে। কলেজের সবাই চেনে তাকে রূপের জন্য।

আমি পুরো গল্পটা বলতে পারবনা, শুধু একটা ছেলের একটা সময়ের ভাবনাচিন্তা। তার স্বাধীনতা। তার ভালবাসা। তার মেনে নেওয়া। তার নিজের তৈরী নরক। তার মৃত্যুর কল্পনা। তার জীবনের সাথে লড়াই। তার ফিরে আসা। এটা কি যথেষ্ট নয়?আমি যে প্রজাতির মানুষের জীবনের ঘটনাটা আজ বললাম তারা স্বাধীনতা বোঝে। তারা ভালবাসা দেওয়ার জন্যই আছে। পাওয়ার আশা রাখেনা। আর সেই অল্প চাওয়া পাওয়ার জন্যই হয়ত অনির্বানরা আজও এই শহরের বুকে বেঁচে থাকে।তাদের বাঁচতে হয়। হাসতে হাসতে বলে 'এ ক্ষতবিক্ষত পৃথিবীতে একটা ক্ষত না হয় আমার বুকে রইল'।

ভালবাসা, যার সংজ্ঞা হয়না তার প্রসঙ্গে আসা যাক।
ওই ঘটনার পরের দিন কলেজে পরীক্ষা ছিল। অনি পরীকে বলেছিল.....'Best of luck ,পরীক্ষাটা ভাল করে দিস'।
অনির কাছে ভালবাসাটা স্বাধীনতার একটা বিস্তর পরিধি। প্রথমে ভেবেছিল গানটা ভালবাসা। আদর্শ নিয়ে সে কোন দিন কিছু ভাবেনি। তবে মানুষের জন্য ভেবেছে। 'নচিকেতা' জীবনের অনেকটা জুড়ে ছিল।সেই ক্লাশ এইট থেকে। মানে বোঝেনি। এখন বোঝে। ভালবাসা তার কাছে একটা মহাকাশের তারা যাকে ছুঁতে চাইলেও কোনদিন ছোঁয়া যাবে না। শুধু ছোঁয়ার প্রাণপণ চেষ্টা।এতটুকু ফাঁক নেই।এতটুকু গন্ডী নেই। নিঃস্বার্থ সরল মন নিয়ে শিশু মনের পাগলামি।
অনি immature। পরী mature। অনেক বছর ধরে প্রেম করেছে!!অনি গায়ে ধূলো মাখতে জানে। তথাকথিত status
সে কোনদিন বোঝেনি,তাই বন্ধু করেছে শুধু মন দেখে।অনির মাথারও কি একটা মন আছে ?

পরীর মনটা ভাল । প্রেম করাটা ওর কাজের মধ্যে পড়ে। পরী বড্ড চালাক।অনি বোকা। কিন্তু সোজা পথে ভাবলে এরকমই হয়।অনির কাছে সবাই ভাল। পাগল ছেলে !অনিকে সবাই ভালবাসত।অনি হাই-লেভেলের রোমান্টিক ছেলে। যদিও সত্যজিৎ ছাড়া কিছু খুব একটা পড়েনি। রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি' আর তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ধাত্রী-দেবতা'য় চেতনার উদ্বোধন।
অনি নাস্তিক।
পরী দরকারে ভগবান বিশ্বাস করে।

পরী অনিকে বিশ্বাস করত। জানত এ ছেলেটা আমার কখনও কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

না পাওয়া চাহিদা গুলো,না পাওয়া ভালবাসাটুকু ভরিয়ে নিল ভালবাসায়। অনি ছিল যে, তার পরীকে সবটুকু দেওয়ার জন্য। আঁকড়ে ধরল পরী অনিকে,যখন তার প্রেমিকের সাথে তার ঝামেলা চলছিল।
অনি ভাবল.....পরী তাকে 'ভালবাসে'।
ভ্রান্তি কেটে গেল। পর্দাটা আর ছিল না চোখের সামনে। অনি রাস্তার Dustbin এ আছড়ে এসে পড়লো।বর্জিত দ্রব্যের মত।
বন্ধুরা ওর পাশে ছিল। কোন লাভ হল না।
নরক তৈরীর কাজ আরম্ভ হল.....।
একদিন পরীর প্রেমিক চারটে ছেলে নিয়ে শাসাতে এল অনিকে। রাত তখন দশটা।একটা মাঠের মধ্যে।
অনি সেদিন প্রচুর মদ গিলেছিল।
পরী সেদিন ফোন করে বলেছিল ..... 'ওকে কিছু বলিস না'।
অনি কিছু বলেনি।
শুধু গালাগালি শুনেছে। সবই বাপ-মা তুলে। তার বাপ-মা কি করেছিল সেদিন অনি বোঝেনি। অনির বাবার খুব অসুখ। অনি কে ওরা বলেছিল মাটিতে পুঁতে রাখবে।
অনি ওদের সাথে সহযোগিতা করতে চেয়েছিল মাটি খোঁড়ায়।
কারণ সময় বেশি লাগবে না হলে।
অনির ৬ ফিট হাইট!!
অনি বুঝে গেল নরকের বড্ড কাছে চলে এসেছে।
রাতে শুয়ে শুয়ে কাঁদত। দিনের পর দিন। রাতের পর রাত।মশারির জালে কারা যেন মুখ দেখিয়ে চলে যেত।মাঝে মাঝে কথা বলতও তাদের সাথে। আস্তে আস্তে। মা-বাবা পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছে।
চাঁদ যেদিন ওর বিছানায় আলো দেওয়ার জন্য পাগল হয়ে যেত সেদিন অনির জানালার পর্দা দেওয়া।
নেশা আরম্ভ হল। মদ।
কিন্তু পরী আরও কাছে চলে আসত নেশায়। 'এতে হবে না'।
গিটার ।
দিনে ১০ ঘন্টা প্রাকটিস।আঙ্গুল কেটে রক্ত পড়ত । অনি হাসত।
সারাদিন ছোটাছুটি কলেজ থাকলে। আবার গিটার.....আবার ঘুম জাগানো রাত।
অনি শান্তিতে অনেকদিন ঘুমায়নি, তাই ক্লান্তি বেছে নিল।
ঘুমটা দরকার।
অনি স্বপ্ন দেখতে ভালবাসে।
রক্তটা খুব ভারি বলে মনে হল।
না। ও পারবে না।..মা-কে ভীষন ভালবাসে। সবই তার মার জন্য।মা-বাবা পৃথিবীর আলো দেখিয়েছে।
মৃত্যু যদি হয় তো মনে হোক, শরীরে নয়। ক্ষণিকের মৃত্যু কি ও উপলব্ধি করল।
Fossils...এই নামটা খুব সাহায্য করেছিল।
নজরুল মঞ্চে যাতায়াত ঘন হতে লাগল।
Fossils...হয়ত কারণ খুঁজতে সাহায্য করেছিল।
অনির একা থাকা অভ্যেস হয়ে গেল।
অনেক না বলা কথা...। অনেক ক্ষোভ।
অনেক স্বার্থপরতার প্রতিবাদ।
অনেক অশ্রু....। অনেক কষ্ট।
সব গুমরে গুমরে মরে গেল।...আশঙ্কা দেখা দিল মনে।
তবু মানুষের উপর বিশ্বাস কমল না।

নরকের ধূ-ধূ প্রান্তর , কোথাও কেউ নেই। এ ছবি অভ্যেসের মত হতে লাগল। মুখোশ অনি ভালই পরতে জানত তাই কেউ কিছু বুঝল না।
অনির মা অনিকে প্রথম বলত .....'স্নেহ অতি বিষম বস্তু'। সত্যি।অনি তার জীবনের কাছে বুঝেছে।পরী ভাল থাক ,সুখে থাক এটাই সে চেয়েছিল। সেটা নিজের জীবনের বিনিময়ে অনি তাকে দিয়েছে।
ফিরে আসার গল্পটা ছোট।
'মেনে নেওয়া'..... দুটো কথা মাত্র।
অনি পরীকে আর ভালবাসে না।সব কিছুর একটা সীমা আছে। ঘৃণাও করে না।পরী না থাকলে ভালবাসাটাই হয়তো অজানা থাকত। হয়তো মানুষের জীবনে তার প্রেমিকের কাছে আঘাত বড্ড নির্মম লাগে, ।সহ্য করা যায়না ভালবাসার তীব্রতা অনির অজানা।
সেই সময় কাউকে দরকার হয়।যে বড় আপন সেই উপযুক্ত।
কিন্তু তারা কখনও ভাবে না, সেই ছেলেটার কি হয়।
এটা ভাবা দরকার। সত্যি দরকার।
একটু গান হোকএবার। বড্ড গুমোট লাগছে।...

'আমি তোমায় তোমার দেহকে,
বিশ্বাস আর সন্দেহকে।
খুঁজি হঠাৎ হঠকারিতায় চিনি না তোমায়,
অনামিকা, বলে ডাকতে পারি কি তোমায় ।'

Riemannian Geometry & Relativity
The Geometrical Interpretation of Einstein's General Theory of Relativity

Subhajit Banerjee

Geometry, one of the oldest branches of pure mathematics, is basically derived from physical experience. Geometry at its base assumes as things given – firstly the notion of space and secondly the first principal of construction of elementary geometrical figures. The first step towards constructing a logically consistent system of pure axiomatic geometry was taken by EUCLID, who in his celebrated book "THE ELEMENTS" gave five postulates which were completely self-contained and self consistent. Although these postulates were merely definitions of point, line, circle, right angle and parallel lines but their validity as a priory for geometry was always in doubt. Ancient geometers always tried to prove EUCLID'S postulates from more elementary axioms but failed to do so. Among all the EUCLID'S postulates his fifth postulate was doubted most. According to many geometers this postulate was a logical consequence of the other four postulates. This fifth postulate states –

"If a line segment intersects two straight lines forming two interior angles on the same side that sum to less than two right angles, then the two lines, if extended indefinitely, meet on that side on which the angles sum to less than two right angles."

Among these geometers, the work of GAUSS and LOBACHEVSKI were most important. GAUSS developed a two dimensional geometry where the fifth postulate was not valid. This geometry is basically geometry of intrinsically curved surfaces as that of a sphere. GAUSS was the first person to realize that these kind of surfaces possess an intrinsic curvature such that it cannot be flattened in form of a page you are seeing right now. If we try to make a plane surface out of it then we must have to give distortions in it in multiple places. On the other hand the surface of a cylinder or a cone can easily be unrolled to give a surface to that of this

page. So these type of surfaces posses zero intrinsic curvature (but non-zero extrinsic curvature).
RIEMANN, a student of GAUSS extended this idea to any number of dimensions in his celebrated paper "*On the hypothesis which lies at the base of geometry"*. RIEMNN was first to show that the axioms of practical geometrical system must be chosen from the situation in hand and as a result of this, these axioms are not fixed but bound to vary with the situation. In most of the practical situations this role is played by EUCLID'S postulates but that don't mean that other set of axioms are not mathematically possible.

Let us imagine a hypothetical blind, flat creature who lives on the surface crumpled sphere and have no perception of third spatial dimension. One thing which is noticed by GAUSS, who first imagine this type of flat creature, is that as their body is also crumpled with the surface so according to them their surface is perfectly flat. In a broader sense the above statement means that -- a infinitesimally small neighborhood of a point on a curved surface is infinitely stretched out i.e. behaves like a plane sheet of paper.

RIEMANN, by virtue of his remarkable mathematical skill and physical insight then put forward a bold idea, he said that – "any kind of field of force is nothing but the effect of the curvature of the surrounding region", for example – if our flat creature in his journey along the sphere come across any of the bumps on the crumpled surface then he is forced to move sidewise unintentionally due to the effect of the bump. To the creature, he was mysteriously pulled by an unknown reason…he named this effect Force or Field of force. So according to RIEMANN ----

FORCE = GEOMETRY

So REIMANN succeeded to geometrize physics.

This type of practical geometry of RIEMANN when applied to gravitational field, results in EINSTEIN'S general theory of relativity. EINSTEIN applied RIEMANN'S idea to show that the force of gravity is an effect of the curvature of four dimensional space-time. This means that the effect of gravity can be explained by the curvature of the mathematical entity space-time which is four- dimensional.

According to the geometry of EUCLID (Geometry of flat space), the distance between two points of space can be calculated applying the celebrated theorem of PYTHAGORAS. As the PYTHAGORAS' theorem is not valid when applied globally (to the whole surface) to a curved space. In case of REIMANNIAN geometry, the distance between two points can be calculated by a mathematical technique called REIMANNIAN METRIC TENSOR FIELD. As the distance depends upon the curvature around the two points concerned, so with the help of this metric, we can also determine the local curvature of space.

The aim of theory of relativity is to write all the equations of physical loss in such a way that they are valid in all frames of reference, i.e., for all observers independent of the nature of their motion. Special theory of relativity takes care of the observers who are in uniform motion relative to each other, i.e. the so-called inertial frame. When the observer is in arbitrary frame of reference i.e. the frame may be accelerating, rotating etc. etc. then general theory of relativity is required. According to NEWTON'S law of gravitation the acceleration of a body moving freely under the influence of a gravitational field is independent of its mass. In case of earth, this acceleration near the surface of earth is denoted by "$\boldsymbol{g}$". If we consider an elevator which is in empty space (i.e. no gravitational is present) and is accelerating with an acceleration "$\boldsymbol{g}$", in the direction towards the centre of the earth, then the effects inside the elevator will exactly be the same as in case of an elevator falling freely under the influence of earth's gravitational field. In both the cases, a person inside the elevator will feel weightless. Thus it can be concluded the effects of gravity and that of acceleration are equivalent. This is known as PRINCIPLE OF EQUIVALENCE.

In an accelerating frame, the known laws of physics take such a form that the EUCLIDEAN character (rather, MINKOWSKIAN character) of the observed space looses its identity and the global character of the space-time becomes RIEMANNIAN type. So we can say alternatively that accelerated motion induces RIEMANNIAN METRIC TENSOR FIELD. Now from the principle of equivalence we have in our hand accelerated motion and effect of gravity are equivalent. so it can be said that a gravitation field induces a curvature in space-time. As the gravitational field is created by the mass and energy of the universe so the space-time curvature is nothing but a result mass and energy distribution of universe.

According to EINSTEIN and RIEMANN space is not an infinite collection of points but rather an infinite set of distances interlocked together. That means space-time exist without its metric. One thing to note that the four dimensional space-time of relativity is a mathematical concept and thus be visualized. But the amazing thing is that with the interaction of this concept the law of physics becomes simpler and more explanatory than they are in their three-dimensional formulation. Gravity is an effect of curvature of four dimensional space time is proved mathematically and the predictions made by this theory are exactly in accordance with experimental results, thus it must be taken as correct theory for GRAVITATION.

Computer Ethics and Security

Pramit Roy

Ethics is more than just the **Golden Rule**. It is a principle of what is right and wrong. Everybody knows its wrong to lie, cheat, steal, etc... However, some people don't know you are not supposed to **copy** a game you purchase and then give it to your sister so she can use it on her computer. In this article, we will try and explain different situations that clearly show right from wrong associated with computer technology.

Part of the problem is technology has outpaced society's ability to clearly label right from wrong. While many issues really only require someone to apply their common sense, some issues require deeper thought and analysis before determining right from wrong. It is our responsibility to give thought to the **wise** and **responsible** use of technology.

Let's look at some different ethical situations handled wrongly that can and do cause harm to others. If a person enters your locker late at night and **steals** your property and the next day at school you see private pictures or notes on display at your school, you probably will feel violated and very hurt. This is no different than someone entering your files and looking at your work or reading your E-mail.

Some people copy software and then give out their copy for others to use. Programmers and software creators lose millions of potential sales each year due to this simple crime. Some programmers work for years perfecting a program. Money lost due to sales not made only increases the cost of those programs actually sold.

There are other crimes with more dangerous consequences. People who are extremely bright with computers sometimes use their abilities for evil. They create programs we call viruses to take control of our

computers in some way. Sometimes these programs actually destroy the contents of our computer.

So what do you think? Is it right to peer into someone else's electronic property? We do something like that in many of the cases, because its easy to do so. And the question of that right and wrong gives birth to Computer Ethics.

Computer ethics is a branch of practical philosophy which deals with how computing professionals should make decisions regarding professional and social conduct. The importance of computer ethics increased through the 1990s. With the growth of the Internet, privacy issues as well as concerns regarding computing technologies such as spyware and web browser cookies have called into question ethical behavior in technology.

Let us take a look at some real events not too far from our neighborhood:-

1) A popular landline telephone company of Kolkata gives broadband internet connection, strange as it seems but the passwords for all new users are same, if you know or guess the username it can be easily hacked, many users are misusing this way but it is punishable by fine or even jail

2) Orkut is an online public portal of a popular corporation on Internet named Google. Being developed with aim of creating social networks this gives a facility to create custom user profile and communicate with other friends or acquaintances. But the same way it's easy to create fake profile. Abhishek, a 19-year-old management student, never imagined that the prank he played on his classmate would land him in jail. He created a fake account on the name of a girl and following her complaint about tarnishing her image in the public forum – Orkut, the Thane Cyber Cell tracked down Abhishek from the false e-mail id that he made.

3) Also we know, Avinash Bajaj, the CEO of Baazee.com, the Indian subsidiary of eBay, was arrested by the Indian police for distributing pornography.

Thus easier to do doesn't necessarily mean legal to do. And proper care and knowledge should be taken before going to take any doubtful step in this open chamber of all possibilities.

Well these activities are ignored to certain limits and that limit depends on the ethical standardization of different countries. One of the most definitive sets of ethical standards is the Association for Computing Machinery Code of Ethics. The code is a four-point standard governing ethical behavior among computing professionals. It covers the core set of computer ethics from professional responsibility to the consequences of technology in society. The **Information Technology Act 2000** (ITA-2000) is an Act of the Indian Parliament notified on October 17, 2000. It addresses the following issues.

1. Legal Recognition of Electronic Documents
2. Legal Recognition of Digital Signatures
3. Offences and Contraventions
4. Justice Dispensation System for Cyber Crimes

Recent modifications on this act make it more active.

Now let us take a practical example of the reason behind all these and its use.

Copy protection of software and other digital media

Software has always been evolving. Every single piece of software is eventually replaced by a better, more improved version of that software. Software development is not an easy task. It takes research and deep analysis as well as huge labor and time. And above all, it takes money to get the software developed. Software that is sold commercially is priced in a way that it gives the back cost of making it and also yields some profits.

The same philosophy lies behind Audio CDs and Game CDs. Costs of hiring a recording studio and recording in there along with promotional costs add up to a whopping amount. This increases even more when it

comes to games. This is why CDs must be protected from being copied illegally so as to protect the interest of the developers and sellers.

What makes CD Copy Protection Difficult?

From many decades, a silent war is ongoing between developers and crackers. Developers, in order to protect their software from being copied, keep building new technologies while crackers try to find all the ways to overcome it. In the world of today, CD Copy Protection has become difficult due to the spread of the internet that allows anonymity and due to the availability of CD/DVD Burners and software.

In short we can have a look (you may ignore if you find it unnecessary) about some interesting techniques for doing this.

Techniques for CD Copy Protection

There exist a multitude of CD Copy Protection techniques all of which have been cracked. The following text shows some of the most common ones.

1. CDCops - CDCops is used to tell original CDs from copied ones. It works by checking for an encrypted value present as an 8-bit value in the original CD. The CD Cops technique performs this check time and again to ensure that the CD being used is an original one. The problem here, as is obvious, is that since the correct value is stored on the CD though encrypted, crackers can still decode it to make copies.

2. DiscGuard - Developed by TTR technologies, DiscGuard is a protection technique that stores the protection routine and executables on the CD in an encrypted form along with a digital code to decrypt it. This digital code is not produced when the CD is copied. The program will run normally from an original CD while a copied one can execute any other file (usually a Demo of the software) as the developer sees fit.

3. LaserLock - LaserLock was developed by MLS Laser Lock International and places a hidden directory containing unreadable errors. An encryption routine and unique laser marking on the CD surface are used disable copying.

4. SafeDisc - SafeDisc was developed by C-Dilla (which is now called Macrovision) and is considered the most commonly used CD protection. SafeDisc divides the .exe file into two parts. The first one stores the routine to decrypt the second file and the second file is encrypted based on the first file. Reading such disc at a low speed and using 1 to 1 CD Copying overcomes it.

5. SecuROM - SecuROM was developed by Sony and it is quite similar to SafeDisc. It is characterized by the existence of files like CMS16.DLL, CMS_95.DLL or CCMS_NT.DLL.
6. VOB - VOB is the latest CD Copy Protection techniques on the lines of SecuROM and SafeDisc. VOB uses anti-disassembling routines and these make the debugging take considerable amount of time hence deterring crackers.

7. CD Checkers - They are the most basic type of protection and come in different styles. For example, they may not let the application run from a CD Writer drive or an emulated drive. These can be easily overcome by the modern CD-Burners.

8. Region Codes - It is used with DVDs. Each DVD has a region code such that it can be played only in a particular country of the world. This has been a failure though as it is easy to modify the DVD Players to ignore such codes.

These I think are quite a few basics of computer ethics. Now starting from logic and way of thinking about the terms there are also some myths regarding this.

Common Myths:

- Unless you make money and charge for the copy then you are not in violation of copyright laws.
- If a work doesn't have a copyright notice it is not copyrighted.
- If you own a picture someone else painted you now own the copyright.
- You can remain anonymous when you copy songs from a file sharing software service on the web.

- You can risk losing your copyright if you don't defend it against violators or register it with the government.
- Fair use is not a defense against a copying lawsuit.
- Educators and students can copy any amount of work from a copyright source without asking permission.

We now move onto another aspect of computer ethics, which is computer security.

What do we mean by Computer Security?

A computer many a times contains important information that needs to be protected from any unauthorized access. This information may be anything from a file storing data about employees to passwords. Computer security deals with controlling such and other risks that are involved with the use of a computer.

The aim of computer security and its techniques is to create a platform where the users of the computer (which maybe a human user or a program itself) can only access and modify those parts of the computer that they are authorized to. The scheme or set of rules that specify who is allowed to do what is called the security policy of a computer system. There are various limitations that can be enforced such as restriction of access or modification or deletion or a combination of these.

An important aspect of computer security is that it does not render a system useless; it only prevents its misuse by unauthorized users. Therefore, a computer system locked away from any power inside a box is not said to be useful though it is secure. In a secure system the authorized users of that system are still able to do what they should be able to do.

Techniques under Computer Security

Computer security is broadly divided into two approaches to it. These two approaches are computer security itself, which considers a computer system insecure in itself and computer insecurity, which assumes a computer system to be a ‘trusted’ or ‘secure’ system.

Under the first approach, the aim is to redesign (not in hardware terms) the system in such a manner that it becomes more secure. Under the approach of computer insecurity, the main aim is to protect the system from external threats only. Depending on the situation and the environment, either of the two approaches maybe effective.

Some of the techniques used for securing a computer system are discussed below:

Automated Theorem Proving

Automated theorem proving is actually a field of study under automated reasoning where mathematical theorems are proven by a computer program. By putting this into use for computer security, some critical algorithms are proven by the computer itself, telling if it is secure and if yes, to what degree. In this way, programs that do not contain any bugs. Examples include EROS and Coyotes microkernel.

Cryptographic techniques

To make data being communicated over a network or other medium secure so as to prevent unauthorized access after it is intercepted, cryptographic techniques are used. This also involves the use of some very strong authentication techniques so that end-points of a communication are real (that is, the same that were meant to be communicating).

Chain of trust

Under this technique, all hardware and software components of a system are validated as being authentic one after another starting at the bottom-most level.

Mandatory access control

This technique allows system administrators to specify a minimum level of restriction on use of resources. These restriction requirements are also applicable to the resources created by some other user of the system as well. So, such a user cannot provide a lesser degree of restriction to resources that they own.

Backups and Other Protection

Data contained in a computer system needs to protected from loss due to an unplanned for event (contingencies) such as a system crash or accidental deletions. This involves use of backups whereby the data is saved on a storage media other than the usual ones used daily by the system. This includes CD-Rs, CD-RWs and DVDs etc. On the other hand, anti-virus software protect computer from being affected by malware including computer viruses. Firewall software prevent unauthorized of the computer over a network. Encryption techniques are used to encode data in a format not understandable normally.

We are also affected by different evil procedure of breaking computer security. To find a solution and to make it easier to use let us take a look on some basic methods for preventing computer security problems.

Using Firewall

What is a Firewall?

A firewall is a computer program (software) or hardware that performs the important function of stopping unauthorized access to a computer connected to a network. The extent to which a firewall monitors and prevents traffic over a network from reaching a particular computer system is determined by the network security policy defined on the computer system. A firewall may also be called a Border Protection

Device (BPD) or packet filters. A firewall determines or marks certain zones, each having a certain (or no) level of trust. A firewall then controls the traffic moving between a zone of complete trust or high trust and a zone of no or very low trust. A typical example would be that of a computer system (the trusted zone) and the Internet (a zone of no trust). This way, any unwanted programs or other types of infection are prevented from entering the trusted zone.

Types of firewalls

Firewalls are distinguished from one another on the basis of the following criteria:

Scope of communication:

Firewalls may work in situations where there is only a single node or computer system communicating with a network or there maybe two or more networks communicating with each other. On this basis a firewall maybe one of the following:

o Personal Firewall

These are software programs which filter the traffic that enters a single computer system to and fro a network it is connected to

o Network Firewalls

These firewalls are placed between the boundaries of the two or more networks that are communicating with each other. Usually, they are placed on their own dedicated server or other network device.

Interception Layer:

A firewall may either monitor or intercept the traffic at the network layer or at the application layer. On this basis, the following types of firewalls maybe identified –

o Network layer firewalls

Network layer firewalls monitor the traffic at the network level and completely stop the suspicious traffic from entering the network or single node

o Application layer firewalls

These firewalls intercept traffic at the Application Layer of the TCP/IP network protocol. Thus, all traffic such as that of Telnet, FTP etc. are monitored

o Operating System firewalls

These are lower in the hierarchy as compared to application layer firewalls and they only control the operating system or other system software

State tracking:

Some firewalls may or may not track the state of the communication being done over a connection. On this basis, two types of firewalls maybe identified:

o Stateful firewalls

These types of firewalls monitor the traffic and also keep record of the state of the network connections from where the data came

o Stateless firewalls

These types of firewalls inspect each packet in complete isolation of other packets received and does not keep any record of the state of the connection that they came from

Using Antivirus Software

What is a computer virus?

A computer virus is a self-replicating computer program that spreads by inserting copies of itself into other executable code or documents. When a

virus inserts itself into an existing computer or file, it is termed as an "infection", and the infected file, or executable code that is not part of the virus itself, is called a "host". Viruses are one of the several types of malicious software or malware that includes Trojan horses, worms etc. However, a virus, as a term, is often extended to refer to all of these types of malware.

What is Antivirus Software?

Antivirus software is a collection or set of computer programs that are used to detect and eliminate computer viruses and other malicious software or malware from a computer system. Antivirus software is also used to prevent the computer system from getting infected from a virus in the first place.

All antivirus software tries to detect such malicious programs by using two methods:

* Examination

Commonly called scanning, antivirus software scan files and try to find a match between the code in the program with the virus definitions that they hold in their ‘dictionary’(database) of viruses.

* Identification

Antivirus software may also detect suspicious behavior demonstrated by a program which may imply that the computer system is infected.

In the real world, antivirus software usually uses a combination of both these techniques though the virus dictionary technique is more superior to the other one.

Methods used by antivirus software

Dictionary

This is the most popular method used by antivirus software. Under this method of virus detection, the antivirus software inspects a file and while doing so, it takes the help of a dictionary that stores the definitions

of known viruses. If a match is found between the virus definition and the file, the viruses is said to be detected and the file is said to be infected. Once this has been done, the antivirus will try to repair the file by removing the code belonging to the virus from the file. If this fails, then the file is made inaccessible to any programs hence keeping the virus limited to the file only. This is commonly called as quarantining a file. As a last resort, the antivirus would delete the infected file.

This technique of virus detection is characterized by what are called updates. Updates are additions to the virus dictionary maintained by the antivirus software which need to be made periodically so as to make the software capable of detecting newer viruses. These updates are usually done over an internet connection and are usually automatic. The updates are results of some users of the antivirus software to report a new kind of virus as and when they appear to the manufacturing company which then provides an update for all the other users. The updates may also be the result of the programmers or developers of software finding about a new kind of virus threat.

An important feature of this type of scanning is that files are scanned every time they are opened, closed or processed in some way by the Operating System of the computer. This way, it becomes possible to detect computer viruses as soon as they infect a particular file. Such dictionary- based may also be scheduled to be performed at a particular time by the user, say, on a particular date and time or at regular intervals.

Suspicious behavior

The suspicious behavior method is unique in the sense that it can help detect viruses even if they are not present in the virus dictionary of the software. Under this method, all programs are constantly observed for suspicious behavior. This includes writing data to an executable file. If this happens, the program is marked as being a virus (or the file being marked as infected) and the necessary action is taken after the user's consent.

Other approaches

Some antivirus-software may use heuristic analysis for virus detections. Under this, a part of the code of a program is first emulated,

that is, given a test run before by the antivirus system before the control is given to the program itself. At this stage, if the behavior of the program seems to be suspicious, it can be detected as being a virus. However, this approach is quite inefficient.

Methods to avoid phishing

What is Phishing?

Phishing is a type of criminal activity that makes use of social engineering techniques to acquire sensitive information of the victim. Persons who indulge in phishing are called Phishers. They often try to retrieve information such as passwords or credit cards by acting as a trustworthy person or business. Essentially, phishing is done over the internet by using e-mails or instant messaging. Phishing is an illegal activity and is often dealt with seriously through legislation. A phisher, when caught and proven guilty is imposed with huge fine and imprisonment.

How to tell if you have a phishing mail

There are certain things in a phishing mail that giveaway the fact that it is spoofed. Here are some of these identifiers:

Spelling mistakes

Spoofed mails often contain serious spelling mistakes which one cannot expect from a professional service. For example, the bank's name maybe spelt wrong at a particular place or certain other words maybe spelt wrongly. An example is "choise" for "choice".

Images

Spoofed e-mail often contains images that are not real such as the sign of a bank. This is so because the phisher has tried to reproduce it using some software and hence an exact replica is sometimes not possible. Such a mistake can be confirmed by a close examination and comparison of the image in the mail and the real mail.

E-Mail Headers

E-Mail headers are another way to tell if a mail is spoof. E-mail headers show where the e-mail originated hence reveals the identity of the phisher.

Link addresses and IPs

Such e-mails often contain links to websites where one needs to enter his password in order to "verify his account". A closer look on such links (called hyperlinks) would tell that they point to strange websites which read something like http://72.68.34.76/verify. If the mail was to be from the bank, the website name would have been that of the bank.

Applying Cryptography

What is Cryptography?

Cryptography, also called cryptology, is a discipline of mathematics and of computer science that relates to information particularly encryption and authentication.

Cryptography usually refers to encryption alone but in reality, decryption is also a part of it. Cryptography, as a word, has been derived from the the basic aim behind cryptography is to convert information (plain text) into unreadable form (cipher text). Ciphers are algorithms to encrypt and decrypt data. While some techniques use the same algorithm to encrypt and decrypt data, some advanced ones have different algorithms in which case the cipher is a pair of the two.

Cryptographic techniques

The modern field of cryptography can be divided into several areas of study as follows:

Symmetric-key cryptography

Symmetric-key cryptography refers to encryption methods in which both the sender and receiver share the same. Today, it is related to study of block ciphers and stream ciphers and to their applications. A block cipher takes a block of plaintext and a key as input and outputs a block of cipher text of the same size. Stream ciphers, on the other hand, operate on a continuous stream of plaintext, and produce an encrypted output stream based on an internal state which changes as the cipher operates.

Public-key cryptography

Considered the most revolutionary thought in cryptography, public-key cryptosystems use a public key that may be freely distributed, while its paired private key must remain secret. In public-key encryption, the public key is the encryption key, and the private or secret key is the decryption key. The RSA algorithm is one of the best examples of this type of cryptography. It is used to implement digital signature schemes and is based on computational complexity of problems which pertains to number theory.

I believe the domain of computer ethics is quite large and extends to issues which affect all of us. Hope this helps to understand the basics of security and privacy regarding computing environments. The development of responsible computing values and behavior in our children requires good role models and instruction and reinforcement of these values and acceptable behaviors.

ছন্দ-ছন্নছাড়া

অ-কবিতা
সৌম্য মাইতি

কবিতা লিখছি ...
সেটা অবশ্য কাজের কথা নয়,
কারণ
কবিতা আজকাল সবাই লেখে
জ্ঞানী - অজ্ঞানী - অল্পজ্ঞানী - একটুজ্ঞানী
বাদ যায় না কেউই ...
এখন বরং অ-কবিতা লেখাটাই শক্ত,
তাই শব্দের পিঠে শব্দ জুড়ে
তৈরী হয় রাশি রাশি কবিতা
দুর্বোধ্য-বিমূর্ত -অসংলগ্ন - বিচ্ছিন্ন - বিক্ষিপ্ত
স্তূপাকার শব্দের ভীড়

খিদে পেলে কেউ চাঁদ দেখে কিনা জানিনা
কিন্তু কবিতা লিখতে পারে সবাই
তবে যারা খিদে পেলে কিছু বলে না,
মুষ্টিবদ্ধ হাত ছোড়ে আকাশে
আর
কাঁদে চিৎকার করে -
কারণ তাদের চোখে এখনও বিস্ময় আছে
পৃথিবীটা ওদের কাছে বিমূর্ত নয়।
নয় ধূসর, বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত, দুর্বোধ্য,
নয় পচা গলা পচা গলা মাংসের স্তূপ
এই বিষাক্ত গ্যাসের পৃথিবীতে ওরা তাই শ্বাস নেয়
নিশ্চিন্তে
আর
আকাশের দিকে তাকিয়ে আলো খোঁজে

ওরা কিছুদিন পর
বড় হবে,
বুড়ো হবে,
লোলুপ শিকারি পাখির চোখের মতো এই পৃথিবীকে
চিনবে ওরা
আর
সেই রোমান্টিসিজম - এর কবরখানায় বসে
ওরাও
কবিতা লিখবে .....

রোজনামচা

শ্রীজাতা গুপ্ত

(১)

ইজেলে টাঙালাম আকাশ ক্যানভাস
চারকোল টানের আবছা পাহাড়
খাতার ভাঁজে রঙীন কাগজে
গুছিয়ে রাখি
.....আমার অভ্যেস॥

(২)

নদীর বাঁকে ওই যে দেখো গাছ
ঝরিয়ে দিলো একটি পাতা.....,
তারা খসলো যেন।
কি চাইলে ?
চোখটি বুজে ?
এখনও এসব মানো ?

(৩)

ঢং ঢং ঢং..... গীর্জা জানায়
ন'টা বাজে
প্রায়.....
কাঁধে ব্যাগ নিয়ে কাজের ভীড়ে
এবার যেতেই হয়.....

(৪)

হরেক চোখের একেক ভাসা
নীলচে-সবুজ,ধূসর বা.....
দূরের চোখ কথা কইল
নতুন .....হলেও
চেনা নেশা।

(৫)

তুমি এখানে কেন এলে?
এই পথে এই নদীর খাঁজে আসা তোমার ভুল
এক নিমেষে,
কু-ঝিকঝিক.....অপুর কাছে
ফের..... কাশফুল।

পৃথিবীর খোঁজে

অভিষেক দাস

পৃথিবীর খোঁজে সে একদিন পথ চলতে শুরু করেছিল
(খালি পায়ে)
হাতে তার স্বপ্ন ছিল ....
ব্যাগে ঘাসের বীজ ...
সবুজ করবো রুক্ষতা ...
রক্তাক্ত ঠোঁটে শিস ...
মাঠে শুয়ে থেকে,দেখত একসাথে ...
আনমনে কথা বলত সে তারাদের সাথে ...
নীল,হলুদ পাখির দল বসতো এসে কাঁধে ...
বলত তারা 'গল্প বল না শহরের ওপারের' ...
হঠাৎ স্বপ্ন থমকে দাড়ায় ...
চারিদিক নিশ্চুপ ...
কালোধোঁওয়ায় আকাশ ছায় ...
পাখিরা সব ভয় পায় ...
বৃষ্টি আজ অ্যাসিড হয় ...
স্বপ্ন পুড়িয়ে বেড়ায় ...
হাজার স্বপ্ন আসে হাজার স্বপন যায় ...
ওই ছেলেটার স্বপ্ন আমি লিখব কোন সমাধির গায়?

‘অমলকান্তি’... বন্ধু ছিল ভালো॥

প্রীতম দাশ গুপ্ত/সৌম্য মাইতি

তোমার চোখে আমার আকাশ কাঁদে,
ঠোঁটের নীচে সুতীব্র এক মায়া....
কথার মধ্যে নৈঃশব্দ বলে,
কান্নাঝরা কথারও আছে ছায়া ।

সুপ্ত কথা আকাশলীনা হয়ে,
গোপন ব্যথায় ধূসর পেখম মেলে।
বুকের নিচে ‘অমলকান্তি’ মনে,
ক্লান্ত হয়ে বিবাদ করে,খেলে।

আমার কথায় খেয়াল ছিল ভাবো,
তার মাঝেতে হৃদয় দিতাম জুড়ে।
তোমার কাছে কথার মানে শুধু..
রুক্ষতাটা-ই... মনের আগুন দূরে।

আমার আগুন রং-ফানুসের সাথী,
মনের আগল হৃদয় পারাবারে।
তোমার সাথে অচিনপুরের রাতি,
বন্ধুতাটা সুদূর তেপান্তরে।

আজ আমার শুধু সপ্তনিশির পাপ,
তোমার আছে দিগন্তিকায় আলো।
মুক্ত মনে বলবে তুমি জানি....
‘অমলকান্তি’... বন্ধু ছিল ভালো॥

বিদিশাকে

বিক্রমজিৎ চ্যাটার্জী

হাল্কা হাওয়ার নরম রোদে,
কীসের যেন গন্ধ ভেসে আসে,
কেমন যেন হারিয়ে যাই, কেমন যেন দুঃখ হয়।
কী যেন নেই,কী যেন হারিয়েছি,
বড় দূরে কোথাও চলে গেছে কেউ,
অসহায় একাকী রাতে, দূরের তারাটার দিকে তাকাই
তোর কথা মনে পড়ে।
তোর চোখ ভেসে ওঠে 'কালপুরুষের' কটিতে।
হাত বাড়াই ছুঁতে, কিন্তু বড় দূরে যে তুই,
কখনো পাবো না জেনেই চেয়ে থাকি,
একান্ত আপনার সেই আলোর দিকে,
রাতের একাকী আঁধারে ; ভালবাসি,
আজ তোর হাত, সে অনেক দূরের,
অন্য কোন সময়ের হাতে তোর হাত,
আমার অসহায় নিষ্ফল হাত তাই
আঁধার হাতড়ে ফেরে, আয়,
মনে পরে সে তারাও কখন কাছে ছিল,
আদরের ছিল, ভালবাসার ছিল,
আজ তাই এ সময়কে বিদায় জানিয়ে,
পাড়ি দিই কোনও অতীত বা আগামীতে,
কিছুটা কাছের করে পেতে সেই তারাকে ,তোকে,
কল্পনা হোক, জাদু হোক, ভ্রম হোক,
ক'টি ক্ষণের জন্য চায় তোকে, কাছে।
যে ক'টি দিন দূরের জেনেও চেয়ে থেকেছি ,ঐ তারার দিকে,
জানিয়েছি আদর ,প্রেম,
সে ক'টি দিনের তরে , তোকে কাছে চাই।
আলাদা করে চাই, ...
আমার করে চাই...।

পড়ে পাওয়া কবিতা

সঞ্জীব শিকদার

চলেছিলাম
একাকী একাকিত্বের সাথে।
কুড়িয়ে পেলাম একটুকরো কাগজ...
একটা কবিতা।
ফুরিয়েছিল প্রয়োজন কারুর কাছে,

চেয়েছিল ধুলোয় বসে
নতুন পাঠক ।
জীবনে দু'ফোঁটা চোখের জল...
তাকে যত্ন করে পকেটে পুরে নেবে
ভালবেসে।

ঘরে ফিরে ভাঁজ খুলে দেখি
সে আর নেই,
ভেসে গেছে অশ্রুজলে...
রেখে গেছে আমার জন্য স্বপ্ননীল।

পৃথিবীর মতো

অভিষেক দাস

একটা পৃথিবীর মত ভালবাসা
তৈরী করলে কেমন হয়?
অনেকগুলো গ্রহের মত আরও একটা গ্রহ
সেই গ্রহের রং কেমন?
সূর্য দিয়ে দেবে।
সেই গ্রহের নাম কি?
মানুষ ঠিক করবে।
সেখানে কারা থাকবে?
কেন পরীরা?
সেটা কি দিয়ে তৈরী?
বিশ্বাস,নিঃস্বার্থতা,অনুভূতি,স্নেহ ...
আরও কত কি ,যা মানুষ জেনেও জানে না !
মানুষ সেই গ্রহে যাবে যখন পৃথিবীতে
তার বাঁচার তাগিদ চলে যাবে,ভালবাসা কমে যাবে
যুদ্ধ আসবে।
মানুষ সেদিন গ্রহের আলোর সিঁড়ি ধরে
একে অপরের আঙুল ধরে হেটে যাবে সেই পথে
বুকে আশার আলো নিয়ে ভালবাসার হাতছানিতে ....

আগুন

অনিন্দিতা চ্যাটার্জি

আগুন চাই..আগুন..
মনের মধ্যে যে আগুন
কেন নিভিয়ে দিই তাকে...কেবলই আপোষের ছিটে দিয়ে ?
রাস্তার ধারের নগ্ন শিশুটি
মার কাছে চেয়েছিল কি একটু আগুন ?
যাঃ! তাও কি হয়?
জটিল মন কেবলই জটিলতা খোঁজে
যার দ্বিধা নেই
তার তো আগুনের প্রয়োজনও নেই...
ব্যালকনির পাশের কৃষ্ণচূড়াটায় পরিপূর্ণ আগুন
ও পাড়ের পাগলটা...
যে বিধাতার সাথে বোড়ের চাল মেলাতে ব্যস্ত
তারও কি আগুনের প্রয়োজন হয়?
না বোধহয় ..যার মুখ আছে তার মুখোশ বা আগুন
কোনটার-ই
প্রয়োজন হয় না ...
আমার কি বোধ হয় ??
যেদিন দেখবে আমি.. নেই॥
সেদিন জেনো..
আগুন খেয়েছি...আগুন হয়েছি ...আমি।

প্রেমেRay

কৌস্তভ ভট্টাচার্য্য

‘চারু’ আমি ‘অমল’ হবো-
ডাকবো- ‘বৌঠান’...
ঘরের মাটি নড়িয়ে দেবো-
গাইবো ঝড়ের গান॥

কিম্বা ধরো ‘অপু’ই হলাম-
তোমায় ভালোবেসে...
‘অপর্ণা’ হয়ে ‘সংসার’টা-
ভরিয়ে তুলো এসে॥

নয়তো আমি ‘নিখিল’ হবো-
একলা ভালোবাসায়-
‘বাইরে’ তুমি-শূন্য ‘ঘরে’-
জাগবো তোমার আশায়॥

হয়তো ‘অভিযাত্রী’ হবো-
বীরভূমেরই রাঢ়ে-
পালিয়ে যাবো-দুজন মিলে-
আমার মোটরকারে॥

‘সমাপ্তি’ নয় প্রেম জোয়ারের-
সূচনা এইভাবে,
ভুলবো দুজন-কোথায় ছিলাম!
এরপরে কি হবে ?

এরপরেতে কঠিন সমাজ-
খেদিয়ে দিলে পথে,
চলবো দুজন-দুজন একা,
প্রেমের-‘মানিক’রথে... ॥

ভাঙনের সময়

প্রীতম দাশ গুপ্ত

এটা ভাঙনের সময়,
এখন ‘ও’ খুব নির্দয়,নির্মম হয়ে যায়.....
তিল-তিল করে গড়ে তোলা সম্পর্ক গুলো-
মাটির সাথে মাটির ..
মনের সাথে মনের...
যা আঁকড়ে থাকতে চায়,শিকড়ের হাত দুটো,
‘ও’ ঝেড়ে ফেলে হৃদয় থেকে এক নিমেষে-
কোন প্রসাধনের বোরখা না পরে...
নির্মম বাস্তব দিয়ে ,
সত্য দিয়ে ।
নিজের এক আঘাতেই শেষ করে সব,
চলে যায় অন্য কূলে ,অন্য মনে,
নতুন সুন্দর পৃথিবীতে।
তবু ঘর বাঁধি ...‘ ও’র পাশে
‘ও’ র মনেতেই।
ভেঙ্গে যাওয়া ঘর আমার,
ছাদ নেই,দেয়াল নেই...
নেই কোন প্রতিরোধ,
তবু ‘ও’র পাশে দাড়িয়ে..
রোজ আমার ঘরে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালিয়েছি,
জানালায় পর্দা লাগিয়েছি,
ভেঙে যাওয়া দুয়ার খানাতে
নিষ্ফল তালা ঝুলিয়েছি।
হৃদয়ের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে
এ আমার এক বেআব্রু শালীনতা।

ছাঁকনি
অভিষেক দাস

আকাশের কামনা-বেদনা ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে,
জীবনকে জীবিত করার প্রচেষ্টা...
মাঝি পুকুরে নৌকা বায়...
নদী তার ভাটায় আশ্বাস দেয় নিরাপত্তার
মাতাল পৃথিবী নেশায় চাঁদকে প্রশ্ন করে...
কেনো তুই ভালোবাসলি আমায়?...

তোমায়
কৌস্তভ ভট্টাচার্য্য

একলা মনের একতারাটা তোমার সুরেই বাজে ,
বাউল এ মন আনমনা হয়, মন লাগেনা কাজে।
তোমার চোখের গহীন নদের নিকষ কালো জলে,
ডুব সাঁতারে পৌঁছাতে চাই তোমার হৃদয়তলে।
তোমার ঠোঁটের গোলাপদলের করুণ বিষণ্নতা,
দুঃখবিলাষ একটু বাড়ায় তোমার পেলবতা।
তোমার বুকে সব ভোলানো শিশিরভেজা স্বাদ,
ডুব দিতে চাই , সলিলে স্বপনে কাটে রাত।
আমার মনের চিলে কোঠায় শুধুই তোমার বাস,
আমার মনের বুনো ঘোড়ার তোমার হাতেই রাশ।
প্রেম মানে তাই সামনে আমার তুমিই দাড়াও এসে,
এই চিঠিটা আজ লেখা তাই তোমায় ভালোবেসে।
তোমার অপেক্ষাতেই আমার শূণ্য হৃদয়বাতি,
জ্বালিয়ে রেখে কাটাই আমার শীতল নীরব রাতি।

তোর জন্য

বিক্রমজিৎ চ্যাটার্জী

তোর জন্য ঈশ্বর হতে পারি,
লিখতে পারি হাজার গান।
প্রতি সূর্য্যের গোধুলি ....
আর প্রতি সন্ধ্যার আকাশ।
যদি তোর কথা বলে ..
তবে...
আমিও তাদের শোনায় আমার কথা,
তোর গান।
হাজার সন্ধ্যা,হাজার বিকেল,লক্ষ গান..
তাও বাকি রয়ে যায় কিছু কথা,আরও কিছু গান....
প্রতি বর্ষায় প্রথম যখন বৃষ্টি নামে..
তখন সে তোর কথা বলে।
ভিজে মাটি থেকে তোর-ই গন্ধ পাই,
মনের তৃপ্তি তোর কথা মনে করায়।
তাকে তুই ভেবে শুধাই...
''কিরে মনে পরল ?''
সে বলে ..
''হ্যাঁ,এলাম বছর ঘুরে''...
ভাবি ...বছর ?
তবে , হাজার সন্ধ্যা ,হাজার বিকেল ,লক্ষ গান ?
বুঝি তুই নোস..
এক হাজার একতম সন্ধ্যা আসে,আবার সূর্য্য ডোবার পরে,
আবার শোনাই তোর কথা, তোর গান,
দূরের আকাশের নীচে তুই শুনতে পাস না কি?

শ্যাওলা

আভিষেক দাস

আমার শ্যাওলা ধরা
চিলেকোঠার দেওয়ালের মধ্যবিত্ততা ...
আমার ক্ষুদ্র চাওয়া পাওয়া ..
আমার উদ্দেশ্যহীন জীবন যাপনের রাতের কোন এক
অজানা তারা ...
আমার জং ধরা ফাঁকা পাখির খাঁচা ...
আমার চুপ করে থাকার অভ্যেস ...
সবুজ বৃষ্টির নির্জন দুপুরে রোদের সাথে ঘোরা ...
আর সব কিছু ভুলে গিয়ে রামধনু হয়ে আকাশে বুক
পাতা ...
অন্ধ ভিখিরিকে রাস্তা দেখিয়ে চোখের জল ...
আর ল্যাম্পপোস্টের নিচে ছায়ার অবিরাম চলাফেরা ...
ভিন্ন পরিধির অসংখ্য মানুষের ভিড়ে মুক্তির চেষ্টা ...
জীবন না হয় খোলস থেকে বেরিয়ে একটু আলোর
নিঃশ্বাস নিল ...
শিকারের টানে অস্তিত্ব বোঝাল ...
আর সদ্য ভেজা মাটির গন্ধে সেই মূহুর্তে আমাদের হাসি
এনে দিল ...
আমার ভাল লাগার বাস্তবতা তোমাদের ভালবাসা ছিল ॥

শুধু ওই দুটি চোখে

সঞ্জীব শিকদার

শান্ত দীঘির জলে-
গোধূলি বাতাসে মিলে
ঝিকিমিকি আলো-তারা...
লুকোচুরি খেলা চলে।

চুপচাপ কোন কথা
হবেনা তবুও ব্যথা,
উঁকি দিয়ে যাই তবু
প্রাণের পরশদলে।

যাব না সাগরতীরে...
রব না তাদের ভিড়ে...
স্বচ্ছ চেতনাটুকু
আমাকে বাঁধিছে নীড়ে।

এখানেই দেখেছিলেম
স্বপ্নে কখনো আমি,
বসে আছি স্মিত হাসি,
বাতাসে রাখাল বাঁশী।

বাউলের সরলতা..
এক বুক গভীরতা..
আমার নিশ্চিন্দিপুর
শুধু ওই দুটি চোখে।

অন্ধজনে দিল আলো,
মৃতজনে প্রাণ,
কোথাও লাগেনি ভাল
এখানেই আমার স্থান ।।

ফিরে এসো

সৌম্য মাইতি

গোধুলীর মরা আলো
গায়ে মেখে
প্লীজ ফিরে এসো।
ফিরে এস
সেই চেনা গোলাপ গাছটার কাছে...
সেই চেনা ফুলগুলো আজ
আর নেই ..
নতুন কুঁড়িরা তোমার
অপেক্ষায় দিন গুনছে ...

ঝিঁঝিঁ ডাকে,
অন্ধকারে বিষণ্নতা ঝরে।
মান-অভিমানের
চাদর সরিয়ে
ফেলে আসা সব
ব্যথা আর অভিমান-কে ডিঙিয়ে
যদি পারো
বুকের ভেতর মৌনমুখর
আলোর চেতনায়
ধুয়ে গিয়ে
গোলাপ গাছটার দিকে
চোখ মেলে দিয়ো
অন্তত একবার ...

আলতো ছোঁয়ালাগা
বিকেলের আলোতে
দেখবে সেই গোলাপের রং
আজও একই রকম লাল...
তাতে অবাক হবার কিছু নেই,
শুধু অবাক হবে
যখন দেখবে
তার কাঁটাগুলোও
লাল ...
আমার রক্তে,

তুমি কি আবার চলে যাবে ?

ইতস্তত জীবন
প্রীতম দাশ গুপ্ত

সকাল গুলো কি রকম শীতল স্থবির হয়ে গেছে।
ঘুম ভাঙা অলস চোখে অকারণ সূর্য্যটা-
আলতো আদুরে.....
রোদটাও যেন খুব মেকি.....
মনটাকে আর উত্তাপ দিতে পারছে না।
শুধু নিঃশব্দ কুয়াশার এক ঘুমন্ত আলোয়ান গায়ে....
এ আমার এক নিশ্চুপ দিনাতিপাত।
তবু দিন কাটে দিনে...
আলো হারিয়ে যায়,
জীবনের কিছু অন্ধকার কানা গলিতে।

তবু ওই হলুদ বিকেল গুলোতে.....
যখন সোনা-মেঘের আলোয় সবাই স্নান করে।
সকালটাকে বিদায় জানিয়ে ,রাতের অপেক্ষায়...
মনের রঙে করে জলকেলি খেলা।
তখন যদি একফালি আগুন কখনও পাশে পাই।
একটু উষ্ণতা,একটু নিশ্চয়তা....
যা আমাকে সবুজ দিতে পারে.....
.....ধূসরতার চাদর সরিয়ে।
তবু খোলশ ছেড়ে বেরতে পারবনা।
একটা অজানা ভয়.....
এই নরম অপটু হাতটা পুড়ে যেতে পারে
বা চির-শীতল.....
তাই আবার আঁটোসাঁটো আলোয়ান গায়ে জড়ানো,
মনের আগুনটাকে পাশে রেখে,
দিনের আলোটার শ্বাসরোধ করে,
আরো একরাশ জবুথবু দিনাতিপাত।

পৃথিবী তোর শান্তিকামনায়

অভিষেক দাস

পৃথিবী তোর শান্তিকামনায় আমি হারিয়ে ফেলেছি নিজেকে...
পৃথিবী আমি আমার ধ্বংসস্তূপে আছড়ে ফেলেছি নিজেকে...
পৃথিবী আমার ভাবনার চেতনায় তুই আমার ভালোবাসা...
পৃথিবী আমার স্বপ্ন ভাঙার কারখানায় বেঁচে থাকার ইচ্ছা...
পৃথিবী তুই সবাইকে ভালো রাখিস , সবার ভালো হোক...
পৃথিবী আজ সান্ত্বনার ভালোবাসায় অভ্যস্ত নরক...
পৃথিবী তোর দূষণে মন ভেজাতে পারিনি...
পৃথিবী শব্দহীন গিটারে সুর তুলতে পারিনি...
পৃথিবী ক্ষমা করে দিস পথিককে...
...যারা নরকে ঘুরে ঘুরে ফিরছে...তোর হাত ছুঁতে পারেনি...

আহ্বান

বিক্রমজিৎ চ্যাটার্জী

আজ সারাদিন ভিজেছি ;
আকাশ আজ সারাদিন কেঁদেছে,অঝোরে.....
জগতের দুঃখে ব্যাকুলতায় সে কান্না,
বড় পবিত্র ,বড় নির্মল,..
কতদিন পরে অঝোরে ভিজে আজ পবিত্র হলাম।
নতুন প্রভাতের বর্ষায় স্নাত আমি...
আজ শান্ত ,তৃপ্ত...
কতটা পথ হেঁটে আজ খুঁজে পেয়েছি ,
বরষা ভেজা পথটা।
নরম মাটির সোঁদা গন্ধটার সাথে চলেছি তাই,
চলেছি ভেজা শরীর আর মনটাকে ভালোবেসে।
চলেছি জীবনের স্বাদ নতুন ভাবে নেওয়ার জন্য।
নতুন পথটাও বুঝি বা ডাকছে আমায়,
তোকে চিনে নেবার জন্য,
ঝিলের জলের স্পন্দন আর ভেজা পথের ডাকে...
সম্মোহিত আমি .....এগিয়ে চলি।
ধীরে ধীরে.....,কিন্তু নিশ্চিত এক
নতুন সন্ধ্যার দিকে,..
এক নতুনতর জীবনের সন্ধানে...।

উঁকি

সঞ্জীব শিকদার

দ্যাখো কেমন মারছে উঁকি
হাত লাগালেই জরিবুটি
সুন্দরকে রাখবে ঢাকি
বুঝি তোর সব চালাকি॥

চোখ চাইবে মন নয়-
'বর' চাইবে-'ঠরনেদ' নয়
সুখী হও পাদদেশে-
শৃঙ্গবিজয় ভালোবেসে॥

হতে পারে সঙ্কীর্ণ-
তবু দ্যাখো আমি উদার-
রাখি নাই কারো জন্যে
খুলিয়াছি মম দ্বার॥

চোখ আছে মুখপানে-
মন আছে পানের দোকানে-
চাঁদ ঘোরে- পৃথিবীও
বিজয়িনী হাসছে মনে;

তুমি দিলে গর্বসুখ-
করিনা প্রকাশ কোথাও-
যদি ছুঁতে চাও উৎসমুখ-
খাও হামাগুড়ি খাও...॥

স্বপ্নের ফেরি
কৌস্তভ ভট্টাচার্য্য

"you may say that I am a dreamer,
but I am not the only one.
And one day you will join us-
And the world will be just one'.

সব কথা শেষ হয়ে গেলে
পৃথিবীটা যখন সাত বুড়োর এক বুড়ো হবে
তখন গান গেয়ে যাব
নতুন পৃথিবীর
লিখে যাব কবিতা কিংবা অ-কবিতা
আমাদের কথা আমাদের মত
এঁকে দেব ছবি ক্যানভাসে কিংবা ক্যামেরায়
দেখবে তো মন ?
শুনবেতো ?

ভালো থেকো ফুল

অনিন্দিতা চ্যাটার্জ্জী

তোর জন্য চোখের জল...
গভীর রাতে missed call
তোর জন্য ছন্দ বিহীন পদ্য।।

তোর জন্য হাল্কা নীল ...
তোর জন্য দারুন feel
তোর জন্য গান লিখেছি সদ্য।।

মেঘের শিশুর হাতে mail...
তোর জন্য পাতাল রেল
তোর জন্য ভীষন হন্যে হই॥

হচ্ছে জ্যান্ত ফোনের bill...
'ফিরভি হ্যায় ইয়ে দিল'
কেমন করে সেই কথা টা ক'ই ??

language.....oooooohhh!!!!!!!!!

The first ten days in Finland was more like staying among my long-known friends. With Riikka, Tommy, Elina and Javier, and many others, it was like a home away from home.

At times, a sudden brush of cold moist air against my face, or the new faces among the leaves of the early fall, with their transient colors from lemon yellow, to orange, and quietly marching towards bronze-red, trying to catch my attention, the weighing machine at the vegetable store, or the automatic opening of the doors at the shopping malls, the unfamiliar faces of the coins at the same old familiar wallet, and the contrasting picture of the roadside cafes against the lantern lit tea-shops, where I made much of my life, reminded me of the alien place that I belong to, now. In a wink, it flooded me with the memories that I have left back across the oceans and the seas….it filled me with all the pain with which I had to leave my cosy little country and crossed the hills and vales to land amidst some new faces…..but it was again, the warmth of these faces and their smiles and the way they took care of me, that I started to nurture a strong feeling that I am protected and cocooned by some dear ones, and I was not very wrong!

With these colorful few initial days passing by like silver clouds across a full moon, the day soon came when I had to leave for Spain for my academic purposes, and the hour came when I took the flight from Helsinki, my destination being Barcelona. The only assets I carried along were the beautiful memories of the past few days, Javier and Elina's Spanish classes(!), a 'Spanish to English' dictionary, and the print-out paper of the 'how-to-go-to-the-concerned-office', which I received by e-mail from my professor at the University of Lleida, Spain, leaving aside my luggage, which was hardly an asset!

As I landed at the Barcelona airport, I could sense a cloud of "being-a-foreigner" and 'being-an-alien" gradually forming around me!! This eerie sense of alone ness tried to eclipse me, and grew more as I looked at the instruction boards, heard the announcements and looked into the eyes of the people around me. As per instructions from my University, I was supposed to take a train to a station called Barcelona Sants. I came out of the airport and looked for the signs, and thanks to the pictorial guides on the boards, I managed to find the lane for the train station!

Now was the time to buy a ticket for the train and at the counter I was frantically searching for a paper and a pen, so that I could write the name of my destination station and the number of ticket that I wanted. Well, this time I passed my test, might be not with a distinction, and at least got a ticket to board the train. I was pretty, if not sure, but praying for the announcements in train to be in English…..but, oh my good Lord, I could hear three languages been spoken through the microphone, and the beautiful invisible lady, being totally unaware of my presence did not care to speak a single word in English! One of my co-passengers in the compartment was a man from either Korea or Japan or Malayasia, or I don't know where, but I had an intuition that he can know English. I requested him to make me aware when my destination arrives. He, thankfully, did so, and I finally got down from the train; but, hold here, this not the end of the story, or my adventure. As per the direction in the paper, I had to take a taxi to the office of the Provincial Council of Barcelona, where I had to meet my boss. I came out of the station and was looking around to get some taxis, but in vain. Then desperate to make my trip a fruitful one, I approached a man who was crossing the road and asked him, rather shouted in front of him "TAXI,,,,TAXI", and I don't know what he understood, he took me by the hand and brought me in front of the taxi-queue. All I could say to him was "GRACIAS!" before he disappeared amidst the crowd.

Suddenly, I saw an old friendly face peeping out from the front seat of one of the taxis, and he approached me, took my luggage and asked something, which I could guess, was surely an

enquiry about my destination. So I happily showed him the written document of my "fate" i.e. the address where I was supposed to go.

He dropped me in front of the office (I could see the board saying "Diputacio de Barcelona") and helped me with my luggage, and waved "ADIOS"!

Another test was awaiting me and that was a real tough one (well each one succeeded the other in toughness!). My next step was to find out my boss, Mr. Jordi Soler. I saw an information centre and asked the person over there that I wanted to meet Mr. Soler, showed him in writing, but again, in vain! Then another worker, taking pity on me, came towards me to help. I was overwhelmed that at last I had found somebody who knew English……but, oh no! He came with all his help in Catalan!!!!(the dialect that they speak in this part, which is pretty different from Spanish)

Then, desperate, frustrated, drained, and "everything-bad-on-earth" me, shouted in Bengali, "ami Jordi Soler er sathe dekha korbo, niye jaben ektu?"(I want to meet Jordi Soler, can you please take me to him?) And, to my utter surprise, he took me to Jordi Soler, who was anxiously waiting for me since morning!!!!!!!!

Then passed many more days, struggling through many new faces, and now I understand a little bit of Catalan, and my friends over here understand a little bit of English, and we can communicate quite well, and we all are enjoying the experience.. But one thing that I learnt from this whole experience is that , may be, mother tongue brings such an expression on ones face, the message gets conveyed to the other person, and language hardly matters; that's how my Bengali worked thousands of miles away from Bengal!

I really cannot end this without mentioning about the realization that has dawned upon me……..I work in the forests in and around Barcelona. Since I had come here, I had faced so much "trouble" with the languages people speaks, but I never faced any problem with the language that the forest "speaks". The first time I entered the forest, I had a feeling, she is a long lost friend, whom I was bound to meet, and she had been waiting to embrace me in the soft peaceful shelter of the foliage since the time she had been standing…… It's the universal language that she speaks, and you will understand it if you love forest, respect her and feel one with her. You would need no dictionary to fathom the light whisper of the gentle breeze through the leaves or the murmur of the ribbon-stream flowing against the pebbles……it's a PROMISE!

BINGA!

--
Shreejata Gupta
Faculty of Forestry
University of Joensuu
Finland

হিজিবিজি

নারীচরিত্রবর্ন

অভিষেক রূদ্রপাল

চালাক বাক্সে লোড করা গানের কলি 'ভালোবাসা মানে আর্চিস গ্যালারি'কোন এক মূর্খ প্লেটো এককালে হরদম শোনাতো।এখন হিমেশের নাকে একই সুড়সুড়ি শুনে কানে র‍্যাঁদা করে অ-সুরের, সৌম্যদর্শন চাটুজ্জ্যেবুড়োর ফ্যাঙ্গাস গজানো রুটির মত সেই যে ধুতি-পাঞ্জাবী পরা, নেশাপান করা সর্বহারা যুবকের চোখ দিয়ে (সিনেমায় স্বনামধন্য হিরোটির ট্রামে কাটা পড়া গরুর মত মুখটি মনে করার চেষ্টা করুন) জল বেরোনোর কাহিনী নিয়ে প্রবেশের ভয়ে আর্চি সবকটা প্রেম নিয়ে পালিয়েছে গ্যালারি ফাঁকা করে, তাই এখন SMS গুরুদের বিন্দাস বাজার। এখন ওদিকে রোমিওরা ফুল দেয় না, পাছে জুলিয়েটের 'বড্ড বোকা বোকা' বোলতাটি ঘ্যাঁক করে নাকে কামড়ে দেয়।আবার নাকের ফোলা বাকী সব ফোলার মত কাম-মোও নয়, বিউটি পার্লারের খরচ বেড়ে যাবে যে! এদিকে পাশের বাড়ীর সেন্টু খাওয়া চোখ ছলছল শাহরুখরা আবার দেয় গোলাপ, বকে প্রলাপ, অঙ্কের খাতায় নীলাঞ্জনার পানু ছবিতে ছয়লাপ আর যশরাজ ফিল্মসের স্ক্রিপ্ট আউড়ায় ২মিনিটে ম্যাগি পটানোর আশায়।তবে কিনা আয়নায় রিহার্সাল তো, তাই করিনার সামনে পড়লেই তুষার কাপুর এবং কেশ ও দন্তসমূহের যুগপৎ প্রদর্শন, ব্যাস অ্যাকশনের আগেই কাট।

ইদিকে তো ইনা,মিনা,ডিকা,রোলারিকা; ছোঁড়ো ওদের মুখে হৃদয় নিঃসৃত ভলোবাসার পোচ কাজে পারদর্শী জেমস বন্ডেরা (কোড নং ১৪৩) পেপসি খায় আর মাধবীলতা থেকে রজনীগন্ধা, রজনীগন্ধা থেকে শিমূল, শিমূল থেকে পদ্ম, পদ্ম হতে জবা, জবা হতে কনকচাপাঁ আর কেউ কেউ হাস্নুহানাতেও মধুর লোভে হায়নার মত হানা দেয়। থুড়ি উল্লিখিত পুষ্পসমূহে মধুর উপস্থিতি সন্দেহের অপেক্ষা রাখে।যাই হোক সব পূজার মন্ত্রের কমন 'সচন্দন গন্ধপুষ্পেন' ঝারির মাধ্যমে সোজা চক্ষু ট্যারা করা ও ঘাড় বেকিয়ে স্পন্ডিলাইটিজ করিয়ে ডাক্তারদের ইলিশমাছ খেতে অকৃপণ সাহায্য আসলে ডাকসাইটে সুন্দরী হতে মেসোর বাড়ির ঝুলপরিষ্কারকরনেওয়ালীর সাধের ট্যাঁক খসিয়ে রূপচর্চা বিশেষ-অজ্ঞদের অর্নিবচনীয় বলার ক্যাপাকে মহিমান্বিত করে আর তাদের ছানাপোনারা প্রতিদিন শশা চোখে ও EXORCIST সিনেমার পোলাপান মাইয়া ভুতটির মুখের হুবহু প্রতিচ্ছবি নিজেদের দিদি -মা এবং তাদের (রূপচর্চা কেন্দ্র থাকলে)খদ্দেরদের মুখে দেখে ও টাকে চুল গজানোর পরিবর্তে টুপি পড়ানোর অভিনব পদ্ধতি শেখে,যার নিট ফল খোক্কোসের বই কেনার হাত থেকে বাবার পকেট উদ্ধার এবং BLUFFMASTER দেখার দর্শক বৃদ্ধি ,SMALL-B-এর কাছ থেকে ৩০ বা ১২০ প্লাস পপর্কন-এর অমূল্য সাজেশান পাবার আশায়।

এবার একটু মাঝরাস্তায় সাড়ে সাত মাইল লম্বা জ্যামের জন্য দায়ী(ট্রাফিক পুলিশের ঘুষ খাওয়ার মত পবিত্র ব্যাপারটি না হয় বাদই দিন)কাটা রামছাগলের মত কাতরানো এবং মেড়ুসার মাথার সর্পকুলের মত জেলক্রীম মাখা (বকলমে কাকের গুয়ানোর অসাবধানবশত মিশ্রন)সাধের চুল ঝাকানো, ঘিলু

উপড়ানো, বৃদ্ধাশ্রমের বাসিন্দাদের ও হার্টের রুগীদের দেহ হতে আত্মা খসানো frastu-খাওয়া গায়কদের জীবনামৃত পান করার আজ্ঞা হোক।'তোমার গলাটা না ভীষন সুন্দর'; গানের গলা, না জিরাফের মত হাড়গিলগিলে, না পাড়ার কাক ও কুকুর খ্যাদানো গগনভেদী আর্তনাদ, না বুক ও গলা দুইএরই ২৬ ইঞ্চির প্রশংসা তা না বুঝেই গলে এক্কেবারে ফুটন্ত তেল এবং গদগদভাবের আগমনে মনের ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ। 'তোমার চোখটা না আমাকে খুব টানে' ব্যাস ড্যাবড্যাব করে তাকানো তা সে ভেটকিলোচনই হোক না কেন। 'তোমার হাতের মাসলটা ঠিক বক্টু ও গদাইদার (পাশের বাড়ীর গাড়ীর ড্রাইভার এবং মাসতুতো বোনের পিসতুতো দাদার খুড়শাশুড়ীর নাতির মামার বউয়ের ননদের বন্ধু যথাক্রমে) পায়ের মাসলের মত।ওমনি 'আমার হৃদয়ের ভালোবাসার চুলকানিতে তোমার প্রেমের লাথি'। ব্যাস পোসেনজিতের BUMPERHIT ছায়াছবি,আর BUMPER লটারি কেনা জনগণ BUMPER প্রাইজ-টাইজ ফেলে দে-দৌড়- ফার্স্ট ডে ফার্স্ট শো দেখার জন্য,কোন BUMPER-এই তাদের রোখা যাবে না।ইহাই কলিযুগের রমণীদিগের অবস্থা। বলি তাদের জন্য ওরকম চশমামার্কা অম্লজীণ চূর্ণ (মুগুর ছাপ থাকলে কিনবেন নচেৎ লিভারে অজন্তা হাওয়াই-এর কিল খেতে হবে) চেয়ে না পেয়ে KABZ-HAR এর মডেলটির মত কমোডে বসে সুকান্ত ভট্ট চার্যের মত মুখ করে থেকে 'তোমার ভালবাসার রাস্তায় আমার মনের পেট্রল ফুরিয়ে গিয়ে খাস্তা কচুরি চাটা'গোছের আধুনিক ব্যান্ড সঙ্গীত গেয়ে কাঁচা খিস্তি খাবার পিতলা আউস উতলে ওঠে কেন? মনের জমাট বাঁধা পচা রক্ত ও পুজ নিয়ে তৈরী উটের মত,অনেকদিন প্রেমিকা না পেয়ে হতাশার কুজটি সবার সামনে বে-আব্রু না করলেই কি নয়? বাচ্চাগুলান দুধ না খেয়ে FRASTU খাবে যে, ভাল ছেলে হবে কী করে?

এবার লাদেনের যুগের নারীদের দিকে একনজর।তার দেশে যখন বোরখা তৈরীর FACTORY-র জন্য জমি পাওয়া যাচ্ছে না, তখন জনগণমন অধিনায়কের দেশে কাপড়চোপড়ের বড় আকাল,দুর্ভিক্ষ।এখন কিছু না পড়াটাই ফ্যাশন।পার্টি, অফিস, বিয়েবাড়ি, ডিস্কোথেক, পাড়ার প্যান্ডেল, কলেজ, বসের সাথে OFFICAL TOUR (PERSONAL জিনিসটাই বেশী) সব ক্ষেত্রেই সমান সচেতন কত বেশী শরীর প্রদর্শন করা যায়।আবার কোন কালারের লিপস্টিকের সাথে কী রঙের ব্যাগ, কন্ট্যাক্ট লেন্সের সঙ্গে ম্যাচ করানো জুতোর হিল ও খোপার ক্লীপ,সব ব্যাপারেই গাছের মগডালে বসে থাকা শকুনের মত শ্যেনদৃষ্টি। কিন্তু মীনাকুমারীর আমলের সমগ্র গ্রীবা,অর্ধ হস্তযুগল এবং দশ শতাংশ বক্ষ প্রদর্শন আজকের MISS 200_ (পরে যা খুশি বসিয়ে নিন) দের কাছে হাড় ঠকঠক করা শীতেও জেকোবাবাদের থেকেও গরম অনুভূতি হয় আর তার ফলস্বরুপ,পরিধেয় বস্ত্র ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রাদপি এবং ক্ষুদ্রাদপি হতে সুক্ষাতিসুক্ষ হচ্ছে ভেজাল ছাড়া,যেটা দেখার নয় সেটি দেখা যাচ্ছে।কিন্তু আদিম মানুষের চেয়ে উঁচু STATUS বজায় রাখতে হবে তো,তাই শরীরে FULL MARKS (90% এর নীচে কোন কথা হবে না) পাওয়ার আশায় 'গ্রীবত গুন্জরী মালী' এঃ মুখে ছাই পড়ুক,গাবদা TANISHQ-এর প্লাটিনামের নেকলেস থাকা চাই চাই।তাই শ্রীমতিরা প্রতিদিন পতিদেবকে SAFFOLA-এর লুচি ভেজে খাওয়ান,HEART FAIL-এর হাত থেকে বাঁচাতে হবে তো।

ওদিকে ABSTRACT MODEL-দের PULSE POLIO এর টীকা DELTA বয়সে না নেওয়ার অবশ্যম্ভাবী ফল -- মুখে পাখি ঢুকে যাওয়ার মত হাঁ করানোর জন্য দায়ী ,অদ্ভুদ দোমড়ানো মোচড়ানো অঙ্গভঙ্গিতে দন্ডায়মান নগ্নিকাদেরও শরমে মুখে হাত ,হাত না খুঁজে পেলে পা

চাপা দেওয়ানোর ক্ষমতা রাখা MODERN নারীদের পুরুষ ভ্রমর আকৃষ্ট করার হাবভাব নরকে চাক্কি পিসিং অ্যান্ড ঘিসিং-এ বেস্ট অ্যাওয়ার্ড পাওয়া ধন-জ্ঞয়কেও লজ্জায় ফেলে দেবে।SHORT SHIRT ও SKIN-TIGHT চামড়ার প্যান্ট পরিহিত, রাতের বেলাতেও BLIND SCHOOL-এর STUDENT-দের মত 'গরে গরে মুখরেমে কালে কালে চশমা পরে থাকা METROSEXUAL BOYFRIEND-দের -কপাল থেকে গাল অবধি ঢাকা হাল ফ্যাশনের ঢাউস SUNGLASS পড়ে থাকা GIRLFRIENDরা সুতো জড়ানো টপ এবং পায়ের SHAPE বোঝানোর জন্য রক্তচাপ উঠে যাওয়ার মত টাইট ট্রাউজার বা রুমালের মত বড় SKIRT,যা মোমের মত পদযুগলের চক্ষুর স্বার্থকতা লাভের সহায়ক ও GYMNASTIC এর প্রতিযোগীদের থেকেও উঁচুতে তুলে রাখা জুতো পড়ে থেকে NIGHT CLUB এ নবীন ময়রার সিঙ্গাড়ার থেকেও গরম শয়তান হবার আশায় ঢোকে এবং নবরত্ন ঠান্ডা ঠান্ডা কুল কুল খেয়ে চোখের জল বরফ করে বেরিয়ে আসে- BOYFRIENDদের রাখী সাওন্তদের মত দ্রৌপদীদের (যাদের কৃষ্ণও বাঁচাতে পারেনি পাবলিকের কাছ থেকে নিজেদের নির্লজ্জ উন্মোচনের হাত থেকে) ROD জড়িয়ে দাপাদাপির দিকে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে থাকা (ছানাবড়াও লজ্জা পাবে) দেখে।

'ইয়ে মানে লুতেশিয়ার আধুনিক ফ্যাশন' (সৌজন্যে- অ্যাসটেরিক্স কমিকসের ক্যালিগুলা মাইনাসের dialouge) ঢলঢলে জিনস পরা শহুরে ছোকরাগুলান জকির জাঙ্গিয়া দেখানোর লোভ সামলাতে পারে না আর মাইয়াগুলান এক্কেবারে জিনিস পড়ে তবে ৫ কাঠি উপরে অপর পক্ষকে দুয়ো দেখিয়ে,আজ্ঞে হ্যাঁ ওনাদের অন্তরে বাস নেই। এখন আবার HOLLYWOOD তথা BOLLYWOOD সিনেমার কমন থিমের পাল্লায় পড়ে রিয়েল লাইফে প্রচুর POSITIVE-POSITIVE POLEএর মধ্যে আকর্ষণ হচ্ছে।এইবার শিক্ষাব্যাবস্থার উন্নয়নের দিকে তাকানো যাক।তাই ভূগোল স্যারের কাছে বুঝতে না পারা ভঙ্গিল পর্বতের উৎপত্তির কারণ PRACTICALLY বোঝার জন্য তার RECOMMENDED করা বাপিদার বই-এর দোকান থেকে বই না কেনার জন্য বাপিদা অনায়াসে গোলাপী সাদা ফোলা ব্যবচ্ছিন্ন মালভূমিদ্বয়ের মধ্যবর্তী অন্ধকার বিদিশার নিশার মত নিবিড় বন দিনরাত দেখানোর রাজকন্যাদের দায়ী করতে পারে।

এখন লজ্জাবতী লতাদের বধ্যভূমি এই দেশে কানকাটাদের লীলাক্ষেত্র।'পুরো জন আব্রাহামের মত চুল,খুব SENSE OF HUMOURআছে ওর,নাকি SEX OF HUMOURবা SENSE OF SEX কে জানে,নাকটা ঋত্বিকের চেয়েও চোখা,ওর বডিটা আর্নল্ডকেও হার মানায়,'দেশজ উর্বশীদের এইসব CRITERIAশুনে হারকিউলিসও হরলিক্স খায় এবং মাইকেল অ্যাঞ্জেলোও দাড়ি কেটে বগল ও বুক WAXING করে। ঐ সব বাইকওয়ালা বাপকা লাডলা বেটার পকেট হতে সর্বদা বের করা হরেক দেশের হরেক জিনিস ঠাসা MOBILEএর পিছনেই ম্যাডক্স ও ফোরাম সুন্দরীরা ছোটে।আর পরিপাটি করে চুল আচড়ানো সোনালী ফ্রেমের চশমা আর তের দিনের সেভ না করা ফ্রেঞ্চকাট দাড়িওয়ালা কাঁধে 'আঁতেলকে মারো তেল'মার্কা বই বোঝাই ঢাউস শান্তিনিকেতনী ব্যাগ বগলদাবা করা বাতেলাগুলার কপালে TOMBOY গোছের অল্প চুল রাখা মেয়েরা (ঠিক বোঝা যায় না,ছেলেও হতে পারে) 'লেজটা' যাদের 'বি'এর মত হলেও হতে পারে।আর বানের জলে ভেসে আসা ক্যাবলুস চ্যাংড়াগুলান লেবেন্চুস চুষতে থাকে তাদের দিকে মুগ্ধ

বালকের মত চেয়ে থেকে।ওরে NORMAL দের দিকে একটু তাকা।কার বুক ভরা টাক,কার পায়ে লোমের জঙ্গল,কার মাথায় লাল রঙের কলাপ এইসব দেখে 'কিসকো প্যায়ার করু'সংকীর্তন করা ওরে কনফুসিয়াসের দল ভগবানের ঊনত্রিশ গুষ্টির সাধ্য নেই তোদের 'দেবতার প্রসাদের মত মন যখন যে চাইবে তাকে একটু দিলাম'বোঝা।আর যারা এরপরেও QUANTUM MECHANICS বুঝতে পেরে নারীদের বুঝতে যায় তাদের জন্য উপদেশ,খাওয়া নাওয়া,ঘুমের একটা রুটিন করে ছুটি-ফুটি না নিয়ে SUPER CONCENTRATION-এর সাথে পচার দোকানের রোয়াকে বসে ভাল করে জিলিপি বানানো লক্ষ্য কর আর তার সাড়ে সাত বছর বাদে দিস্তা দিস্তা খাতা কিনে হিজিবিজি কাট আর না দেখে বাড়ীতে বসে ঘড়ি দেখে পরীক্ষার খাতায় আবার কাট।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:পাঁচুগোপালের ঠাকুমার কাশীদাশী রামায়ণ পড়ার জন্য ব্যবহৃত, 'কাল হো না হো'এর সেট হতে চুরি যাওয়া প্রীতি জিন্টার চশমার পূর্বপুরুষ চারচক্ষু পরিহিতা চব্বিশ ঘন্টা মুখ বুজে গাতানো দলের সভ্যদের জন্য উপরের বকওয়াস এবং শেষের ফর্মূলাটি প্রযোজ্য নয়।

পুনশ্চঃ-'আগ সে নাতা,নারী সে রিস্তা
কাহে মন সমঝ না পায়া'

গালগল্প

কৌস্তভ ভট্টাচার্য্য

(১)

(এই গল্পটার ভাবনা আর চিন্তা কোনোটাই কপিরাইট নেওয়া নয়-'আনন্দবাজার পত্রিকা'র মহাষষ্ঠীর বিশেষ ক্রোড়পত্র 'মর্ত্যে আগমন'র পাতা উল্টে পাল্টে নেওয়া।গল্পটাও বেশ ক্লিশে-কারণ গল্পটার চরিত্রগুলোর আশেপাশে ইতিউতি সবসময়েই আগমন-গমন।তবু সময় পেলে একবার উল্টে দেখতে পারেন।গল্পটা বেসিক্যালি একটা রিমাইন্ডার আর কি।)

সুপারিশটা উল্টে পাল্টে দেবী বেশ বিস্মিত হলেন।তিন ভুরুই একটু কুঁচকে গেলো।তবে তিনি কিনা জগন্মাতা-এতো অল্পে রেগে ওঠা তার সাজেনা-তাই টেবিল থেকে মুখটা তুলে নন্দীকে জিগোলেন-

'কি ব্যাপার বলতো মুখপোড়া?'

'আজ্ঞে মা জননী সেসব আপনি তাদেরি শুধোন-আমার হাতে তো ওই দাবি তুলে তারা দোরের গোড়ায় ঝান্ডা গেঁড়েচে।'

'তুই এদের মধ্যে নেই?'

'আজ্ঞে ছিঃ ছিঃ,কি যে বলেন মা জনুনী-এই বাবার মাথার দিব্যি-'

'খামোখা ওনাকে নিয়ে টানাটানি কচ্চিস কেনো রে বলদ?নিজের দিব্যি কাট্।'

'আজ্ঞে মা জনুনী-যে আজ্ঞে-এই আমার মাথা ছুঁয়ে বলচি-আমার বলে বাবার পেসাদ না পেলে রাতে দুচোখের পাতা এক হতেই চায়না'

'দুর হ মুখপোড়া-এই তোদের জ্বালায় একটা দিন যদি ভাং বন্দ রেকেচি তো-রাতভর চোঁয়া ঢেঁকুর তুলবেন-যত্তসব অলাপ্পেয়ে ভূত-'

'আজ্ঞে মা জনুনী-'

'আবার আজ্ঞে মা জনুনী'-দেবী মুখ ঝামটা দিলেন-'তা সেগুলো কোতায়?'

'আজ্ঞে ওই যে কইলুম দোরের গোড়ায়-'

'চ দেকি কি বলার আচে তাদের'

(২)

এতক্ষণে এটা নিশ্চয় পরিষ্কার হয়েছে পাঠক-যে গল্পটা দেবী দশভূজার সংসারের কোনো আভ্যন্তরীণ কোন্দল সংক্রান্ত-যেটা নেহাৎ ই স্বর্গীয় আর আমাদের সর্বভেদী নাকটির জন্যও দুর্ভেদ্য-তবে একটি সর্বভারতীয় চ্যানেল 'আজ টক'র (আজকের টক-ঝাল সমস্ত ইস্যু নিয়েই যাদের talk)কিছু অসমসাহসী সাংবাদিক হয়তো নেহাৎ দৈববলেই সেই খবরের সামান্য কিছু রাইট্স কিভাবে সংগ্রহ করেছিলেন সেটা তাঁরাই জানেন-তাঁরা প্রাতঃস্মরণীয়।না হলে এই গল্পটাও দিনের আলোর মুখ দেখতোনা।

হয়েছেটা কি দেবী আর তাঁর সন্তানাদির পাঁচ বাহন যথাক্রমে-সিংহ,পেঁচা,হংস,ময়ূর এবং ইঁদুর তাঁদের দাবী নিয়ে একটি ৪৮ঘন্টার বন্ধ ডেকেছে।বন্ধের সময়টাও মোক্ষম-ঠিক মহাপঞ্চমীর প্রাতঃকালে-এবং সেদিন রাতেই দেবীর সদলে মর্ত্যে আগত হওয়ার নির্ঘন্ট প্রস্তুত।বন্ধের মুখ্য ইস্যু অনুযায়ী তারা মর্ত্যে পৌঁছে অন্যবারের মতো এবারে মঞ্চে আবদ্ধ থাকতে অনিচ্ছুক।তাদের কিছু পার্সোনাল affairs তারা এই ফাঁকে মিটিয়ে ফেলতে চায়।তাদের দাবি না মানা হলে এবারে

তারা মর্ত্যে যাবেইনা।এদিকে দেবতাদের ২দিনে ধরাধামে বছর দুয়েক। তাই বাহন বিনা দেবতারা না এলে বছর দুয়েকের মতো শারোদৎসব স্থগিত হয়ে যাবে।এই আচমকা হানায় দেবী কিঞ্চিৎ বিপর্যস্ত।যদিও হানাটা ঠিক আচমকাও নয়।সমস্ত ছকটিই কষে দিয়েছেন দুই মহিলা-দাবী গুলো লিপিবদ্ধ করেছেন ভারতের প্রায় অলিখিত রাজপরিবারের পশুপ্রেমী কনিষ্ঠা পুত্রবধূ এবং বন্‌ধের রাস্তাটি বাতলেছেন আমাদেরই বাংলার দিদি।এমন ক্লোজডোর মিটিং-এর সুযোগ আর কজন পান?-বাচ্চালোগ তালি বাজাও।
যাহোক দেবী পথে যেতে যেতে ঠিক করে নিলেন-'এদের সাথে এবার কড়া হতে হবে-নন্দীর সাথে ঠিক আছে-ও পুরোনো লোক-কিন্তু এদের সাথে এবার মৌখিক ভাষাটাও অফিসিয়াল করতে হবে-আর বাচ্চাগুলোকে কিংবা ওনাকে এর মধ্যে ঢোকানো যাবেনা-ওদের আশকারাতেই বাহন গুলো এতো মাথায় চড়েছে-এখন কুকুরদের উপযুক্ত মুগুর দরকার।'

(৩)
'আমাদের দাবি মানতে হবে,
নইলে পুজো ফাঁকাই যাবে॥'-
সিংহ এবার ঘাড় ঘুরিয়ে বলল-
'ওরে এটা তো অনেকক্ষণ হলো-পরেরটা দে-'

কৈলাসের পাদদেশে একটা ছোট্ট সতরঞ্চি পেতে পিছনে 'নিখিল কৈলাস বাহন ইউনিয়ন'র ঝান্ডা গেঁড়ে সবাই বসে আছে।

'হ্যাঁ এই যে -'হাঁস একটা ছোট্ট কাগজ এগিয়ে দিলো-

দিদির বাতলে দেওয়া এবং ইঁদুরের (সম্পূর্ণ মহাভারটি শ্রুতিলিখনে ধরার অভিজ্ঞতা যার আছে তাঁর বাহনের কাছে এটুকু আশা করাই যায়) লিপিবদ্ধ পরের শ্লোগানটি এবার পড়তে শুরু করল ক্রমান্বয়ে সিংহ,পেঁচা এবং ময়ূর-

সিংহঃ 'কৃষক মেরে টাটা প্রেম'
পেঁচা ও ময়ূর ঃ 'শেম শেম সিপিএম'

সিংহঃ 'ক্যালানে এটা কি দিলি?'
হাঁস ঃ'এই যা-এটা তো দিদি তখন ডিসেম্বরের জন্য তৈরী সিঙ্গুরের শ্লোগান বলছিলেন-ওই ইঁদুর হতভাগাটা সেটাওলিখে নিয়েছে-দাঁড়াও দেখছি।'

দেবী ইতিমধ্যে সেখানে পৌঁছে গেছেন-
দেবীঃ 'থাক তোমায় আর দেখতে হবেনা-ব্যাপারটা কি তোদের?'

দেবীর রণরঙ্গিণী মূর্তি দেখে সবাই একটু ভেবলে গেছিল-সবার ঠেলাঠেলিতে শেষপর্যন্ত সভাপতি সিংহই বললো-
সিংহঃ 'আ—আপনাকে তো সবই জানানো হয়েছে।'
দেবীঃ'সে তো দেখলুম-কিন্তু ওভাবে কোনো কথা হয়।দুম্‌ করে বন্‌ধ ডেকে দিলি।'

সবাই একটু মুখ চাওয়াচাওয়ি করল,ওরা ভেবেছিল বটে-কিন্তু দিদি প্রথমেই বন্ধ করতে বলেন।
দেবীঃ'আয় আমার অফিসে-এখানে ভীষণ ঠান্ডা-তাড়াহুড়োয় শালটাও আনতে ভুলে গেছি।'

ওরা নিজেদের মধ্যে একটু গুজগুজ করে দেবীর কথায় রাজি হল।

(৪)
দেবী প্রথমে এসে রুম হিটারটা চালিয়ে দিয়ে ওদের বসতে বললেন-

'তোদেরও বলিহারি খ্যামতা বাপু-এই শীতে ওই বরফে সতরঞ্চি পেতে শ্লোগানিং করছিলি-যাগ্‌গে বল্‌ তোদের কার কি বক্তব্য?'

সিংহ ঃ'আগেই ত লেখা হয়েছে।'
দেবী ঃ'আরে সে তো লেখা আছে পার্সোনাল affairs—সেগুলো কি না জানলে অনুমতিটা দি কি করে?দেখি তো আগে কি এমন হলো যাতে তোরা এতবছর পর হঠাৎ বন্ধ ডাকলি?'

সবাই একটু মুখ চাওচাওয়ি করে।সিংহকেই সবাই ঠেলে।

সিংহঃ 'আমিই তা হলে বলি?'
দেবীঃ 'বলবি তো বটেই-কিন্তু শুধু নিজের ব্যাপারটা-যে যার পার্সোনাল affairs পার্সোনালি বলবে।'

সবাই আবার একটু দোনোমনো করে-কিন্তু দেবীর গলাটা ঠিক স্নেহবিগলিত না মনে হওয়ায় রাজি হয়।
সিংহ শুরু করে-
সিংহ ঃ'বুঝলেন মা-'
হাঁস ঃ'আঃ সিংহদা-দিদি বলেছেন না আন্দোলনের সময় কোনো পার্সোনাল সম্পর্ককে না টানতে।'
সিংহঃ'ও হ্যাঁ স্যরি-বুঝলেন ইয়ে মানে দেবী-আমাকে একটু কাশ্মীর যেতে হবে-'
দেবীঃ'মানে?'
সিংহ ঃ'মানে ওইসময় একটা থানা ওড়ানোর প্ল্যান আছে-ওরা আমাকে চাইছে-'
দেবীঃ'মানে ?মানুষ মারবি?'
সিংহঃ'মানে আন্দোলনের স্বার্থে ওসব একটু করতে হবে-হয় ।না হলে লোকে ঠিক মান্যি করেনা।'
দেবীঃ'এ তো অসুরের কাজ রে—'
সিংহ ঃ'না মানে হ্যাঁ-মানে—সিংহের চামড়াটা গায়ে থাকলে একটা তেজী বীর ভাব আসে-হেঁ হেঁ-হেঁ হেঁ-আর যমজেঠু সেদিনকে বলছিলেন একটু অফসিজন যাচ্ছে-একটু বেশি বোর্ডার দরকার-'
দেবীঃ'হুঁ-তা যম কত দিল?'
সিংহ ঃ'হেঁ হেঁ-'

দেবীঃ'আবার হেঁ হেঁ —লজ্জাও করেনা'

সিংহ একটু হাত কচলাতে কচলাতে চুপ করে গেল।
দেবীঃ'বুঝলুম-এবার তুই বল হাঁস-'

(৫)

হাঁস ঃ 'আমার ওরম দুনম্বরি কেস নয় দেবী-'
সিংহ ঃ'হাঁস-'
হাঁস ঃ'রাগ দ্যাখাচ্চো কাকে?যমজেঠুর কাছে পয়সা খেয়েচো আমরা জানতাম—তুমি না সভাপতি?'
সিংহ ঃ'ভোটে হেরেছিস যা তা বলবি?যমজেঠু ভালোবেসে পূজোর আগে-'
হাঁসঃ'ভালোবেসে?'
সিংহ আরও কিছু বলতে গিয়ে কি ভেবে চুপ করে যায়।

দেবীঃ'যাগ্‌গে তুই বল-'
হাঁসঃ'হ্যাঁ-আপনি জানেন এ বছর একটা অর্ডিন্যান্স আসছে তাতে বলেছে-এবার থেকে
পোলট্রিতে ৩৩% কেলে পাতিহাঁসগুলোর জন্য সংরক্ষিত থাকবে-'
দেবীঃ'হ্যাঁ-তাতে প্রবলেম কোথায়?'
হাঁসঃ'কি বলছেন দেবী?আমরা আর ওরা-ওই পানা পুকুরের পাড়ে ঘুরে বেড়ানোগুলো এসে গুগলি খাবে-আর আমরা খেতে দেবো-'
দেবীঃ'তাই না?পোলট্রি যখন ছিলনা তখন তোদের বাপ-দাদারা কি করত?'
হাঁস ঃ'সে যখনকার কথা-'
দেবীঃ'এবার বলবি ওদের আর আমাদের একসাথে হাঁস বলে ডাকা হবে কেনো?'
হাঁস ঃ'না মানে-'
দেবীঃ'চুপ কর-বরং চেষ্টা কর ওরা যাতে তোদের সমান capable হয়-যাতে পরে এইরকম অর্ডিন্যান্সের আর দরকার না পড়ে-তা করবি কেনো?-তাহলে যে নিজেকে খাটতে হয়-নিজের কেরিয়ারকে ঝামেলায় ফেলে-'
হাঁস ঃ'না সে তো সরকারের কাজ-'
দেবীঃ'তাই তো-যখন নিজের ঘাড়ে দায় আসবে তখন সরকার দেখাবি-আর সরকার যখন ভোট বাঁচাতে কিছু জোর করে চাপাবে তখন প্যাঁক প্যাঁক করবি-আগে নিজে পরিষ্কার হ-কাজ কর- তাহলে পিছিয়ে থাকা লোকগুলোও বুঝবে এই জিনিসগুলো কেনো পাইয়েদেওয়া হয়?কই পাতিহাঁসগুলোর ভালোর জন্য তো আন্দোলন করিস না?তোরা না কি দুনম্বরিনোস্‌-যত্তসব।'

(৬)
হাঁস আর না পেরে এবার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।
দেবী এবার ইঁদুরের দিকে তাকালেন।
সে বেচারা বরাবরই একটু চুপচাপ প্রকৃতির-এতক্ষণে দেবীর মূর্তি দেখে বেশ ঘাবড়ে গেছে-অনেক কষ্টে নাকের সামনে ঝুলতে থাকা চশমাটাকে গুছিয়ে আরম্ভ করল-

ইঁদুর ঃ'না মানে আমায় একটু দৌড়তে যেতে হবে।'

দেবী ঃ'কোথায়?'
ইঁদুর ঃ'মানে All India CAT catching championshipএয়ে।'
দেবী ঃ'তুই বেড়াল ধরতে দৌড়বি-চিরকাল তো ওরা তোদের ধরে এসেছে!'
ইঁদুর ঃ'মানে জিতলে একটা স্কলারশিপ-মানে M.B.A-মানে মাস্টার্স অফ বেড়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন-'
দেবী ঃ'হুঁ-তা কি করতে হবে?'
ইঁদুর ঃ'হাতে করে একটা ঘন্টা নিয়ে ইঁদুররা দৌড়বে-বেড়ালটার গলায় পড়াতে-'
দেবী ঃ'আর বছরে একবার যে সবাই মিলে কাটাই তার বেলা'
ইঁদুর ঃ'না মানে সে ত প্রত্যেক বছরই-'
দেবী ঃ'বুঝলাম-তোর কি বলার আছে পেঁচা?'

(৭)
ইঁদুর ঠিক বুঝে উঠতে পারলনা তার আবেদন গৃহীত হলো,না হলো না।
পেঁচা একটু গুছিয়ে শুরু করল-

পেঁচা ঃ'উপস্থিত ভদ্রবাহণগণ এবং দেবী-আপনারা আমাকে এত বছর ধরে চেনেন-আমার চরিত্র এবং কাজকর্ম সম্বন্ধে লক্ষ্মীদেবী থেকে আরম্ভ করে স্বয়ং জগন্মাতা সকলেই
সন্তুষ্ট-'
দেবী ঃ'তাতো হল-কিন্তু তুই ভাষণ শুরু করলি কেনো?'
পেঁচা ঃ'কারণ আমি-মানে আমাকে পরের মন্ত্রীসভায় আমার লক্ষ্মীদেবীর হিসেবরক্ষক হিসেবে এতদিনের অভিজ্ঞতাকে মাথায় রেখে অর্থমন্ত্রীর পদে ভোটে দাঁড়ানোর আবেদন এসেছে-পুজোর সময় তারই ক্যাম্পেনিং।'
দেবী ঃ'বলিস কি রে রাজনীতি করবি কি-কি অভিজ্ঞতা আছে?'
পেঁচা ঃ'কি যে বলেন দেবী ভাষণ দিতে জানা কি যথেষ্ট নয়?আমদের দিদি তো রেল থেকে কয়লায় গিয়েছিলেন।'
দেবী এবারও কিছু মন্তব্য না করে ময়ূরকে বলতে বললেন।

(৮)
ময়ূর ঃ'দেখুন জেঠিমা-স্যরি ভাইলোগ,কিন্তু বসের মা কে অন্য নামে ডাকটা আসছেনা-দেখুন গতবছর শ্রীভূমি স্পোর্টিংয়ের ওদিকে রাতে ফাঁক পেয়ে একটু বেরিয়েচি-রাস্তায় দেখি একটা ঘ্যামচ্যাক আইটেম আসছে-তা- ও মামুণি , সোনা মামুণি বলে যেই একটু ডেকেছি তা
সেও দেকি গুটিগুটি পায়ে আসছে।ব্যাস জমে গেল।'
দেবী ঃ'তারপর?'
ময়ূর ঃ'আর কি ওই তার সাথে একটু মস্তি করতে বেরোবো-ব্যাস।'
দেবী ঃ'বুঝলাম ।ঠিক আছে তোকে না হয় অষ্টমীর সকালটা অ্যালাও করা গেলো-কিন্তু বাকিরা কান খুলে শুনে রাখো-যদি যেতে হয় তবে প্যান্ডেলে চুপটি করে বসে থাকবে-বচ্ছরকার দিনে তোমরা নিজেদের ধড়িবাজি করতে বেরোবে,আর আমি বসে বসে দেখবো-এটা হতে পারেনা।সেরম হলে আমি ওনার ষাঁড়টার পিঠে চেপেই যাবো-সরো,কেতো,লছু আর গণাকে বলবো নিজেদের ব্যবস্থা করে নিতে-এক যদি চুপচাপ থাকার মুচলেকা দাও তো যেতে পারো নয়তো এখানকার হাঁড়িও তোমাদের জন্য বন্ধ। এবার যাও।'

(৯)
যদ্দূর জানা গেছে তারপর আরো একটা রুদ্ধদ্বার বৈঠকের পর এবং নন্দীর পরামর্শে সিংহ, হাঁস, ইঁদুর আর পেঁচা মুচলেকা দিয়ে রক্ষে পায় আর দেবী দশভুজাও অন্যবারের মতো স্বপরিবারে পিতৃগৃহে আসেন।

এই যুদ্ধটাও তো দেবী জিতলেন—হয়তো ওরাও আর বেগড়বাঁই করবেনা।কিন্তু আমরা?দেবী কিন্তু ত্রিকালদর্শী-একটু সাবধানে থাকবেন।

গপ্পোসপ্পো-২

পরিবর্তন

অভীক দত্ত

চশমাটা খুলে টেবিলের উপর রাখলো পিয়ালী। চোখটা বড় ঝাপসা হয়ে আসছে তার। টেবিলের উপর চিঠিটা একটা পেপারওয়েট দিয়ে রাখা।আলগা হাওয়ায় চিঠিটা কাঁপছে। পিয়ালী কাঁপাকাঁপা হাতে চিঠিটা ধরলো।তার মনে ফ্লাশব্যাকের মতো ভেসে আসছে কতগুলি ছবি। দাদার সাথে ফুচকা খাওয়া, রাস্তায় ঘন্টার পর ঘন্টা হাঁটা আর রাস্তার ধারের চমক লাগানো অ্যাড গুলির দিকে তাকিয়ে থাকা।কোনো অ্যাড এ এক বিদেশী সুন্দরী স্নান করবার সামগ্রীর মডেল হয়েছে অর্ধনগ্ন হয়ে আবার কোনো খবরের কাগজ জানান দিচ্ছে তারাই এখন সর্বশ্রেষ্ঠ। দাদার কথা গুলো এখনো যেন স্পষ্ট ভাসছে তার কানে, ' বিশ্বায়ন, বিশ্বায়ন, বুঝলি বিশ্বায়নই আমাদের শেষ করবে।লোকের লোভ বাড়ছে আর ভোগ্যপণ্যের প্রতি চাহিদা তত বাড়ছে।'

পিয়ালী জিগ্যেস করতো 'তাহলে বিদেশী কিছু ভালো লাগে না?'

দাদা যেন গর্জে উঠতো 'দেশের চাষী না খেতে পেয়ে মরছে আর তুই বাইরের দেশের থেকে আমদানী করা চাল-গম খাবি?তুই জানিস আমাদের দেশের গম থাকতেও আমেরিকার চাপে ওদেশ থেকে আমাদের গম আমদানি করতে হয়?'

পিয়ালী কথা খুঁজে পেতো না।

পেপারওয়েটটা সরিয়ে আবার চিঠিটা পড়া শুরু করলো-

পিয়ালী,

তোকে বলেছিলাম যে বিদেশী কিছু ভালো লাগে না, আমাদের চাষী না খেতে পেয়ে মরছে? আজ যখন দেখছি আমাদের চাষীদের জমিতে বিদেশীরা নোঙ্গর ফেলেছে, আমার আদর্শগুলি কেমন যেন খেলো মনে হচ্ছে। বাবার মুখে কৃষিস্বার্থ শুনে যে ধারণা এসেছিলো সেটা বড় বিকৃত লাগছে আমার কাছে। শিল্পের প্রয়োজনে জমি, শ্রমিকের প্রয়োজনে শিল্প আর দেশের প্রয়োজনে কৃষি। জানিস পিয়ালী বাবার অসহায় চেহারা যখন দেখি তখন মনে হয় আর পাঁচটা কাজহারা শ্রমিক পরিবারের সাথে আমাদের পার্থক্য কোথায়? বাবা আমাদের যে আদর্শে মানুষ করেছিলেন সেই আদর্শ এখন ধুলোয় মিশে যাচ্ছে। শ্রমিকের মুখের সামনে থেকে কাড়া হচ্ছে ভাত আর বাবার সামনে দিয়ে ওরা কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে আদর্শ।কৃষকেরা ভূমিহারা হচ্ছে আর বাবার ভূমি সংস্কারের গর্ব চুরমার হয়ে যাচ্ছে। আমার, বাবার শেখানো সব কথা ভুলে যাস পিয়ালী। শুধু মনে রাখিস আমাদের আদর্শের পরিবর্তন হচ্ছে। এই আদর্শ আমাদের বিরোধী ছিলো কিন্তু এই আদর্শই বলা হচ্ছে প্রকৃত আদর্শ। কোলকাতায় থাকা আমার আর হলো নারে বোন, বেরিয়ে গেলাম কোলকাতা ছেড়ে যেখানে এই আদর্শ এখন আস্তানা গেড়েছে আরো ভালোভাবে কারণ ওরা অন্তত আদর্শের দুমুখো নীতি নেয়নি, ভালো থাকিস।

তোর দাদা।

পাড়ি

বিক্রমজিৎ চট্টোপাধ্যায়

(১)

গল্পটা খুব চেনা।
বাবা মারা গেল। রিকশা টানত। এক ছেলে আর বাবা-মা এর সংসার —- কোনক্রমে চলে যেত। বাবা মারা গেল জ্বরে ভুগে। শুধু ওষুধ না পেয়ে নয়। পাড়ায় ডাক্তারবাবু ফ্রিতে রুগী দেখে,ওষুধ দিয়ে গেলেন। দিন-আনির সংসার। সেরে ওঠার আগেই রিকশা টানতে গেল। মাথা ঘুরে accident। রিকশাটাও গেল। প্যাসেঞ্জার ছিল না। মালিক ভাল লোক। রিকশার জন্য মাকে আর চাপ দেয়নি। আমার তখন ক্লাশ সেভেন। ছড়া কাটতাম,' সেভেন গেট অফ দ্য হেভেন '। পড়াশুনায় খারাপ ছিলাম না। সিক্স থেকে সেভেন এ ওঠার সময় সেকেন্ড হয়েছিলাম। কিন্তু, ...বাবা মারা গেল।

(২)

' জলদি, দুটো চা, স্পেশাল। '
'এই রেজো, ঝটপট দিয়ে আয় চা দুটো। '
আমি এখন নব'র চায়ের দোকানে। সকাল ৭ টা থেকে সন্ধ্যে ৭ টা অবধি। তারপর আমার ছুটি। হপ্তায় ২০০ টাকা। এই ৮০০ টাকায় মাস চলেনা। মা তাই দুই বাড়িতে রান্না করে। দু-বেলা খাবার চলে যায়। রাতটুকু মাকে কাছে পাই। তখন আমাদের যত রাজ্যের গপ্পো। মাঝে মাঝে মা আমাকে কাজের বাড়ি থেকে গল্পের বই এনে দেয়। আমার ইতিহাসের গল্প খুব ভাল লাগে। আর ভাল লাগে যত দূর দেশের গল্প। দোকানে যখন ঘোষাল জেঠু আমেরিকার গল্প বলে আমি হাঁ করে শুনি। নবদা বলে 'ঘোষাল আমেরিকায় জমাদারের কাজ করত ' ; তা হোক , অত দূরে গেছে তো! কত কিছু দেখেছে ! বাবা বলত, আমিও নাকি বিলেত যাব বড় হলে।

(৩)

' উফ !
রেজোটা গেল কোথায় ? কাজের সময় হলেই বাবু উধাও। জানে বৃষ্টির সময় লোক হবে,—তাল বুঝেই হাওয়া !
.....এই আসছেন নবাব পুত্তুর এতক্ষনে । '
'কোথায় ছিলি এতক্ষন ?দু-পা গিয়ে চা দিতে আধঘন্টা কাটিয়ে এলি ? আর এরকম হলে মাইনে থেকে কাটা যাবে , বলে দিলাম কিন্তু ; কী হল ? কথা বেরচ্ছে না কেন মুখ দিয়ে ? হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝেছি। আর ন্যাকা সাজতে হবে না। নে নে জলদি হাত চালা।'

কী বলব ? নবদাকে যদি বলি যে আমি বৃষ্টিতে ভিজতে ভালবাসি,কচু পাতার ওপর জলের ফোঁটাগুলো যখন মায়ের হাসির মত ঝরে পড়ে, তখন আমি কি করে চলে আসি ?— তাহলে কী ও শুনবে ? ডাক্তারবাবু একটা বই দেবে বলেছিল,অপু বলে একটা আমার মত ছেলের গল্প নাকি, কাকু বলেছিল খুব ভাল। ও,-ও ..... নাকি আমার মতই,.....কাকু বলছিল।

(৪)

মায়ের খুব জ্বর। চুরিটা কিন্তু মা করেনি।
দীপুর বড় জেঠি তা বিশ্বাস করল না। সবার সামনে চোর বলে অপমান— মা বাড়ীতে ফিরে মাথায় তিন বালতি জল ঢাললো।
কাকু ওষুধ দিয়ে গেছে। কিন্তু জ্বর কমছে না। মাথার ন্যাকরা গুলো শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে। কাল রাতে ঘুমোইনি। তারপর সকাল থেকে দোকানে ছিলাম। পাশের বাড়ির দিদি নজর রেখেছিল। বেলায় যখন খাওয়াতে এলাম তখনও ধুম জ্বর। .....
আর পারছিনা। খুব ঘুম পাচ্ছে । খুব ভয় করছে। পথের পাঁচালীটা পড়ছি আবার, এত ভাল বই কখনও পড়িনি.....মা কি কিছু বলছে ?
—‘ চুরি , ...না..... আমি..... নই..... চোর , রাজা .....’
—জানি মা ,.....তুমি চোর নও, ...ওরা হারটা পেয়ে গেছে,.....মা, সবাই জানে .....ও মা...
—চুরি ,.....করিনি..... রাজা .....বৌদি .....চোর নই
হঠাৎ আবার চুপ করে গেল। একবার কি কাকুকে ডাকব ? এত রাত্রে? পয়সা দিতে পারিনা। কাকু অবশ্য কিছু ভাববে না। কিন্তু মাকে ফেলে যাব কি করে ?
ঠায় বসে সারারাত কাটল। দুর্গা যেখানে মারা গেল,— আজও কেঁদে ফেললাম। লীলা কি ভাল না ? আর যেখানটায় অপুরা আবার নতুন জায়গায় রওনা দেবে, শেষ পাতাটা,— ওরকম কিছু তো কোনওদিন পড়িনি ! কাকু বলেছিল, এটার নাকি আর দুটো পার্ট আছে। আমায় নাকি দেবে না ! আমি ছোট নাকি ! স্কুলে পড়লে নাইনে উঠতাম এবার , আমি ছোট ?
মায়ের জ্বর টা কমছে না কেন ?

(৫)

দ্বিতীয়বার সব পুড়িয়ে দেওয়ার আগুনটা, —আগের বার অঝোরে বৃষ্টি পড়ছিল, এবার রোদে মাটি শুকনো। ফেটে গেছে। চোখের সামনে মা পুড়ে যাচ্ছে ; আমি নিজের হাতে মাকে পোড়ালাম, এই হাতটা দিয়ে ।
কান্না পাচ্ছে কেন? মা বলত, বড় ছেলেরা কাঁদে না,.....সকালে যখন কালো ধোঁয়াগুলো, মাকে নিয়ে চলে গেল, তখনও তো কাঁদিনি, তাহলে এখন ,..... আকাশটা বড্ড বড়। কোথায় ? ঠিক কোথায় মা চলে গেল? বাবাও ?
কাকু বলেছিল,আমায় এখানেই থাকতে , কাকুর সাথে, কাকু স্কুলে ভর্তি করে দেবে ।

(৬)

‘ দেখুন ও খুব ভাল ছেলে।
ক্লাস performance ও ভাল। একটা backlog তো রয়েছেই, but no we have no,complains about his merit,but the real concern is his behaviour.He is very very introvert.He seldom speaks to his classmates, he has no friends or acquaintances.
একটু চোখে চোখে রাখবেন Dr. Roy ; এইটুকু বলার জন্যই আপনাকে ডাকা।

(৭)

—‘ হ্যাঁরে , রাজু স্কুলে কেমন লাগছে ? বন্ধু বান্ধব হল ?’
—‘ স্কুলে অনেক পড়া হয়। কিন্তু ছেলে গুলো তো আমার সাথে কথা বলে না.....আমার বাবা রিকশা চালাত বলে,মনে হয়। আর আমি তো অত কথা বলতে পারিনা। একা থাকতেই ভাল লাগে। ’
—‘ ঠিক আছে , যা পড় গিয়ে, একটু তোর কাকিমাকে পাঠিয়ে দে তো রে।
—‘ শ্যামল বাবু কী বললেন তোমায় ?’
—‘ শোনো একটু নজর রেখো বুঝলে। স্কুলে তো একা একাই থাকে, এখানে একটু তুমি সাথে থেকো।’
—‘ তুমি এমন করে বল যেন ও তোমার একারই ছেলে। আমি কি নিজে থেকে বুঝিনা? ওর কতটা নেই,কতটা চলে গেছে। চিন্তা কোরোনা, কদিন পরে ঠিক হয়ে যাবে। ’

(৮)

আমার স্কুলে যেতে ভাল লাগে না। আমার অনেক দূরে কোথাও যেতে ইচ্ছে করে। অনে-এ-এ-এ-ক দূর। যেখানে ঐ আকাশটা মাটিতে মিশেছে, সেখানে। কাকু-কাকিমা আমায় ভালবাসে। কিন্তু আমার এখানে ভাল লাগে না। মায়ের কথা বড্ড মনে পরে এখানে।
কাকু আমাকে জাহাজঘাটায় নিয়ে গেছিল সেদিন। শংকর এমন একটা জাহাজ করেই আফ্রিকা গেছিল একদিন,আমিও যাব।

(৯)

কাকু,
রাগ কোরো না। আমি বেরোলাম। গত চার বছর তোমরা আমাকে অনেক ভালবাসা দিয়েছ। আমার চাওয়ার চাইতে অনেক বেশী আমি পেয়েছি।

কিন্তু কেন কে জানে মনে হত, এ জায়গাটা আমার নয়। মনে হত ,অন্য কোথাও, অন্য কোন জীবন আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে। তুমি যে বইগুলো দিয়েছিলে, আর যা টাকা জমেছিল, সব নিয়ে গেলাম। জানি তুমি রাগ করবে না। আমি ভাল থাকব।

ইতি
রাজু

পুঃ HS এর result আমি ফোন করে জেনে নেব ।

(১০)

কী ভাবছেন ? অবুঝ কৈশোরের স্বপ্ন ? হবেও বা, কিন্তু আজও যে কৈশোর একই ভাষায় কথা বলে,.....অপু আর শংকর , ইন্দ্র আর শ্রীকান্ত মিশে যায় রাজুতে ; হাজার বছর পথ চলার হাতছানি দিয়ে পথের দেবতা আজও রাজুদের ঘরছাড়া করেন। রাজুর ভবিষ্যত কী,তা সময়ই বলবে। কিন্তু, উষা গোধূলির অস্তরাগ মাখা পথ বেয়ে তার এগিয়ে চলা, পথের দুঃখ যন্ত্রণা আর হাসি আনন্দকে পাথেয় করে তার যাত্রা,— ..... সে তো ফুরোবার নয়।

কৈশোর যে আজও অপরাজিত॥

অমরত্বের প্রত্যাশা নিয়ে ....

সৌম্য মাইতি

[গল্পটা শুনলে হয়তো মনে হবে একটা অনেক পুরোনো ছকে বাঁধা কাহিনী।
কিন্তু তবুও অনুভূতি চিরকালীন। তাই সাহস করে ইতিহাসের পাতা থেকে ছিঁড়ে আনলাম একটা না বলা গল্প — একটা সত্যি ঘটনা ... সময়কালটা বেথলেহেম-এ দেবশিশুর জন্মের মাত্র বছর তিরিশ আগে।]

শহরের নাম সাকেত। পাশ দিয়ে বয়ে গেছে সরযূ নদী। ছবির মত শান্ত সুন্দর এই জায়গাটা। সময়টা বসন্তকাল। চৈত্রের শুক্লা নবমী তিথি-র মহা উৎসবে মাতোয়ারা মানুষজন। উৎসবের সবচেয়ে বড় একটা অঙ্গ ছিল সাকেতের সবথেকে গুণী যুবককে সম্বর্ধনা জানানো। সেই অনুষ্ঠানে এসে সমবেত হয়েছে অনেক মানুষ।

ভারতবর্ষের একটা নামকরা বাণিজ্যকেন্দ্র সাকেত। গ্রীসের সাথে বাণিজ্যের সুবাদে এখানে যাতায়াত করতেন অনেক গ্রীক । আর আলেকজান্ডার, সেলুকাসের সেনাবাহিনী এক সময় এই জায়গাটা জয় করেছিলেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই এখানে রয়ে গেছেন এমন অনেক মানুষ, যারা রক্তের বিচারে না ভারতীয়,না গ্রীক। এদের বলা হত যবন। এরা ছিল বৌদ্ধ ধর্মানুসারী। সাকেত-এর অধিবাসীদের মধ্যে মূলতঃ দুটো শ্রেণী ,কুলীন হিন্দু এবং এই যবন। আজকের উৎসবে সব শ্রেণীর মানুষই এসেছে।

এ বছর সম্বর্ধনা দেওয়া হচ্ছে যাকে তার নাম সুবর্ণাক্ষীপুত্র । মাত্র চব্বিশ বছর বয়স। কিন্তু এই বয়সেই তার বিদ্যার খ্যাতি দূর-দূরান্তে পৌঁছে গেছে। বেদ,পুরাণ ছাড়াও দর্শন ও সাহিত্যে তার অসীম জ্ঞান। সঙ্গীতের সহজাত ক্ষমতা এই সুদর্শন তরুণকে আরও জনপ্রিয় করেছে। তার-ই লেখা গান মানুষের মুখে মুখে ফেরে। এর মধ্যে কাব্য-ও রচনা করেছে কয়েকটি।

আর সমস্ত সাকেতবাসীর পক্ষ থেকে তার গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিল যে অপূর্ব সুন্দরীটি তাকে ঘিরেও উপস্থিত জনগণের কৌতুহল কম ছিল না। কে একজন প্রশ্ন করল ‘‘এই কুমারীকে তো চিনলাম না!’’

ভীড়ের মধ্যে থেকে কেউ উত্তর দিল ‘‘ও তো কোশলের বিখ্যাত ব্যবসায়ী দত্তমিত্রের কন্যা প্রভা। ’’

— ‘‘আমাদের যবন সমাজের কুল-প্রমুখ দত্তমিত্র?’’

—‘‘ হ্যাঁ ,তাঁর-ই কন্যা। এমন সুন্দরী গ্রীসেও কোনোদিন দেখিনি !’’

***

উৎসব শেষ। সাকেতের উদ্যানে সান্ধ্য-ভ্রমণে বেরিয়েছেন সুবর্ণাক্ষীপুত্র। অনেকদিনআগে মহারাজ পুষ্যমিত্র এই উদ্যানটি খুব যত্ন নিয়ে তৈরি করেছিলেন। তিনি ছিলেন মৌর্য সেনাপতি । সাকেতের ঐতিহ্য হিসেবে

উদ্যানটিকে যত্ন করে রাখা হয়েছে। উদ্যানের মাঝখানে একটা দীঘি রয়েছে। সেখানে স্বচ্ছ জলে ফুটে আছে পদ্ম,খেলে বেড়াচ্ছে সাদা রাজহাঁসের দল। সুবর্ণাক্ষীপুত্র সেদিকেই তাকিয়ে আছেন। কিছু দূরে কয়েকজন যবন তরুণ গান গাইছে বীণা বাজিয়ে। তাদের মধ্যে কেউ একজন উঠে এল সুবর্ণাক্ষীপুত্রকে দেখে।
ডাকল ''আর্য,আপনি এখানে?''
ঘুরে দাড়ালেন সুবর্ণাক্ষীপুত্র। মৃদু হেসে বললেন ''আপনাদের গান শুনে বড় ভাল লাগছিল । ''
—''সে আমাদের সৌভাগ্য,আর্য । ''
সুবর্ণাক্ষীপুত্র আলাপ করলেন যবন যুবকদের সাথে। ওদের সংস্কৃতি ও কৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক ধারণা ছিল না তাঁর। ওই তরুণদের কাছেই জানলেন যে ওরা একটা ছোট নাট্যশালা খুলেছে।
তিনি বললেন ''নাট্যশালা? নাচের জন্য?আমার খুব উৎসাহ আছে । ''
—''না,শুধু নাচ নয়,আমরা অভিনয়ও করে থাকি। ''
—''অভিনয়?''
—''হ্যাঁ। যবন রীতির একটা উল্লেখযোগ্য শিল্প। সব ঘটনাকেই আমরা বাস্তবে তুলে ধরার চেষ্টা করি । ''
—''কি লজ্জার কথা বন্ধু!আমি সাকেতে জন্মেও অভিনয় সম্পর্কে শুনিনি।''
—''কেবল মাত্র এখানকার যবন পরিবারের মধ্যেই আমাদের সংস্কৃতি সীমাবদ্ধ,আর্য। ''
আর একজন বলল ,—''আমরা আজই একটা নাটক মঞ্চস্থ করব। আপনি আমাদের অভিনয় দেখতে এলে আমরা খুব আনন্দ পাব। ''

***

খুব সমাদর করে সুবর্ণাক্ষীপুত্রকে বসানো হল মঞ্চের কাছে। নাটকটি গ্রীক নাটকের প্রাকৃত ভাষায় অনুবাদ করা। যারা অভিনয় করছিল তাদের পোশাক ছিল গ্রীকদের মত। আর দৃশ্যপট-ও ছিল গ্রীক । তবে নাটকটি তাঁর মন ছুঁয়ে গেল। অভিনেতা - অভিনেত্রীদের মধ্যে একজন ছিল সুবর্ণাক্ষীপুত্র-র চেনা। সে হল প্রভা। তার রূপেও মুগ্ধ হয়ে থাকলেন তিনি।
নাটক শেষ হবার পর অনেক প্রশংসা করলেন তিনি। বললেন ,
''আমার একটা কথা মনে হচ্ছে। তোমরা যেমন যবন নাটক থেকে অভিনয় করলে তেমন ইচ্ছে করলেই স্বদেশের কোনো নাটক-ও তোমরা অভিনয় করতে পার। অমি লিখে দিতে পারি তেমন নাটক। ''
''সে ত খুব উত্তম প্রস্তাব আর্য,তবে আমাদের অনুরোধ, তোমাকেও অভিনয় করতে হবে। ''
''বেশ আমি রাজি। তোমরা তো ইতিহাস নিয়ে নাটক করলে,যদি আমরা এই সাকেতকে নিয়ে কিছুদিন আগে লেখা এক কবির কাব্যকে নাট্যরূপ দিই?''
''আপনি কি বাল্মিকীর রামায়ণের কথা বলছেন আর্য? ''
'' হ্যাঁ, বন্ধু তাই। তুমি তো জানই এই সাকেত-এর প্রাচীন নাম ছিল অযোধ্যা। মহারাজ পুষ্যমিত্রের আশ্রিত কবি বাল্মিকী রাজপুত্র অগ্নিমিত্রকেই

রাম-রূপে তুলে ধরেছেন। সেই কাব্য বড়ই সুন্দর। অচিরেই এই কাব্য সারা ভারতবর্ষে জনপ্রিয় হয়ে উঠবে ''

''কিন্তু সে যে খুব কঠিন কাব্য! আপনার লেখা কোনো নাটকে আমরা অভিনয় করতে চাই ''

হঠাৎ-ই প্রভার দিকে তাকিয়ে সুবর্ণাক্ষীপুত্র বললেন ''বেশ,আমি তবে 'উর্বশী বিয়োগ' নিয়ে নাটক লিখব। ''
'' সেতো খুব উত্তম প্রস্তাব, তবে আপনাকে কিন্তু পুরুরবা-র ভূমিকায় নামতে হবে,আর্য। ''
''বেশ,তবে উর্বশী হবে প্রভা। ''
আরক্ত মুখে প্রভা জবাব দিল '' বেশ,আর্য,তাই হবে। ''

লেখা হল ভারতবর্ষের প্রথম নাটক 'উর্বশী বিয়োগ'।

***

এর কিছুদিন পরের কথা .....
'' প্রভা জানো, কে আমার উর্বশী ?'',পুষ্পোদ্যানে বসে জিজ্ঞাসা করলেন সুবর্ণাক্ষীপুত্র।
প্রভা আনতমুখে বলল '' তা তো জানি না কবি!তবে মাঝে মাঝে মনে হয় সে পুরাণের চরিত্র নয়,সে যেন আপনারই খুব ভালবাসার কেউ একজন ''
'' তুমি ঠিক-ই বলেছ প্রভা, সে আমার উর্-বশী (হৃদয়ের-অধিষ্ঠাত্রী)। ''
'' কবি,সে কে??''
''কে আমার হৃদয়কে জয় করেছে তা কি জান না তুমি?''
''জানি বলেই তো ভয় পাই । ''
''কিসের ভয় প্রভা?''
''কোনদিক থেকেই আমাকে তোমার উপযুক্ত ভাবতে পারি নি। সাকেতের সমস্ত সুন্দরী তোমার নাম শুনেই উন্মাদ হয়ে ওঠে। তোমার কবিতা সব জায়গায় সমাদৃত হয়। তোমার গুণাবলীর পরিচয় পেয়ে আশা ছেড়েছিলাম''
'' প্রভা, আমার উর্বশী,তুমি যে আমার সবটুকু, আমার সংবর্ধনার দিন তোমার নীল চোখ দুটি প্রথমবার দেখে মনে হয়েছিল তুমি যেন একটা সমুদ্র, আমি সাঁতার দিতে চেয়েছিলাম সেই সমুদ্রে। ''
''এ তোমার কাব্যের কথা। ''
''এ কাব্য নয়,এ সত্য। আমার নাটকটা লোকে এতখানি গ্রহণ করবে তা নিজেই ভাবিনি। এই কয়েকদিন অভিনয়ের সময় তোমায় এত কাছ থেকে পেয়ে আমি আত্মহারা হয়েছিলাম। তারপর আস্তে আস্তে তোমার সাথে কত ভাল লাগার মূহুর্ত কাটিয়েছি। কত বলা না বলা কথায় আমরা দুজন কাছাকাছি এসেছি''
'' কবি ,মনে রেখ তুমি শুধু সাকেতের নয়,সারা ভারতবর্ষের সবথেকে বড় কবি হতে চলেছ,তোমার সামনে অনেক পথ। তোমার সে পথের সহযাত্রী হবার স্পর্ধা আমার নেই,তবু..''
'' না প্রভা না,তুমি যে আমার কাছে কতখানি তা নিজেই জানো না,তোমার কথাগুলো হয়ত বাড়িয়ে বলা,তবু তোমার এই আস্থাটুকুই আমার কাছে অনেক দামী। ''

‘‘ কিন্তু কবি আমি বাড়িয়ে বলিনি, তোমার ওপর আমার সম্পূর্ণ ভরসা আছে ,জানি তুমি পারবে, আর সেদিন তোমার সাথে তোমার প্রভার নামটুকুও জড়িয়ে যাবে । জান সেদিন পিতার এক বন্ধু যবনদেশ থেকে এসেছিল। সেখানে তোমার নাটকের অনুলিপি পড়েছেন অনেক মানুষ। তোমায় সেদেশেই এম্পিডোকল বা য়ুরোপীদের প্রতিভার সাথে তুলনা করা হয়েছে। শুনে আমার গর্বে বুক ভরে গিয়েছিল কবি। ’’
‘‘ সে গর্বটুকুই আমার অহঙ্কার। তুমিই আমার সব কাব্যের প্রেরণা। ’’
‘‘আমি শুধু তোমারই আছি, কবি । ’’
‘‘প্রভা, তোমায় প্রথমদিন দেখার পর মনে হত তোমায় হয়ত আর পাব না। ভাবতাম আমার সেই উর্বশী হয়ত আমায় ভুলেই গেছে। তোমার জন্য কতদিন একা একা ঘুরেছি। আমার সেই বিরহকেই আমি আমার কাব্যে তুলে ধরেছিলাম। ’’
সুবর্ণাক্ষীপুত্রকে জড়িয়ে ধরে প্রভা বলে উঠল ‘‘আমার জন্য এতখানি শূন্যতা তোমার জীবনে?’
‘‘শূন্যতা নয়,আমি নিঃস্ব হয়েছিলাম। ’’
দুজনের অধর পরস্পরকে ছুঁয়ে দিল । সামনের সরোবর, পদ্মপাতা, রাজহাঁসগুলো সেই মিলনের নীরব সাক্ষী হয়ে থাকল।

***

কুলীন ব্রাহ্মণসন্তানের সঙ্গে যবন কন্যার প্রেম সাকেতের আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠল। সুবর্ণাক্ষীপুত্রের পিতা তাকে ডেকে বোঝাতে চাইলেন যে তাঁদের বংশের কেউ কোনদিন কুলীন ব্রাহ্মণ কন্যা ছাড়া বিবাহ করেননি। আজ সুবর্ণাক্ষীপুত্র যদি যবন কন্যাকে বিবাহ করে তবে চিরকালের জন্য তাঁদের কুল জাতিভ্রষ্ট হবে।
‘‘পিতা, সে আমাদের ধর্মের বিফলতা। ’’
কীর্তিমান পুত্রকে ভালই চেনেন পিতা। জেদী ও যুক্তিবাদী। নানা বিষয়ে অসীম জ্ঞান।
তার লেখা ‘সারিপুত্ত’,‘রাষ্ট্রপাল’ প্রভৃতি নাটক ইতিমধ্যেই সাড়া ফেলেছে। তবু কুলধর্ম নিয়ে এ মন্তব্য সহ্য করলেন না। ক্রুদ্ধ হয়ে প্রশ্ন করলেন,
‘‘কুলধর্মের নামে এই অপমানজনক মন্তব্যের কারণ জানতে পারি কি?’’
‘‘পিতা,আমি ব্রাহ্মণদের পাষন্ডতাকে ঘৃণা করি! যাঁরা বেদ-উপনিষদ মেনে চলেন বলে বড়াই করে বেড়ান,সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করেও আমি বুঝলাম না আসলে কী তাঁরা মেনে চলেন!’’
কথাটা সত্য। সুবর্ণাক্ষীপুত্র দেখেছে আসলে তাঁদের লোভ কেবল দক্ষিণায়। আশ্রয়দানকারী রাজা বা সামন্তের কাজেই এরা সদা প্রস্তুত। ব্রাহ্মণরা বাইরে থেকে আগত শক,যবন,আভীর প্রভৃতি জাতিকে স্বীকার করে নিয়েছে। কারণ তাদের কাছে বল ছিল,অর্থ ছিল।
অথচ স্বদেশের শূদ্র,চন্ডালদের চিরকাল দাস বানিয়ে রেখেছে এরা। এ যেন এক ধরনের অন্যায়,পাপ। জ্ঞানসমুদ্রের মধ্যে সামান্য কয়েকটি পুঁথি পাঠ করে তাদের দম্ভ সমুদ্রকেও হার মানায়।
প্রভার সাথে সুবর্ণাক্ষীপুত্র একদিন গিয়েছিল বৌদ্ধ সংঘে। দেখেছে সমগ্র বৌদ্ধ সমাজের মহাস্থবির ধর্মসেন নিজে ঝাড়ু হাতে কাজ করছেন। সংঘে সবাই একসাথে সমস্ত কিছু সবার সাথে ভাগ করে নেয়। কত সহজ

সরল অনাড়ম্বর তাদের জীবনযাত্রা। অথচ তাদের জ্ঞান অসীম। জ্ঞানের প্রকৃত চর্চা হয় সেখানে। আর সব মানুষের সমান অধিকার। কোন ভেদাভেদ নেই। মহাস্থবির নিজে ছিলেন চন্ডাল। তবু নিজের ত্যাগ আর জ্ঞানের বিচারে তিনি বৌদ্ধদের সর্বময় নেতা।

এসব কথা পিতাকে জানানো যায় না। সুবর্ণাক্ষীপুত্র চুপ থাকলো। পিতা আবার প্রশ্ন করলেন, '' কেন ওই যবন কন্যা ছাড়া কি আর কোন সুন্দরী ব্রাহ্মণকন্যা নেই নাকি?''
নতমুখে দৃঢ়ভাবে উত্তর এল ,''আমার আর প্রভার জীবন স্বতন্ত্র হতে পারে না। প্রাণ থাকতে প্রভাকে ছেড়ে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব, পিতা। ''

***

সরযূ নদীর তীরে বসে আছে দুই প্রেমিক-প্রেমিকা। পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় ধুয়ে যাচ্ছে সারা পৃথিবী। সেই রূপোলী আলো গায়ে মেখে দুজন দুজনের কণ্ঠলগ্ন। প্রভার সোনালী চুল ভরা মাথাখানি সুবর্ণাক্ষীপুত্রের কাঁধে। সরযূর জলে প্রতিফলিত চাঁদের আলোর ছোঁয়া লেগেছে এই দুজনের মনেও। রাতের পৃথিবীর আলো-আঁধারির আল্পনা ,তারা ভরা আকাশ,নদীর বিষন্ন সুরের রাগিণী , নৈঃশব্দের কলতানকে ছুঁয়ে যাচ্ছে দুটি মানুষের অপার্থিব ভালবাসার অনুভূতি।

নীরবতা ভেঙে প্রভা বলল, ''কবি,কোনোদিন আমি যদি না থাকি তবে .... ''
''চুপ করো প্রভা। তোমাকে ছাড়া কোনকিছু ভাবা আমার পক্ষে অসম্ভব। তুমি আর তোমার প্রেম ছাড়া আমি নিষ্প্রাণ,একথা মনে রেখ। ''
'' না কবি, আমি তা বলিনি,মানুষের জরা-মৃত্যুর ওপরে তো কারওর হাত নেই। তাই যদি কোনদিন আমি না থাকি তবে ....''

আবার প্রভাকে থামিয়ে দিল সুবর্ণাক্ষীপুত্র । তড়িতাহতের মত প্রভাকে বুকে চেপে ধরল সুবর্ণাক্ষীপুত্র। প্রভা দেখল কবি কাঁদছে।

নিজেকে সামলে নিয়ে প্রভা বলল,'' কবি,মাঝে মাঝে মনে হয় আমার জন্য তোমার কাজ থেমে থাকে। প্রেমে মুক্তি নয়,তুমি যে আমার প্রেমে আবদ্ধ হয়ে যাচ্ছ। আমি না থাকলে ত তোমার চলার পথ থেমে যাবে, এটাই আমার কাছে খারাপ লাগছে কবি। ''
''আমার চলার পথে শুধু তোমাকেই চাই ,প্রভা''
''তোমার চলার পথে আমি চিরকাল থাকব কবি,সে ভয় তুমি করো না। আমি চাই তোমার কবিপ্রতিভার মতো আমাদের প্রেম হোক অমর। ''
''আমার প্রভাও আমার কাছে অমর,পৃথিবীর কোন জরা-বার্ধক্য-মৃত্যু তাকে আমার থেকে দূরে সরাতে পারবে না। ''
''জানি কবি। তবু মনে রেখ তোমার প্রেম শুধু রক্ত-মাংসের প্রভাকে নিয়ে নয়,তোমার মানসপটে আঁকা প্রভা সবসময়ের জন্য সুন্দরী,সবসময়ের জন্য তরুণী,চির সবুজ। ''
''প্রভা আমার মধ্যে রক্ত-মাংসের প্রভা,আর কল্পলোকের প্রভা - দুজনেই সমান। দুজনেই আমার কাছে সত্য। ''
''তবে কবি পার্থক্যটা কথায় জান? একজন বড়জোর পঞ্চাশ বা একশ বছর বাঁচবে,কিন্তু অন্যজনকে তুমি অমর করে রাখবে চিরকালের

জন্য। ''
'' আর আমিও তো এই পৃথিবীতে না থাকতে পারি,তখন তুমি ...''
'' আমি কি করব জানো কবি? তোমার শেখান গান গেয়ে যাব চিরকাল। সে গান আমাদের প্রেমের গান। তারই সুরের ছোঁয়ায় ফুটিয়ে যাব এমন ফুল ,নতুন দিনের প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে বেঁচে থাকবে আমাদের প্রেমের সেই সুর। ''
সুবর্ণাক্ষীপুত্র অপলক ভাবে চেয়ে থাকলেন প্রভার দিকে।
''কি দেখছ কবি?''
'' আমার শাশ্বত প্রভাকে। ''

***

সুবর্ণাক্ষীপুত্রের মা খুব অসুস্থ। সারাদিন সারারাত মায়ের সেবা করছে সুবর্ণাক্ষীপুত্র। প্রভাও মাঝে মাঝে এসে খোঁজ খবর নিয়ে যায়। কিন্তু চিকিৎসায় কোন ফল হল না। ক্রমেই অবস্থা সঙ্কটজনক হয়ে উঠল। আর এক পূর্ণিমার রাতে সুবর্ণাক্ষীপুত্রের মা গত হলেন। সারাদিন মায়ের শোকে কাঁদলেন মহান কবি। পরদিন দাহকার্যেই সারাটাদিন কেটে গেল। সন্ধ্যার সময় প্রভার কথা খুব মনে হতে লাগল সুবর্ণাক্ষীপুত্রের। প্রভা তো একবারও এল না! প্রভার বাড়িতে এসে খোঁজ নিতে গেলেন।

প্রভা নেই। তার পিতা-মাতা ভেবেছিলেন সে সুবর্ণাক্ষীপুত্রের বাড়িতেই আছে। অধীর হয়ে উঠলেন সুবর্ণাক্ষীপুত্র। কোথাও পাওয়া গেল না প্রভাকে। শুধু তার শয়নকক্ষে পাওয়া গেল তালপাতার ওপর লেখা একখানি চিঠি,সুবর্ণাক্ষীপুত্রের উদ্দেশ্যে লেখা।
'প্রিয়তম,

আমাকে যে কথা দিয়েছিলে তা মনে রেখো। প্রভার চির তারুণ্য, শাশ্বত সৌন্দর্যকে তোমার কাছে রেখে গেলাম। বার্ধক্যের থাবায় আক্রান্ত পক্ককেশ লোলচর্ম প্রভাকে আর দেখতে হবে না তোমায়। আমার সবটুকু প্রেম আর চিরযৌবন তোমায় প্রেরণা দিয়ে যাবে চিরকাল। তাকে অমর করার দায়িত্ব তোমার। কল্পনায় আমার শেষ চুম্বনটি তোমাকে দিয়ে আমি চললাম পূর্ণিমার আলোয় ধোয়া সরযূর জলরাশির ডাকে। '

***

সুবর্ণাক্ষীপুত্র বারে বারে চিঠিখানি পড়ল। সবকিছু শূন্য হয়ে গেছে তার কাছে। যেন তন্ময় হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল নিজের হৃৎস্পন্দনটুকু থেমে যাওয়ার অপেক্ষায়। এভাবে বহুক্ষণ কেটে গেল। প্রভার ক্রন্দনরত পিতা-মাতা,প্রভার বাড়ি,পুষ্পোদ্যান,সেই বাড়ির চেনা রাস্তা,প্রভার ছোঁয়াভরা বাতাস ... সব কিছু ছেড়ে পাগলের মত ছুটে বেরিয়ে এল সুবর্ণাক্ষীপুত্র। এরপর তিনদিন আহারনিদ্রা ত্যাগ করে সুবর্ণাক্ষীপুত্র চুপচাপ বসে থালেন নিজের ঘরে ... ধ্যানস্থ,আত্মস্থ,নিশ্চুপ।

পুত্রের এই শোকে সুবর্ণাক্ষীপুত্রের পিতাও চিন্তিত হয়ে উঠলেন।
'' পুত্র,তুমি মা ও প্রভার শোকে এভাবে নিজেকে শেষ করে দিও না। ''

শূন্য চোখে সে বলল ‘‘পিতা,একখানি প্রশ্ন করব?’’
‘‘বলো.....,পুত্র ....’’
‘‘আপনি কি প্রভাকে কিছু বলেছিলেন ?’’
কিছুক্ষণ নীরবতার পর সুবর্ণাক্ষীপুত্র পিতার মুখের দিকে তাকালেন। পিতা কাঁদছেন। উত্তর দিলেন,‘‘বলেছিলাম,‘তুমি আমার পুত্রকে মুক্তি দাও’ ... কিন্তু সে যে এরকম করবে স্বপ্নেও ভাবিনি ... তুমি আমায় ক্ষমা করো,পুত্র ’’
স্থির গলায় উত্তর এল, ‘‘ আপনি চিন্তিত হবেন না,শুধু আপনার কথায় প্রভা এই সিদ্ধান্ত নেয় নি। সে যে কারণে আত্মত্যাগ করেছে তা আমি সফল করবই। আপনাকে একটা অনুমতি দিতে হবে,...’’
‘‘কিসের অনুমতি?’’
‘‘আমি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করব,সন্ন্যাস নেব। ’’
‘‘অসম্ভব,আমার ওপর অভিমান করে তুমি এ কাজ করতে পার না!’’
‘‘না,পিতা কোন অভিমান বা শোক থেকে নয়,অনেক ভেবেই আমি এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এই আমার একমাত্র পথ। আমায় জীবিত অবস্থায় দেখতে চাইলে এ অনুমতি আপনাকে দিতেই হবে। ’’

এর পরে আর কোনও কথা বলার সাহস হল না পিতার। চোখের জলে পুত্রকে অনুমতি দিলেন। মহাস্থবির ধর্মসেনের কাছে দীক্ষা নিলেন সুবর্ণাক্ষীপুত্র। তার নাম হল অশ্বঘোষ। ভিক্ষু অশ্বঘোষ এরপর পাটলীপুত্র মহাবিহারের দিকে যাত্রা করলেন।

পিছনে পড়ে থাকল সাকেত,সরযূ নদী,পুষ্পোদ্যান,প্রভাকে নিয়ে দেখা স্বপ্নের টুকরো আর অনেক স্মৃতি। মুন্ডিতমস্তক ভিক্ষুর সামনে তখন অনেক লম্বা পথ। সে পথের শেষ তাঁর প্রেমের অমরত্বে। চলার পথের প্রেরণা শুধু একজন চির অমলিন জরা-বার্ধক্য-মৃত্যুহীন নারী। সে নারীর প্রেমটুকুই তাঁর মাধুকরী — পথ চলার পাথেয়।

পুনশ্চ:
এরপরে দশ বছর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অশ্বঘোষ নানা বিষয় নিয়ে গভীর অধ্যয়ন করলেন। পরবর্তীকালে মগধের মহাসংঘের অধ্যক্ষ হন তিনি। এরই মধ্যে তিনি রচনা করেন অসংখ্য কাব্য ও নাটক। সেগুলির মধ্যে অনেককিছুই হারিয়ে গেছে,অনেক লেখা আজও অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে। তাঁর লেখা ‘বুদ্ধচরিত’ ,‘সৌন্দরানন্দ’ প্রভৃতি কাব্য তাঁকে সত্যিই অমর করে রেখেছে। ‘সারিপুত্ত’ নাটকটি আজও বৌদ্ধসমাজের কাছে সমান জনপ্রিয়। পরবর্তীকালে অশ্বঘোষ শক রাজধানী পুরুষপুর (পেশোয়ার) যাত্রা করেন। সেখানে শক সম্রাট কনিষ্ক তাঁর পান্ডিত্যে মুগ্ধ হন। তাঁর কাব্যের প্রতিও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন কনিষ্ক। শক সম্রাট অশ্বঘোষের কাছেই বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন।

আজ প্রায় দু’হাজার বছর পরেও তাঁর কাব্য বেঁচে আছে। বেঁচে আছে তাঁর প্রেম। সে প্রেমকে তিনিই অমর করে দিয়ে গেছেন। প্রভার মৃত্যুহীন সৌন্দর্য ‘সাকেতবাসী আর্য সুবর্ণাক্ষীপুত্র অশ্বঘোষ’-এর কাব্যে অম্লান হয়ে থাকল .....

সত্যম-অপ্রিয়ম

লাগে রহো গান্ধীগিরি

কৌস্তভ ভট্টাচার্য্য

লেখাটার নাম দেখে বাম-ডান দু ভুরুই বোধহয় একটা জটিল জ্যামিতিক আকার নিচ্ছে। প্রথম দল এতক্ষণে এটাকে একটা ভ্যাদভ্যাদে 'রক্ষে করো আইকন আমার' মার্কা লেখা ভেবে নিয়ে ভাবতে আরম্ভ করেছেন বইটার পেছনে গ্যাঁটগচ্চাটা বোধহয় নেহাতই ফালতু গেলো-তাও আইকনটা কে না কে? একটা আধাবুর্জোয়া প্রায় প্রাগৈতিহাসিক ব্যক্তিত্ব-যে নাকি আজকাল হাতচলতি টাকা প্যসার সাথেও ফিরি হয়-রামোঃ। আর ডান শিবিরের গোঁসার কারণ যে আজকাল ছেলেছোকরাদের বইতেও বাপু জাত খোয়াচ্চেন।আর নন্দনামৃত পিপাসুরা বোধহয় নাক সিঁটকোচ্ছেন এই ভেবে যে আজকাল mainstream হিন্দি বইয়ের(মনে রাখবেন 'ছবি' নয় 'বই')জন্য দু-দশ পাতা গদ্য বরাদ্দ হচ্ছে-গোদার,বার্গম্যানোত্তর যুগে শেষকালে এই-'বাংলার ভাগ্যাকাশে' সত্যিই 'দুর্যোগের ঘনঘটা'। তবে কি জানেন দেশটাতে সরকারীভাবে এখনো একটা লজ্‌ঝড়ে সংবিধান রয়েছে,আর মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এখনো সেখানে যথেষ্ট আদরণীয়-তাই বলছিলাম গ্যাঁটগচ্চাটা গেছেই যখন-লেখাটা না হয় পড়েই ফেললেন।

গান্ধীজির সাথে আমার প্রথম মোলাকাৎ 'অমর চিত্র কথা' সিরিজের পাতায়-আর তখন থেকেই লোকটাকে ঠিক সুবিধের মনে হয়নি-যারা পিছনে ঘুরছে সদাসর্বদা কাঠি দেওয়ার সুযোগের অপেক্ষায়-তাদের দু-চার ঘা বসিয়ে না দিয়ে-গলায় লাগানোটা কোন্ দেশী আদর্শ? আমি বলে তখন ক্লাসের ফার্স্ট বয়ের অহোরাত্রি দুর্ঘটনা কামনায় মগ্ন-আর এ লোকটা বলছে কি না তাকে গিয়ে বলতে-'আয় ভাই তুইই ফার্স্ট হয়ে যা-আমি দাঁত ক্যালাই'। এ সব লোক সেইসময় কিছু ফালতু স্টান্টে পাব্‌লিসিটি পেয়ে গেছে-এখন একেবারেই অচল। এদিকে আমাদের সুভাষকে দেখো (চক্রবর্তী নয় ,ছিঃ গুরুজনের নাম মুখে আনতে নেই-মা তারা পাপ দেবেন-নেতাজির কথা বলছি) ক্যামন ডাঁটসে শ্যামবাজারের মোড়ে ঘোড়া দপদপাচ্ছে-এই না হলে দেশনায়ক।

তারপর আঙুল থেকে আস্তে আস্তে কলাগাছ হয়েছি। গান্ধীজিও আস্তে আস্তে ৫০০ টাকার মুখ হয়েছেন-আর আমার সন্দেহটা বদ্ধমূল হয়েছে-যে এই ভদ্রলোক আসলে অশোকস্তম্ভের মতো আরেকটা প্রতীক যা ছাড়া সরকারী কাজকর্ম অচল। এদিকে নাক সিঁটকানিটাও বেড়েছে-মাত্র কয়েকজন পুলিশ হত্যার প্রতিবাদে অসহযোগের মতো আন্দোলন বন্ধ করে দিয়েছিলেন দেখে। ধারণাটা আরও গেঁড়ে বসল এনার জন্যি এতো দেরিতে স্বাধীন হলাম আমরা-আর এর ফলস্বরূপ ইতিহাস ক্লাসে স্যারের সাথে অনিবার্য ঠোকাঠুকি।

আরও বড়ো হলাম। I.T নিয়ে পড়ে নিজেকে অতিবাম ভাবতে শিখেছি। নিজের সাধ্যমতো আখের গোছাতে গোছাতে আশেপাশের hypocrisyগুলোকে গাল দিয়েছি। আর ওই গাল দেওয়া ছাড়া গান্ধীজির দরকার পড়েনি।এমনি সময় এ্যাতো সুস্থ একটা শরীর ব্যস্ত করতে গান্ধীজি এলেন। মুন্নাকে বছর দুয়েক আগে M.B.B.S-এ বেশ কুলকাল লেগেছিলো।তার এতোবড়ো একটা ধাক্কার অভিসন্ধি আমি কেনো-দেবাঃ না জানন্তি!কে জানতো হল থেকে বেরিয়ে গোটা

ভারত তার vocabulary-তে একটা নতুন শব্দ যোগ করতে বাধ্য হবে,আর সেটা প্রায় এঁটুলির মতো কামড়াবে-'গান্ধীগিরি'।
একটা 'টু দি পয়েন্ট' প্রশ্নের উত্তর লেখা যাক-

প্রঃ'গান্ধীগিরি'র মূল লক্ষণগুলি কি কি?

উঃ
ক>ভালোর দিকে নিজে থাকতে হবে এবং অন্যকেও থাকতে প্রভাবিত করতে হবে-তবে মেরে ধরে নয়-তার দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে।
খ>সত্যি বলতে ভয় পেলে চলবেনা। সেই সত্যিটা আপাতদৃষ্টিতে যতই ক্ষতিকর লাগুক না কেন।
গ>কষ্ট করতে হবে-কেষ্টঠাকুর কলিকালেও যথেষ্ট ব্যস্ত মানুষ(?)-অকারণে 'সম্ভবামি' হওয়ার কোনো দায় তাঁর নেই।
ঘ>এবং 'ক' থেকে 'গ' তিনটেকেই কাজে পরিণত করতে হবে-ছেঁড়া কাঁথা আর রাজপ্রাসাদ আজ পর্য্যন্ত একসাথে হাঁটেনি-বাতেলাবাজির জন্য 'গান্ধীগিরি' নয়।

উত্তরগুলো আরেকবার পড়ে দেখুন দেখি-বুর্জোয়া কিংবা unethical কোনো কিছু চোখে পড়ে কিনা?তথাকথিত bad man-টিকে পেঁদিয়ে পাপোশ না বানিয়ে তাকে "get well soon" শুভেচ্ছা পাঠানো, উৎকোচকামীকে জনসমক্ষে জামাকাপড় শুদ্ধু খুলে দেওয়া-এগুলো সামনের মানুষটাকে তার ভুলগুলো চোখে আঙুল দিয়ে ধরিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট নয় কি?আসলে চারপাশের ৭০% মানুষই basically ভালো মানুষ-তাদেরকে ভুলটা বোঝানোই যথেষ্ট। রবিঠাকুরকে কাদম্বরী দেবী কিংবা মৃণালিনী দেবীতে বেশি চেনা যায়-না তার কাজে?তাহলে গান্ধীজিকে এই লাইনে খুঁজতে অতো অনিচ্ছা কেনো আমাদের-স্রেফ তার রাজনৈতিক বার্তাটা একটা কংগ্রেসী ছাপ্পা লাগানো বলে-যেটা আমাদের image-র সাথে ঠিক খাপ খায়না।কেন আমরা ভুলে যাই আমাদের হাড়হদ্দ মধ্যবিত্ততার মধ্যে এমন কিছু মানুষ আছেন যাদের access করতে আমাদের একমাত্র পাসওয়ার্ড হওয়া উচিৎ তাদের চিন্তা-তাঁদের জীবনী নয়।আসলে ব্যাক্তি গান্ধীকে বাক্যবাগিশতায় রাস্তায় নামানো যতটা সোজা,ততটাই সহজ তাঁকে ভগবান বানানো-কিন্তু তাঁর বিচার,তাঁর মূল্যবোধকে-আত্মস্থ করা-সেটাকে নিজের দিন আনা আর খাওয়ার জীবনচর্যায় ব্যভার করতে অনেক guts লাগে কত্তা-তার থেকে অনেক সস্তা গান্ধীকে ইতিহাসের ঠান্ডি ঘরে রেখে আসা-যেটা গান্ধীবাদী আর বিবাদীরা এতকাল করে এসেছেন।
আর এখানেই 'গান্ধীগিরি'র ভেল্কি-কারণ ব্যাপারটা সিনেমার থেকে এখন বৃহত্তর সমাজে পৌঁছেছে-মানুষ সরকারী পয়সা ব্যবহারে অনিচ্ছুক সরকারী দপ্তরে গিয়ে এক টাকা করে চাঁদা দক্ষিণা দিচ্ছেন,লখনৌতে চোলাইয়ের দোকান তুলতে পিপুফিশু থানায় ফুল পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে,AIMSএ বহুবিলম্বের পর আগত কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী "get well soon" প্ল্যাকার্ড দেখছেন-ব্যক্তিগত ভাবে বহু পুরোনো একটা বদভ্যেস অনুযায়ী রাস্তায় থুথু ছেটাতে গিয়ে ঢোঁক গিলছি-'কাজটা বোধহয় ঠিকানা' বোধ হচ্ছে।
আমাদের চারপাশের দেশ-সমাজ যাই বলুন না কেনো-সেটা তো ইঁট-বালি পাথরের একটা construction নয়,যে তাকে চাইলাম আর reconstruct করলাম।সমাজের প্রধান উপাদান তার মানুষ (কয়েকজন মানুষের চামড়ার

অসুরকে বাদ দিলে)। এদের বেশিরভাগই নিজেকে আর নিজের সমাজের আর কয়েকজনের অনিষ্ট কামনা না করে বেশ দুধেভাতে দিন কাটাতে ভালোবাসে।তবে এদের একাংশ ইদানীং রাজনীতিবোধ আর সামাজিকতা থেকে একটু মুখ ঘুরিয়েছে-এদেরকে আবার চারপাশ সম্বন্ধে একটু সচেতন করার একটা প্রক্রিয়া আবার তাই দরকার পড়েছে।'গান্ধীগিরি'ই হয়তো একমাত্র নয়,তবে একটা সম্ভাব্য পথ তো বটেই-সেটা আশা করি এখন আর অস্বীকার করার উপায় নেই। আর এই বদলকে যদি সমাজবদল না বলা হয়,তবে সংসদকে পরের মুদ্রণে 'change'-র নতুন প্রতিশব্দ বসানোর সুপারিশ করতে হয় যে।তাই গান্ধীজি অসহযোগ আন্দোলনটা বন্ধ করে ঠিক কি ভুল করেছেন সেই বিতর্ক আপাততঃ মুলতুবি আসুন বাড়ির সবথেকে ছোট্ট সদস্যটাকে শেখাই ক্লাসের ফার্স্ট বয়কে লেঙ্গি মারার জিঘাংসা মনের মধ্যে না পুষে দুজনে যেন বন্ধু হয়-দুজনেই সমান উৎসাহে লেখাপড়া করে।রাজনৈতিক বিশ্বাসের চেয়েও মানবিক আর মানসিক উন্নয়ন একটা সমাজের কাছে বেশি গ্রহণীয় নয় কি?চারপাশটা একটু বেশি বাসযোগ্য হলে,সাধারণ নাগরিকরা আর একটু বেশি সমাজসচেতন হলে- বাম ব্রিগেড আর নন্দন শিরোমণিরা কি খুব মুশকিলে পড়বেন?নয় বোধহয়-তবে তো মার্ক্সবাদের জন্মটাই মিথ্যে হয়ে যায়।আর গান্ধীজিকে ৫০০ টাকা আর ছবির ফ্রেমে না বাঁধিয়ে তাঁকে-তাঁর বিশ্বাসকে আবার মানুষের ঘামে রক্তে জড়িয়ে থাকতে দেখলে তিনিই মনে হয় সুখী হতেন সবচেয়ে বেশি-না হলে তো গড্‌সের তিনটে গুলিই ঐতিহাসিক যুদ্ধটা জিতে গেলো-কি বলেন ডানেরা?

অচল বাংলা ভাষা

অভীক দত্ত

আপনি কোলকাতায় থাকেন না? তাহলে আপনি নিশ্চয়ই হিন্দি আর ইংরেজি বলা শিখে গেছেন। আর একটা কথা যেটা হলো আপনি আরেকটু চেষ্টা করে দেখুন তো দাদা মারাঠি আর ভোজপুরিটা শিখতে পারেন নাকি? কি বলছেন? পারেন বলতে কিছুটা? মার দিয়া কেল্লা। জিও গুরু। আপনি তবে কোলকাতায় থাকার শর্তে পাশ করে গেছেন। এবার শেষ ধাপ। চেষ্টা করুন তো দাদা বাংলাটা ভুলে যেতে। কি? কি বলছেন? প্রায় ভুলেই গেছেন? আর ছেলেমেয়েরা বাংলা বললে স্কুলে ফাইন করার ব্যবস্থা হয়েছে বলে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বাড়িতেও বাংলা বর্জন করে ফেলেছেন? বাঃ, বাঃ। এবার আপনি গর্ব করে বলতে পারেন আপনি বাঙালি।

এতটা পড়ে দাদা নিশ্চয় নাক মুখ কুঁচকে বলছেন, ‘ ছোঁড়াটা তো দেখছি বড্ড এঁড়ে পাকা!’

তা দাদা আপনি কিন্তু তবুও একটা চাপে পড়ে গেছেন। হয়তো আপনার সময় কাটছে না। লিটল ম্যাগাজিনের পাগলা ছেলেগুলির জ্বালায় বইটা কিনে পাতা উলটে যাচ্ছেন বাড়িতে কেউ নেই বলে। বউদি হয়তো ছেলেমেয়েদের নিয়ে সিটিসেন্টারে ধনতেরাসের কেনাকাটি করতে গেছেন, নেহাৎ সময় কাটছে না বলে বইটা মুখের সামনে খুলে বসেছেন। এবার চাপটা হলো আপনাকে বইটা লুকিয়ে পড়তে হচ্ছে। দরজাটা ভালোভাবে বন্ধ করে দিয়ে এসেছেন যাতে কেউ হঠাৎ করে ঢুকে না পড়ে। ঢুকে পড়লেই তো চিত্তির। রাস্তায় ছেলেমেয়েদের নিয়ে ভাদ্রমাসে নিয়ে বেরোলে যেমন অপ্রিয় প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়, সেই ধরনের অপ্রিয় প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে।

জানুয়ারি মাসটা দাদা আর বৌদির বেশ ভয়ে ভয়ে যায়। বাচ্চাদের আব্দারে হয়তো বইমেলায় যেতে হয়, কিন্তু খুব চাপে থাকেন। যদি বাচ্চাদের কোনো বাংলা বই দেখে ভালো লেগে যায় তবে সেটার জন্য আবদার করা শুরু করলে কি ঝামেলার ব্যাপার বলুন দিকি?

তারপর আপনি আইসক্রিম আর আরামবাগস চিকেন খুঁজতে গিয়ে ভুল করে লিটল ম্যাগাজিনের জায়গাটা ঢুকে পড়লেন। মুখ টুক বেঁকিয়ে কোনোমতে একটা দুটো রঙচঙে বই দেখে যত তাড়াতাড়ি সেই জায়গাটা ছাড়লেন। সত্যি দাদা, আপনার অবস্থা দেখে আমারই কষ্ট হচ্ছে।

দাদা বাড়িতে বাংলা কাগজ রাখা ছেড়েছেন অনেককাল আগে। অন্য দাদাই বা কি করবেন বাংলা মনে রেখে। এফ এম খুললে হিন্দি উচ্চারণে

বাংলা ভাষার উপর ভক্তি থাকেনা। ব্যান্ডের গানে বাংলা উচ্চারনে বমি পায়। দাদা শুরুতে হিন্দিতে অতটা ভালো ছিলেন না। এখন এরাই দাদার হিন্দি ঠিক করার দায় নিয়েছে। দাদা বাইপাসের ধারের বিজ্ঞাপন দেখে বুঝে গেছেন বাঙলা মনে রাখলে আর

কোলকাতায় বেঁচে থাকতে হবে না। রাস্তা-ঘাটে, বাসে-ট্রামে, শপিং মলে, মাল্টিপ্লেক্সে বাংলা অচল। তাহলে আর বাংলা মনে রেখে কি করবেন বলুন তো দাদারা? আপনারা ভুলে যান, আমরা আপনাদের সাথে আছি।